ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-240 ■ 1 June, 2026 ■ আগরতলা ১ জুন, ২০২৬ ইং ■ ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভারতের আমের ঐতিহ্যকে বিশ্ববাজারে পৌঁছে দিচ্ছেন কৃষকরা

‘মন কি বাত’-এ প্রশংসা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (আইএএনএস)।। ভারতের বিভিন্ন প্রজাতির আম এবং আমচাষে যুক্ত কৃষকদের ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান ‘মন কি বাত’-এর ১৩৪তম পর্বে তিনি বলেন, আমচাষিরা শুধু কৃষিক্ষেত্রেই নয়, দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের উপস্থিতি বাড়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। গ্রীষ্মকাল এলেই দেশের প্রায় প্রতিটি ঘরে আম নিয়ে আলোচনা শুরু হয় বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, “গরম পড়লেই আরেকটি বিষয় প্রতিটি পরিবারের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে, আর তা হল আম। ভারতের এমন খুব কম পরিবারই আছে, যেখানে গ্রীষ্মকালে আম নিয়ে আলোচনা হয় না।”

ভারতের প্রতিটি অঞ্চলই নিজস্ব স্বাদ, গন্ধ ও বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত বলে উল্লেখ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, “প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব আম রয়েছে, নিজস্ব স্বাদ ও সুবাস রয়েছে। মহারাষ্ট্র ও কোকণের হাপুস বা আলফোনসো, গুজরাটের কেসর, যা আমরাসের প্রাণ, উত্তরপ্রদেশের দশেহরি এবং আমার কাশীর ল্যাংড়া প্রত্যেকটির আলাদা পরিচিতি রয়েছে।”

ল্যাংড়া আম সম্পর্কে একটি মজার তথ্যও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, “ল্যাংড়া আমের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, পাকলেও এর রং অনেক সময় সবুজই থেকে যায়।” এছাড়াও তিনি জারদালু আম-র সুগন্ধের প্রশংসা করেন, যা দূর থেকেই চেনা যায় বলে মন্তব্য করেন। একইসঙ্গে চৌসা, মালদা, বঙ্গনপল্লী আম, তোতাপুরি আম, নীলম আম, মালগোয়া আম, পশ্চিমবঙ্গের হিমসাগর আম এবং ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশে উৎপাদিত সুবর্ণরেখা আম-র কথাও উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, “অঞ্চল বদলালে যেমন পরিবেশ বদলায়, তেমনই আমের চেহারা, রং এবং স্বাদও বদলে যায়।”

ভারতীয় আমের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তার কথাও তুলে ধরেন তিনি। তাঁর কথায়, “গ্রামের বাগান থেকে শুরু হওয়া আমের এই যাত্রা এখন বিশ্ববাজার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।” ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভুয়ো সাংবাদিক সেজে গাঁজা পাচার, কমলপুরে ধৃত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৩১ মে ।। গাড়িতে ‘প্রেস’ স্টিকার লাগিয়ে সাংবাদিক পরিচয়ে গাঁজা পাচারের চেষ্টা করতে গিয়ে কমলপুরে পুলিশের জালে ধরা পড়ল তিন মাদক কারবারি। রবিবার কমলপুরের দুর্গা চৌমুহনী নাকা পয়েন্টে অভিযান চালিয়ে একটি গাড়ি থেকে ২১ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছে কমলপুর থানার পুলিশ। ধৃত তিনজনই বিহারের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় যে, আগরতলা থেকে একটি গাড়িতে বিপুল পরিমাণ গাঁজা বহিরাজ্যে পাচারের উদ্দেশ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এসআইআর তৃতীয় পর্যায় শুরু

ওড়িশা, মিজোরাম, সিকিম ও মণিপুরে বাড়ি বাড়ি তথ্য সংগ্রহে বিএলওরা

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (আইএএনএস)।। নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন কর্মসূচি-এর তৃতীয় পর্যায়ের গণনা ও তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া ওড়িশা, মিজোরাম, সিকিম এবং মণিপুরে শুরু হয়েছে। শনিবার থেকে বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও) বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের তথ্য সংগ্রহ এবং ফর্ম বিতরণের কাজ শুরু করেছেন।

রবিবার এক বিবৃতিতে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ২০২৬ সালের ২৮ জুনের মধ্যে যেসব যোগ্য ভোটারের এনুমারেশন ফর্ম সংশ্লিষ্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও)-এর কাছে জমা পড়বে, তাঁদের নাম খসড়া ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

কমিশন আরও জানিয়েছে, যাঁরা ২৮ জুনের মধ্যে ফর্ম জমা দিতে পারবেন না, তাঁরা দাবি ও আপত্তির নির্ধারিত সময়ে প্রয়োজনীয় ঘোষণাপত্র-সহ ফর্ম-৬ জমা দিয়ে ভোটার হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার আবেদন করতে পারবেন।

এসআইআর-এর এই পর্যায়ে বিএলওরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বর্তমান ভোটারদের হাতে এনুমারেশন ফর্ম তুলে দিচ্ছেন এবং পূরণ করা ফর্ম সংগ্রহ ও যাচাই করছেন। ভোটাররা চাইলে বিএলওদের মাধ্যমে অথবা অনলাইনেও ফর্ম জমা দিতে পারবেন।

সর্বাধিক সংখ্যক ভোটারের কাছে পৌঁছনোর লক্ষ্য নিয়ে প্রতিটি পরিবারের কাছে একাধিকবার যাওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, নতুন ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্তির আবেদন গ্রহণের জন্য বিএলওদের কাছে অন্তত ৩০টি খালি ফর্ম-৬ এবং প্রয়োজনীয় ঘোষণাপত্র রাখতে হবে।

রাজনৈতিক দলগুলির অংশগ্রহণ বাড়াতে স্বীকৃত জাতীয় ও রাজ্যস্তরের রাজনৈতিক দলগুলির বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) প্রতিদিন সর্বাধিক ৫০টি ফর্ম সংগ্রহ করে খসড়া তালিকা প্রকাশের আগে বিএলওদের হাতে তুলে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলি প্রয়োজনে আরও বেশি সংখ্যক বিএলএ নিয়োগ করতে পারবে, যাতে এই প্রক্রিয়া আরও কার্যকর ও মসৃণভাবে সম্পন্ন হয়।

সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০-এর সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে গত ১৪ মে নির্বাচন কমিশন ১৬টি রাজ্য ও ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা কর্মসূচির নির্দেশ দেয়।

কমিশনের বক্তব্য, এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল কোনও যোগ্য নাগরিক যেন ভোটার তালিকা থেকে বাদ না পড়েন এবং কোনও অযোগ্য ব্যক্তি যেন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হন।

ইসিআই জানিয়েছে, ওড়িশায় মোট ভোটার সংখ্যা ৩.৩৪ কোটি, সেখানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাঁশ কাটতে গিয়ে কাটার মেশিনে পা কেটে গুরুতর আহত শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে ।। রাজধানীর উজান অভয়নগর এলাকায় বাঁশ কাটতে গিয়ে কাটার মেশিনের আঘাতে গুরুতর জখম হলেন এক শ্রমিক। রবিবার ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, উজান অভয়নগরের একটি বাড়িতে মাটি কাটার কাজের জন্য কয়েকজন শ্রমিক নিযুক্ত ছিলেন। কাজের প্রয়োজনে বাঁশ কাটার সময় শ্রমিক বিশ্বজিৎ সাহার পা হঠাৎ কাটার মেশিনে পড়ে যায়। এতে তার পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে এবং ব্যাপক রক্তক্ষরণ হয়।

ঘটনার পর সহকর্মী শ্রমিক ও ঠিকাদার দ্রুত তাকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানে তার চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে। আহত শ্রমিক বিশ্বজিৎ সাহার বাড়ি বাধারঘাট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়া মইনটিলায় ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৩১ মে ।। গন্ডাছড়া-অমরপুর সড়কের মইন টিলা এলাকায় রবিবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ দুটি প্রাইভেট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। দুর্ঘটনায় দুটি গাড়িই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অল্পের জন্য প্রাণহানির ঘটনা এড়ানো গেছে।

জানা গেছে, গন্ডাছড়ার ইটভাটা এলাকার মানিক জীবন সাহা টি আর-০২ এন-০৫৫৭ নম্বরের একটি গাড়িতে আরও দুইজনকে নিয়ে উদয়পুর যাচ্ছিলেন। অপরদিকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পি.এম. স্বনিধি প্রান্তিক অংশের মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি ঃ কেন্দ্রীয়মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশের প্রান্তিক, অসংগঠিত এবং ক্ষুদ্র আয়ের মানুষের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক সুরক্ষা এবং আত্মনির্ভরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পি.এম. স্বনিধি প্রকল্প নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। আজ পি.এম. স্বনিধি প্রকল্পের ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ, আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অতিথিগণ সুবিধাভোগীদের মধ্যে পি.এম. স্বনিধি ক্রেডিট কার্ড, ঋণের ডামি ডেক, ডিজিটাল লেনদেনের উপকরণ ইত্যাদি বিতরণ করেন। আজ এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন কি বাত-এর ১৩৪তম পর্বের সম্প্রচার প্রদর্শনের মাধ্যমে। প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত সবাই এই অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন।

আজ মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের বহুমুখী গৌরব ও নাগরিকদের আত্মত্যাগের কাহিনী তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় দৌড়বিদ তথা অ্যাথলিটদের অসামান্য সাফল্যের কাহিনী এবং প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাদের অদম্য ও অনুপ্রেরণাদায়ক লড়াইয়ের কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি ঐতিহাসিক গৌরবজ্জ্বল চোল সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধ ইতিহাস বিষয়ে আলোকপাত করেন। প্রধানমন্ত্রী ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে সামাজিক অগ্রগতির কাজে নিয়োজিত নানা উদ্ভাবনী ও উদ্যোগী সাধারণ মানুষের সামাজিক ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর পি.এম. স্বনিধি প্রকল্পকে দেশের প্রান্তিক অংশের মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, পি.এম. স্বনিধি প্রকল্প কেবল কোনও ঋণ দেওয়ার সাধারণ মাধ্যম নয় বরং এটি আমাদের কঠোর পরিশ্রমী পথ বিক্রেতাদের স্বাবলম্বী ও সুরক্ষিত করার একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক হাতিয়ার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী উদ্যোগে শুরু হওয়া এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প আজ ভারতের লক্ষ লক্ষ স্ট্রিট ভেন্ডর বা পথ বিক্রেতাদের সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচার এবং আত্মসম্মান অর্জনের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাঁঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর সংকট, উদ্বেগে এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ৩১ মে।। ধনপুর বিধানসভা এলাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র কাঁঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বর্তমানে সীমিত জনবল নিয়ে পরিষেবা প্রদান করছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও অন্যান্য কর্মচারীর ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক রোগীর চাপ সামলাতে হচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে।

জানা গেছে, কাঁঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের শয্যা সংখ্যা ৩০ হলেও প্রায়ই ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৪৫ থেকে ৫০ জনেরও বেশি হয়ে যায়। বর্তমানে হাসপাতালে মাত্র চারজন চিকিৎসক কর্মরত রয়েছেন। সম্প্রতি একজন চিকিৎসকের বদলির নির্দেশ জারি হলে এলাকাবাসী, বিশেষ করে কাঁঠালিয়া আম্বেদকর সামাজিক সংস্থার প্রতিনিধিরা তীব্র প্রতিবাদ জানান। পরে স্বাস্থ্য দপ্তর ওই বদলির নির্দেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

স্থানীয়দের মতে, হাসপাতালের দুই চিকিৎসক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রহ্মকুণ্ডের পুটিয়াবিল পাড়ায় দীর্ঘদিন ধরে সেতু ভাঙা চরম দুর্ভোগে গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে ।। সিমনা এলাকার ব্রহ্মকুণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পুটিয়াবিল পাড়ায় একটি সেতু দীর্ঘদিন ধরে ভাঙা অবস্থায় পড়ে থাকায় চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ভাঙা সেতুটি বর্তমানে কার্যত মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বহু বছর আগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সেতুটির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছড়ার উপর বাঁশের সাঁকোই ভরসা, বক্স কালভার্ট নির্মাণের দাবিতে সরব বালডুংবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে ।। মান্দাই আরডি ব্লকের অন্তর্গত আড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বালডুং এলাকায় একটি ছড়ার উপর স্থায়ী সেতু বা বক্স কালভার্ট না থাকায় চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসী ওই স্থানে একটি বক্স কালভার্ট নির্মাণের দাবি জানিয়ে এলেও আজ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বালডুং এলাকার গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের এই পথে একটি ছড়া থাকলেও সেখানে কোনো কালভার্ট নির্মাণ করা হয়নি।

ফলে এলাকাবাসী নিজেদের উদ্যোগে বাঁশের সাঁকো তৈরি করে ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করছেন। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। তখন সাঁকো পারাপার অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে পড়ে এবং সাধারণ মানুষের পাশাপাশি স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ও প্রবীণদেরও নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

এলাকাবাসীর দাবি, তারা একাধিকবার স্থানীয় এমডিসি জগদীশ দেববর্মা এবং বিধায়িকা স্বপ্না দেববর্মার কাছে বক্স কালভার্ট নির্মাণের আবেদন জানিয়েছেন। তবে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

স্থানীয় জনগণের বক্তব্য, একটি বক্স কালভার্ট নির্মিত হলে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকটাই উন্নত হবে এবং দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ থেকে মুক্তি মিলবে। তাই দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে ছড়াটির উপর একটি স্থায়ী বক্স কালভার্ট নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন বালডুং এলাকার বাসিন্দারা।

বিলোনিয়ায় রেলের কাটা পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩১ মে ।। সাব্রুম থেকে আগরতলাগামী একটি ট্রেনে কাটা পড়ে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বিলোনিয়া থানাধীন দক্ষিণ সোনাইছড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার সকাল প্রায় ৮ টা নাগাদ সাব্রুম থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ট্রেন রওয়ানা দেয়। সেই সময় রেলে কাটা পড়েন এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিলোনিয়া থানার পুলিশ এবং রেল কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা। পরে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। প্রাথমিকভাবে মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি। তাঁর বয়স আনুমানিক কত এবং তিনি কীভাবে রেললাইনে পৌঁছেছিলেন, সে বিষয়েও এখনও স্পষ্ট তথ্য মেলেনি।

পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করার পাশাপাশি মৃত্যুর প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সাত দিন ধরে বিদ্যুৎহীন শিখরিয়া গ্রাম, ব্যাহত পানীয় জল সরবরাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ মে।। চড়িলাম বিধানসভার লালসিংমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর ওয়ার্ডের শিখরিয়া গ্রামে গত সাত দিন ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ থাকায় চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন এলাকাবাসী। বিদ্যুৎ না থাকায় পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থাও কার্যত ভেঙে পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত এপ্রিল মাসে সংঘটিত ঝড়-বৃষ্টির সময় একটি বিশাল গাছ বিদ্যুতের তারের উপর ভেঙে পড়ে। এরপর থেকেই এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে গ্রামবাসীদের মধ্যে।

বিদ্যুৎ না থাকায় শিখরিয়া গ্রামের পানীয় জল সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত মেশিনটিও বন্ধ হয়ে রয়েছে। ফলে অপারেটর উমা ভৌমিক মেশিন চালাতে পারছেন না এবং পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়েছে।

তীব্র গরমের মধ্যে পানীয় জলের সংকটে পড়ে চরম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের দাবি, অবিলম্বে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করে পানীয় জল সরবরাহ পুনরায় চালু করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার কথা জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে তাঁদের।

জাগরণ
আগরতলা, ১ জুন, ২০২৬ ইং
১৭ জ্যৈষ্ঠ্য,সোমবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

দূষণের কবলে সভ্যতা

মানব সভ্যতার ক্রমউন্নতির সঙ্গে পাল্লা দিয়া প্লাস্টিকের ব্যবহার আমাদের সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে। যে কোন কাজে প্লাস্টিককে অপরিহার্য বলিয়াই আমরা ধরিয়া নিয়াছি। ফলশ্রুতিতে প্লাস্টিকের কুপ্রভাব আমাদের সমাজ জীবনে মারাত্মক সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। প্লাস্টিকের ব্যবহার অব্যাহত থাকিলে পরিবেশ ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবে। মানব সভ্যতাকে টিকাইয়া রাখা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয় হইয়া উঠিবে। বিলম্বে হইলেও দেশের সরকার এবং পরিবেশবিদরা বিষয়টি অনুভব করিতে পারিয়াছেন। সেই কারণেই দেশের সর্বত্র পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য প্রয়াস শুরু হইয়াছে। এই প্রয়াসকে সার্বজনীন রূপ দিতে হইবে। অন্যতায় ভয়ংকর পরিণতি হইতে আমরা কোনভাবেই রেহাই পাইব না। উদ্ভূত পরিস্থিতি বিচার বিবেচনা করিয়াই প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।১জুলাই থেকে সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যেও ৭৫ মাইক্রনের কম ঘনত্বযুক্ত এবং এক বার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক উৎপাদন, বিপণন, মজুতদার, বিক্রয় এবং ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হইয়াছে। রাজ্যের পরিবেশ দফতরের পক্ষ থেকে আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ আবিষ্কার হইবার আগে বাজার থেকে মাছ বা মাংস আনিবার জন্য ছিল কাপড় বা চটের থলি কিংবা কঞ্চি দিয়া বোনা কলসাকৃতির খালুই, তেল আসত গলায় দড়ি বাঁধা কাচের শিশিতে, আইসক্রিম নামক রঙিন বরফ ধরিবার জন্য থাকত বাঁশের কাঠি। উৎসব-অনুষ্ঠানে পাত পেড়ে খাওয়ার জন্যে পড়ত কলাপাতা, কোথাও বা পদ্মপাতা। গরম ভাত-তরকারির ভাপে আমরে ওঠা সবুজ পাতা থেকে অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ ছড়াইত।দৈনন্দিন জীবন যাপনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া ওঠা প্লাস্টিক জল, বায়ু এবং মাটিকে প্রতিনিয়ত দূষিত করিয়া জল, স্থল, অন্তরিক্ষে বসবাসকারী অসংখ্য প্রাণী-উদ্ভিদের জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। মাত্রাহীন প্লাস্টিকের ব্যবহার শহুরে নিকাশিব্যবস্থা থেকে শুরু করিয়া বাস্তুতন্ত্রকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে শুধুমাত্র প্লাস্টিক জমা হইয়া ৬০০ বর্গকিলোমিটার ভাসমান দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার্য বহু সামগ্রীতেই প্লাস্টিকের ব্যবহার প্রায় অপরিহার্য। মগ, বালতি, জলের বোতল থেকে শুরু করিয়া কম্পিউটারের নানা যন্ত্রাংশ, এমনকি কারেন্সি নোটে পর্যন্ত ব্যবহৃত হইতেছে প্লাস্টিক। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে, এ দেশের ৬০টি বড় শহরের দৈনিক প্লাস্টিক বর্জ্য সৃষ্টির পরিমাণ প্রায় ২৫৯৪০ টন। প্রশ্ন হইল, শুধুমাত্র এক বার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বন্ধ হইলেই কি আমরা প্লাস্টিকের কুপ্রভাব থেকে মুক্তি পাইব? প্রশ্নটির প্রাসঙ্গিকতা বুঝিতে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর মোড়ক হিসেবে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের দিকেও নজর ঘোরানো দরকার। 'প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়া যখন সারা বিশ্বে 'গেল গেল' রব, তখন ভারতের চিত্রটা কেমন? কয়েক দশক ধরিয়া বেশ কিছু রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্লাস্টিক ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করিয়া যাইতেছে। ৭৫ মাইক্রনের কম ঘনত্বযুক্ত প্লাস্টিক নিষিদ্ধকরণের পাশাপাশি প্লাস্টিক ম্যানেজমেন্টে কিছু উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে।

তবে এ কথাও সত্যি, শুধুমাত্র সরকারের উপর দায় চাপাইয়া হাত ধুইয়া ফেলা যায় না। ব্যাগ নিয়া দোকান-বাজারে যাওয়া কিংবা অনুষ্ঠানে কলাপাতা বা শালপাতার ব্যবহার কী এমন কঠিন কাজ? এ ব্যাপারে নিজেদের সচেতনতাই শেষ কথা। সাধারণ মানুষকে এই ব্যাপারে সচেতন করা সম্ভব না হইলে অদূর ভবিষ্যতেই এর ভয়ংকর পরিণতি আমাদেরকে ভোগ করিতে হইবে। অতএব সাধু সাবধান। এখনো সময় আছে পলিথিনের ভয়ংকর প্রভাব হইতে আমাদেরকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই বিষয়ে শুধুমাত্র সরকার কিংবা পরিবেশবিদদের প্রচেষ্টায় যথেষ্ট বলিয়া মনে করি না। দেশের সমস্ত অংশের জনগণকে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করার জন্য দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করিতে হইবে।

পলিব্যাগ নিষিদ্ধ করা হইলেও রাজ্যের বাজার গুলিতে এখনো পলিব্যাগের ছড়াছড়ি পরিলক্ষিত হইতেছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ দপ্তর এই ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া প্রচার করে নিও বাস্তবে ইহার বিন্দু বিসর্গ নজরে আসিতেছে না। আইনি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিলে কি করিয়া এখনো পলিব্যাগ বাজারে কিভাবে বহাল তবিয়তে রহিয়াছে? এই প্রশ্নের জবাব কেউ দিবেন বলে মনে হয় না। প্রত্যেকেই দায় সারাভাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন। সেই কারণেই পলিব্যাগের কবল হইতে মুক্তি পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

ত্রিপুরায় 'ফরেস্ট ইন্টিগ্রেটেড জিওস্পেশিয়াল সলিউশন' অ্যাপ্লিকেশনের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে : বন ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারকে আরও শক্তিশালী করতে শনিবার প্রজ্ঞা ভবনে উদ্বোধন করা হলো 'ফরেস্ট ইন্টিগ্রেটেড জিওস্পেশিয়াল সলিউশন' অ্যাপ্লিকেশন। ত্রিপুরায় টেকসই জলাধারভিত্তিক বন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প এবং বন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অ্যাপ্লিকেশনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বন দপ্তরের প্রধান সচিব রবীন্দ্র কুমার সামলসহ বন দপ্তরের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

বন ও জলাধার ব্যবস্থাপনায় তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কার্যকর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে। জিআইএস, রিমোট সেন্সিং, মোবাইলভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ এবং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম-এর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই প্ল্যাটফর্ম বন ও জলাধার সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য একত্রিত করে দ্রুত পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করবে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশগত অবক্ষয় এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপের প্রেক্ষাপটে বন প্রশাসনের ডিজিটাল রূপান্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উদ্যোগ বনসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

বক্তাদের মতে, 'ফরেস্ট ইন্টিগ্রেটেড জিওস্পেশিয়াল সলিউশন' অ্যাপ্লিকেশন ত্রিপুরাকে প্রযুক্তিনির্ভর বন ব্যবস্থাপনায় দেশের অন্যতম অগ্রণী রাজ্যে পরিণত করতে সহায়ক হবে। পাশাপাশি এটি অন্যান্য রাজ্যের জন্যও একটি অনুসরণযোগ্য মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই অ্যাপ্লিকেশন বনসম্পদ সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা, জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং বননির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এর মাধ্যমে বনাঞ্চলের তথ্য আরও সুনির্দিষ্টভাবে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে, যা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণে বিশেষ সহায়ক হবে।

শতবর্ষ আগের 'রক্তকরবী' এই সময়েরও ছবি

নরেন্দ্রনাথ কুলে

কবিগুরুর এই নাটকটির বই আকারে প্রকাশকালের শতবছর পেরিয়েছে। সেই সময়ে কবির এই সৃষ্টি সম্পর্কে কয়েকটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বর্তমান সময়কে দেখা যেতে পারে। "রক্তকরবী" সৃষ্টির আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলেও তার বারুদের গন্ধ তখনও বাতাসে মিশে আছে। সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন চেহারায় তার আগমন। নভেম্বর বিপ্লবে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র সূর্যের আলো দুনিয়ার পরাধীন দুর্বল দেশের মানুষকে ভরসা দিতে শুরু করেছে। ভারতেও তার প্রতিফলন পড়েছে। ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবের জোয়ার আরও তীব্র হয়েছে তখন। ঠিক এই সময়কালীণে কবির সৃষ্টি এই নাটক।

বই আকারে প্রকাশিত হবার পরপরই জয়গোপাল ব্যানার্জি নামে এক অধ্যাপকের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। তিনি লিখেছিলেন, এই নাটকটির মধ্য দিয়ে একটা political regeneration হতে পারে। এর মধ্য দিয়ে দেশের সমগ্র রাজনৈতিক উত্থান হতে পারে। মাননীয় অধ্যাপকের এই সমালোচনার তিন বছর পর তদানীন্তন বোম্বাই অধুনা মুম্বাইয়ে নাটকটির মঞ্চস্থ ইংরেজিতে হয়েছিল ১৯২৯ সালে। অভিনয় করেছিলেন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত যাঁরা। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তরা ইউথ প্রগ্রেস সার্কল নামে একটি সংঘ চালাতেন তখন, যেখানে বিভিন্ন চর্চার পাশাপাশি তাঁরা একটি স্টাডি সার্কল চালাতেন। এই স্টাডি সার্কলে কম্যুনিজমের মূল সূত্র কি তা নিয়ে চর্চা করতেন তাঁরা। কবির এই নাটকে মীরাট ষড়যন্ত্রে অভিযুক্তরা খুঁজে পেলেন তাঁদের সমকালকে (শঙ্খ ঘোষের লেখা, ঋক প্রকাশনী)। সমালোচক অধ্যাপকের কথা অনুযায়ী পলিটিক্যাল রিজেনারেশনের প্রথম নিদর্শন তৈরি করলেন মীরাট ষড়যন্ত্রকারী অভিযুক্তরা।

রক্তকরবী বই আকারে প্রকাশিত (১৯২৪) হবার পনেরো বছর পর "রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা" নামাঙ্কিত রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনায় নীহাররঞ্জন রায় বললেন- "রক্তকরবী গীতধর্মী নাটকীয় কাব্য। তবে নাটকীয় রস অনুপস্থিত। এই নাটকে সমাজচেতনার অস্তিত্ব প্রচ্ছন্নভাবে ঘোষণা করে।" তিনি আরও বলেছেন যে, এই নাটক "রক্তকরবী" নামের থেকে "যক্ষপুরী" নাম সার্থকতর ছিল (যা এই নামেই কবির প্রথম রচনা)। এই নাটকে ঘটনার আবর্তন নেই বলে তিনি মনে করেছেন। যেহেতু নাটকটি যক্ষপুরীকে ঘিরেই। সেখানে রাজার রাজধর্ম প্রজাশোষণ। তার চরম অর্থলোভ। সেই লোভের আগুনে পুড়ে মরে সোনার খনির কুলিরা। রাজার মতে কুলিরা মানুষ নয়, তারা স্বর্ণলাভের যন্ত্রমাত্র। তারা জড়-যান্ত্রিকতার যন্ত্র- কাঠামোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, মানুষ হিসেবে তাদের কোনও মূল্য নেই। মনুষ্যত্ব, মানবতা এই যন্ত্রবন্ধনে পীড়িত ও অপমানিত। জীবনের প্রকাশ সেই যক্ষপুরীতে নেই। জীবন প্রকাশের যে রূপের প্রতীক নন্দিনী, সেই নন্দিনীর আনন্দ- স্পর্শ থেকে যক্ষপুরীর রাজা বঞ্চিত তাঁর লোভের মোহে, সন্ন্যাসী বঞ্চিত তাঁর ধর্মসংস্কারের মোহে, অত্যাচার ও অবিচারের লোহার শিকলে বাঁধা পড়ে মজুর বঞ্চিত, আর পণ্ডিত পায়নি তার পাণ্ডিত্য ও দাসত্বের মোহে। অথচ সেই যক্ষপুরীতে সমস্ত মোহ ছিন্ন করার মন্ত্রে নন্দিনীর প্রেমিক রঞ্জন অবস্থান করেছে বলেই তাকে যান্ত্রিকতার যুপকাষ্ঠে বলি হতে হল। রঞ্জন মরতে পারে না- এই আত্মবিশ্বাসে শেষে তাঁর ও নন্দিনীর প্রেম জীবনানন্দের স্পর্শে যক্ষপুরীর মোহগ্রস্ত মানুষদের, এমনকি রাজাকেও, মোহজাল কেটে বেরিয়ে আসার জন্য ব্যাকুল করে তুলতে পেরেছিল। প্রেমানন্দে কঠিন হৃদয়কে জয় করা যায়, সেই প্রেমের সন্ধান রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বলে উল্লেখ করেছেন নীহাররঞ্জন রায়।

যক্ষপুরীর রাজার মত ব্রিটিশ রাজের লোভ আর এ দেশের মানুষকে মানুষ হিসেবে না দেখার যে নিদর্শন কবি দেখেছেন তার রূপক অর্থে এই নাটকের সৃষ্টি। তা মানুষের মধ্যে জাগরণ তুলতে পারে বলেই মীরাট ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এই নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। এই নাটকে যে পলিটিক্যাল রিজেনারেশন তৈরি হতে পারে সে সম্পর্কে প্রথমেই অধ্যাপক ব্যানার্জি বলেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা মঞ্চস্থ করলেন সেই নাটক সুদূরে তদানীন্তন বোম্বাই-এ। এখন দেশ স্বাধীন। লোভী ব্রিটিশ রাজ নেই। তাহলে এই নাটক আজকের সমাজে আলোড়ন তুলতে পারে না। তাই স্বাধীনতার আটাত্তর বছরে এই নাটকের প্রসঙ্গ নতুন করে বলার কিছু নেই বলে দাবি করতে পারেন কেউ। সে কথা ঠিক। কিন্তু স্বাধীন দেশে সাধারণ মানুষ একেবারে অবহেলিত নয়, তা কি বলা যায়? সমাজে যাদের উঁচু তলার মানুষ বলে মনে করে এই সাধারণ মানুষ, সেই উঁচুতলার মানুষরা সকলেই লোভী নয়, তা কি আজ বলা যায়? এমনকি যাঁরা মানুষের কথা বলা ছাড়া কথা বলেন না, চালু রাজনৈতিক উন্নয়নের কথা ছাড়া কথা ভাবতে পারেন না, তাঁরা লোভী নন তাও কি পরিষ্কার? পরিষ্কার কি পরিষ্কার নয়, এই প্রশ্ন নিয়ে কবি শঙ্খ ঘোষের উল্লেখ করা ২০০৬ সালের একটি ঘটনা (শঙ্খ ঘোষের লেখা ঋক প্রকাশনী) বলা যেতে পারে। কবির কথায় লন্ডন শহরে ইংরেজিতে "রক্তকরবী"র একটা আশ্চর্য অভিনয় হয়ে গেছে। কেভিন রাউন্ডট্রি নামের বছর চল্লিশের এক ইংরেজ যুবক পরিচালনা করেছেন নাটকটি। ইজরায়েল, জাপান, নাইজেরিয়া, ইতালি, এইসব দেশের লোকেরা অভিনয় করেছে। তারা ওখানে দশ- এগারোটি অভিনয় করার পর সারা পৃথিবীতে নাটকটি নিয়ে ঘুরবে বলে ঠিক করেছে।... জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এই ২০০৬ সালে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের "রক্তকরবী" নাটক করার ইচ্ছে হল কেন? তার উত্তরে সেই পরিচালক বলেছিলেন-কেননা, এটা আমাদের এই মুহূর্তের কথা। কেননা, গোটা পৃথিবী জুড়ে রাষ্ট্রের পরিচালনায় যে নিষ্পেষণ চলছে, সেই নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ, এমনকী বিপ্লব আছে এখানে। Nandini is a revolution, এই তাঁর মনে হয়েছে।

১৯২৯ সাল ও ২০০৬ সাল সময় এক নয়। অথচ মানুষের ওপর নিষ্পেষণ সময়ধারায় কোনও পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তন শুধু তার রূপ বদলেছে মাত্র। সেই নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে এই নাটক বিদ্রোহ তৈরি করার প্রাসঙ্গিকতা রাখে। সে ব্রিটিশরাজ হোক আর স্বাধীন দেশীয় রাষ্ট্ররাজ হোক। আজকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চেহারায় যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। আবার এই মুহূর্তে যুদ্ধরত রাষ্ট্রের নাম আজকে কারও অজানা নয়। এমনকি যুদ্ধ পর্দার পিছনের রাষ্ট্রের নামও অজানা নয়। যুদ্ধে রাষ্ট্র জেতার গর্ব করে ঠিকই, কিন্তু অসংখ্য সাধারণ মানুষ গৃহহীন ও খাদ্যহীন হয়ে পড়ে, সে জ্বলন্ত উদাহরণ ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইনের যুদ্ধ। যুদ্ধ বাদ দিয়ে স্বদেশীয় মানুষের ওপর রাষ্ট্রই আজ যক্ষপুরীর রাজার মতো সাধারণ মানুষকে নিষ্পেষণ করছে তা কি পরিষ্কার নয়? আবার বলতে হয় শুধু তার রূপ বদলেছে মাত্র। আজকের রাষ্ট্র নিষ্পেষণ করতে পারে তখন, যখন মানুষকে নানাভাবে প্রলোভনে আটকে দিতে পারে। যেখানে মানুষ যন্ত্রণায় ছটফট করবে অথচ যন্ত্রণার উৎস জানতে পারবে না। রক্তকরবী'র কয়েকটি চরিত্রের কথোপকথন তুলে ধরলে তা বোঝা যেতে পারে- যক্ষপুরীতে আটকে থাকা মানুষের যন্ত্রণা আর আজকে রাষ্ট্রের মানুষের জীবন।

নন্দিনী বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করার কথা বললে, তার উত্তরে অধ্যাপক বলছে- আমাদের মরা ধনের প্রেতের যেমন ভয়ংকর শক্তি, আমাদের মানুষ-ছাঁকা রাজারও তেমনই ভয়ংকর প্রতাপ। রাজার এই প্রতাপ যক্ষপুরীর অধ্যাপক-সহ রাজার গুণকীর্তনকারীদের বানানো বলে নন্দিনী প্রত্যুত্তরে বলে। অধ্যাপক তা স্বীকার করে বলতে থাকে উলঙ্গের কোন পরিচয় থাকে না, বানিয়ে তোলা কাপড়েই কেউ-বা রাজা, কেউ-বা ভিখিরি। নন্দিনীর কথায় অধ্যাপক যুক্তির পর যুক্তি দিতে দিতে একটা কথা বলে যে, রাজার মত জালের পিছনে থেকে সেও ভয়ংকর, কারণ মানুষের অনেকখানি বাদ দিয়ে তার পণ্ডিতটুকু জেগে আছে। মানুষের এই অনেকখানি বাদ যাতে যায় তার ব্যবস্থা কি আমরা আমাদের সমাজে দেখতে পাচ্ছি না? সকাল থেকে মদ খাওয়া নিয়ে ফাগুলাল ও তার স্ত্রী চন্দ্রার কথোপকথনে ফাগুলাল ছুটির দিন বলে সকাল থেকে মদ খাচ্ছে। কাল ওদের মারণচণ্ডীর ব্রত গেছে, আজ ধ্বজাপুজা, তারপর অস্ত্রপূজা আছে বলে ফাগুলালের কথা শুনে চন্দ্রা অবাক হয়ে বলে যে, রাজার লোকেরা ঠাকুরদেবতা মানে। তার উত্তরে ফাগুলাল বলে- ওদের মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির গায়ে গায়ে। মদ নিয়ে বিশুর কথা চমৎকার, বিধির কৃপায় মদের বরাদ্দ জগতের চার দিকেই, রাজার নেশা সোনা যেমন মদ, নারীর বাহু, বনের সবুজ রোদের সোনা তেমনই। জীবলোকে মজুরি করতে হয় আবার মজুরি ভুলতে হয়। মদ না হলে ভোলাবে কিসে প্রাণের মদ, নেশা ফিকে কিন্তু দিনরাত লেগে আছে। এ রাজ্যে এলুম, পাতালে সিধকাটার কাজে লাগলুম, সহজ মদের বরাদ্দ বন্ধ হয়ে গেল। অন্তরাত্মা তাই তো হাটের মদ নিয়ে মাতামাতি করছে। সহজ নিঃশ্বাসে যখন বাধা পড়ে, তখনই মানুষ হাঁপিয়ে নিশ্বাস টানে।... নরকেও সুন্দর আছে কিন্তু সুন্দরকে কেউ সেখানে বুঝতেই পারে না। আজকের মানুষের জীবন এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে উঠছে। সত্যিই তাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ। এই অবস্থায় প্রাণের প্রকৃতি আনন্দ নষ্ট হয়ে গেছে। তাই অন্তরাত্মা হাটের মদ নিয়ে মাতামাতি করছে। এই মদ আজ শুধু মাদক দ্রব্য নয়, কেউ ভোট-মদে, ক্ষমতা-মদে, দুর্নীতি-মদে, ধর্ম-মদে উগ্রভাবে মেতে থাকার পরিবেশের মধ্যে আমরা আছি। কবির এ সৃষ্টির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কবির দূরদৃষ্টি প্রসঙ্গে আমরা এখন কেবল পণ্ডিত্য প্রকাশ করে যাব কি?

> ১৯২৯ সাল ও ২০০৬ সাল সময় এক নয়। অথচ মানুষের ওপর নিষ্পেষণ সময় ধারায় কোনও পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তন শুধু তার রূপ বদলেছে মাত্র। সেই নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে এই নাটক বিদ্রোহ তৈরি করার প্রাসঙ্গিকতা রাখে। সে ব্রিটিশরাজ হোক আর স্বাধীন দেশীয় রাষ্ট্ররাজ হোক। আজকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চেহারায় যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। আবার এই মুহূর্তে যুদ্ধরত রাষ্ট্রের নাম আজকে কারও অজানা নয়। এমনকি যুদ্ধ পর্দার পিছনের রাষ্ট্রের নামও অজানা নয়। যুদ্ধে রাষ্ট্র জেতার গর্ব করে ঠিকই, কিন্তু অসংখ্য সাধারণ মানুষ গৃহহীন ও খাদ্যহীন হয়ে পড়ে, সে জ্বলন্ত উদাহরণ ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইনের যুদ্ধ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

স্বামী বিবেকানন্দের নারীজাতির নবজাগরণ আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন শ্রীশ্রী মা সারদা দেবী

তাপস চট্টোপাধ্যায়

'ও (শ্রীমা) সারদা, সরস্বতী জ্ঞান দিতে এসেছে; জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী। ও কি যে সে! ও আমার শক্তি। ও রাগ করলে (নিজেকে দেখিয়ে) এর সব নষ্ট হয়ে যাবে। ওর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে ব্রহ্মা- বিষ্ণু- মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবেন না। বিবাহের পরে মাকে (জগদম্বাকে) ব্যাকুল হয়ে ধরেছিলাম, 'মা আমার পত্নীর ভিতর থেকে কামভাব এককালে দূর করে দে' 'ওর (শ্রীশ্রী মা'র) সঙ্গে একত্র বাস করে এইকালে বুঝেছিলাম, মা সে কথা সত্য সত্যই শ্রবণ করেছিলেন।' শ্রীশ্রী মায়ের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের এই অপার্থিব অনুভূতি এবং নিষ্কাম উৎসর্জন স্বামী বিবেকানন্দকে নারীশক্তির অপার ঐশ্বর্যের দিশা দেখিয়েছিল। সময়কালটা ছিল অখণ্ড বাংলার নারীশক্তির উন্মেশের এক অভাবনীয় মুহূর্ত। পদে পদে ধর্মীয় রীতিনীতি আর কুসংস্কারের আড়ালে নারীশক্তিকে অবদমিত করে রাখার এক প্রাগৈতিহাসিক পুরুষতন্ত্রের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের মুহূর্ত।

১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে আইনত নিষিদ্ধ হয়েছিল সতীদাহ প্রথা। একদিকে বাল্যবিবাহ আইনত রোধ এবং স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে শহর কলকাতায় স্থাপিত হয়েছিল বেথুন স্কুল এবং আরো কয়েকটি নারী শিক্ষাকেন্দ্র, অন্যদিকে আইনি ব্যবস্থায় বিধবা বিবাহ প্রথা চালু হয়েছিল। নারীশক্তির বিজয়োৎসবের সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তে ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি মধ্যকলকাতার সিমলা স্ট্রিটে জন্ম নিলেন বাংলা তথা ভারতবর্ষের এক বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। ঐতিহাসিকদের মতে, পাশ্চাত্যে নারীজাগরণের ইতিহাস অষ্টাদশ শতকের শুরুতেই। এর অন্যতম কারণ ছিল ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব একদিকে মুদ্রণযন্ত্রের আধুনিকীকরণের ফলে বিশ্বজুড়ে সাহিত্য, সংস্কৃতির ঢালাও প্রচার, অন্যদিকে পাশ্চাত্যের ঔপবেশিক নীতির ফলশ্রুতি হিসেবে প্রাচ্যের সাথে ভাবনার আদানপ্রদান। এমনই সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের মাধ্যমে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার নারীশক্তির জাগরণের ধারা বাংলা তথা ভারতবর্ষকে প্রভাবিত করেছিল। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের কালে 'মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা' এই মত প্রবল হয়ে ওঠে। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে Wollstonecraft– 'A Vindication of the rights of Women' রচনা করেন। গোটা বিশ্বে এই গ্রন্থটিকে নারী- পুরুষের সাম্যবাদমূলক প্রথম রচনা বলে মনে করা হয়। সেই কারণেই নারীশক্তির জাগরণের নিরিখে অষ্টাদশ শতকে 'দ্য এজ অফ এনলাইটমেন্ট' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে আসেন ১৮৯৩, বিগত একশো বছরে পাশ্চাতেরে নারীরা একাধিক নারীমুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অধিকার অর্জন করেন। ১৮৩০ সালে শুরু হয় দাসপ্রথা উচ্ছেদের আন্দোলন। ১৮৪৮-৪৯-এ বেশ কয়েকটি কলেজ মেয়েদের প্রবেশাধিকার দিতেরাজি হয়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে এমিলি ডেভিস, লিহ স্মিথ মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজ খোলেন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে একদিকে যেমন ক্যারোলিন নরটন-এর প্রচেষ্টায় বহু বিবাহবিচ্ছিন্না নারী এবং তাদের সন্তান সম্পর্কিত বেশ কিছু সমস্যার সমাধান হয়, অন্যদিকে নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থাপিত হয় 'সোসাইটি ফর প্রোমোটিং দ্য এমপ্লয়মেন্ট অফ ওমেন।' পাশ্চাত্যের নারীশক্তির এই দ্রুত এবং অভাবনীয় পরিবর্তন স্বামীজিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। উচ্ছ্বসিত হয়ে গুরুভাইদের বলেছিলেন, 'এই রকম জগদম্বা যদি ১০০০ আমাদের দেশে তৈরি করতে পারি, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে মরব।' শিকাগো ধর্ম মহাসভায় স্বামীজির উদাত্ত কণ্ঠে বিশ্বের সমস্ত নারীশক্তিকে ভগিনীস্বরূপ আহ্বান, আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের নারীজাতীর কাছে এক নতুন বার্তা বহে এনেছিল। আমেরিকায় নারীরা ভাবতেও পারেননি, কোনও ধর্মগুরু আদিম পাপের কথা না শুনিয়ে তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারেন। যিনি এমন এক সার্বজনীন ধর্মমত প্রচার করেন যেখানে নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, উচ্চ-নীচসকলের জন্য বরাদ্দ থাকে একই আসন। স্বামীজির মুখে বেদান্তের আত্মতত্ত্ব ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার মহিলাদের কাছে চরম সাম্যবাদ এবং পরম স্বাধীনতার বার্তা বহন করে আনল। এখানেই না থেমে তৎকালীন ইউরোপীয় তিন প্রতিবাদী এবং বিদূষী নারী, মার্গারেট নোবেল, সারা বুল এবং জোসেফিন মোকলাউড এদেশে শ্রীশ্রী মা সারদাদেবীর সান্নিধে এসে সেই প্রথম ভারতীয় নারীর শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার পরিচয় পেলেন। ভারতের আদর্শ নারী সম্পর্কে স্বামীজি ওদেশে যা বলেছিলেন, শ্রীশ্রী মায়ের স্বাধীন চেতনা, বিচারশীলতা ও যুক্তিনিষ্ঠা আর একবার তার সত্যতা প্রমাণ করল। সারা শ্রীশ্রী মা'কে প্রশ্ন করলেন, 'গুরুর প্রতি আনুগত্য বলতে কী বোঝায়?' ইতস্তত না করেই মা বললেন, 'আধ্যাত্মিক বিষয়ে গুরুর সব কথা শুনতে ও মানতে হবে, কিন্তু ঐহিক ব্যাপারে নিজের সদবুদ্ধি অনুসারে কাজ করতে হয়, সে কাজ গুরুর অনুমোদিত না হলেও।

ভারতীয় নারীশক্তির ঐশ্বরিক অবস্থান এবং তার জগোন্মোহিনী রূপের যাবতীয় জ্ঞান যুবক নরেন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন তাঁর আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধে এসে। ইংরেজির ১৮৭২-এর ৫ জুন, বাংলার ১২৮০ বঙ্গাব্দের ১৩ জ্যৈষ্ঠ দক্ষিণেশ্বরের ভবতরিণী মন্দির প্রাঙ্গণে সর্বসমক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বিবাহিত সহধর্মিনী শ্রীশ্রী মা সারদাদেবীকে ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে যাবতীয় উপাচারে ভবতারিণী রূপে পূজা করলেন, আলোড়িত হল ভারত তথা বিশ্বের আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণা। জ্যৈষ্ঠের অমাবস্যার সেই রাতে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদের যাবতীয় বাণীর সারমর্ম রচিত হল মা ভবতারিণী মন্দির প্রাঙ্গণে। ভারতীয় নারীর সর্বংসহা রূপে সংযোজিত হল এক শক্তিস্বরূপিনী ঐশ্বরিক সত্ত্বা। পরমহংসের সংস্পর্শে তরুণ নরেন্দ্রনাথ শুধুমাত্র মোহিত হলেন না, তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাও নির্ধারিত করতে সমর্থ হলেন। এমনই প্রেক্ষিতে তিনি বললেন, "The best thermometer to the progress of a nation is its women"' বিশ্ব ইতিহাসের উদাহরণ তুলে তিনি বলেছেন, 'প্রাচীন গ্রিসে নারী ও পুরুষের অবস্থানে একেবারেই কোনও পার্থক্য ছিল না।'

একইভাবে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী পরম্পরার ইতিহাসকে উদ্ধৃত করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'মহান আর্যরা, বাকিদের মধ্যে বুদ্ধ সর্বতা নারীকে পুরুষের সমান অবস্থানে রেখেছেন। তাদের জন্য ধর্মে যৌনতার অস্তিত্ব ছিল না। বেদ ও উপনিষদে নারীরা সর্বোচ্চ সত্য শিক্ষা দিয়েছেন এবং পুরুষদের মতোই সম্মান পেয়েছেন।'

স্বামী বিবেকানন্দের নারীশক্তির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী। শোনা যায়, শিকাগো মহাসভায় যোগদানের ব্যাপারে শ্রীমায়ের উদ্যোগ ছিল অনেক বেশি। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি স্বামীজির অন্তর্দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করেছিল, যার মাধ্যমে তিনি সহজেই প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের অলৌকিক শক্তি। স্বামী শিবানন্দকে চিঠিতে স্বামীবিবেকানন্দ লিখেছিলেন, 'মা ঠাকরুণ কি বস্তু বুঝতে পারনি,এখনও কেউই পার না, ক্রমে পারবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের ৫০ বছর পূর্তি উৎসব এবং বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৩১ মে ।। বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের ৫০ বছর পূর্তি এবং বার্ষিক সমাবর্তনের দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। গতকাল, শনিবার, ৩০ মে বিকেলে আগরতলার সুকান্ত একাডেমিতে আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরিষদের ত্রিপুরা রাজ্যভিত্তিক সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শুরুতেই সুকান্ত একাডেমী প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রাণবন্ত পরিবেশে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত পরিষদের অধ্যক্ষবৃন্দ এবং অনুষ্ঠানের অতিথিরা হাতে হাত মিলিয়ে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে শামিল হন। এরপরে সুকান্ত একাডেমীর বারান্দায় সংগঠনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। দৃষ্টিনন্দন ভাবনায় সাজানো এই প্রদর্শনীতে পরিষদের বহু পুরনো ছবি স্থান পায়। পাশাপাশি ত্রিপুরার সঙ্গীত জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অমিয় মুকুল দে ,সমীর কান্তি দাশ, ঝর্ণা দেববর্মনের ছবিও এই প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছিল। সুকান্ত একাডেমিতে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রবীন্দ্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ড. নারায়ণ ভট্টাচার্য। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন নজরুল গবেষক মায়া রায়, খ্যাতনামা সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অমিত ভৌমিক, প্রথিতযশা চিত্রশিল্পী মিতালী গাঙ্গুলী। সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সর্বভারতীয় সভাপতি সুনীত চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে প্রবীণ কেন্দ্রাধ্যক্ষ প্রান্তোষ কর্মকারকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এখানে বক্তারা পরিষদের সঙ্গে ত্রিপুরার সু-সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন এবং পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। রবিবার, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের এক নম্বর হলে ত্রিপুরা রাজ্যভিত্তিক সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবর্তনে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় সাতশ পরীক্ষার্থীকে চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য অভিজ্ঞানপত্র প্রদান করা হয়। সমাবর্তনের ছিল দুটি পর্ব। প্রথম পর্বে অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ড. বিথীকা চৌধুরী , নৃত্যশিল্পী চিন্ময় দাস এবং সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ গোপেশ সাহা। স্বাগত ভাষণ দেন বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে শ্যামল গাঙ্গুলী। দ্বিতীয় পর্ব সমাবর্তনের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রামেশ্বর ভট্টাচার্য। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহারাজা বীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. সুমন্ত চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীবান্ধব চিকিৎসক ড. জয় চক্রবর্তীকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় উদয়পুরের স্বনামখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব প্রিয়লাল লস্কর এবং বিলোনিয়ার অনিমেষ সাহাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানে সঙ্গীত এবং নৃত্যে সুরবীণা, সুরবিতান, সংগীত কলা, নতুন কুঁড়ি এবং ভবনসকলা কেন্দ্রের শিল্পীরা অংশ নেয়।

রাহুল গান্ধী কংগ্রেসের ‘বড় বোঝা’, রামচন্দ্র গুহর মন্তব্যকে হাতিয়ার করে আক্রমণ এনডিএর

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (আইএএনএস): ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ-র সাম্প্রতিক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী-কে নিয়ে গুহর সমালোচনার জেরে রবিবার এনডিএ নেতারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান। তাঁদের দাবি, রাহুল গান্ধী কংগ্রেসের উপর ‘‘বড় বোঝা’’ হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

এক নিবন্ধে রামচন্দ্র গুহ কংগ্রেসকে “পারিবারিক সংস্থা” বা “ফ্যামিলি ফার্ম” বলে উল্লেখ করেন এবং নেহরু-গান্ধী পরিবারের আধিপত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। একই সঙ্গে তিনি রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বের ধরন নিয়েও সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, রাহুলের মধ্যে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক গাম্ভীর্যের অভাব রয়েছে এবং তিনি অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ একসময় গুহকে কংগ্রেস নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ বলেই ধরা হত।

বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা বলেন, ‘‘প্রথমে জনগণ রাহুল গান্ধীকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারপর জোটসঙ্গীরাও তাঁকে মেনে নেয়নি। এমনকি কংগ্রেসের ভেতর থেকেও তাঁর পরিবর্তে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রা-কে সামনে আনার দাবি উঠেছে।”

তিনি আরও বলেন, “রাজনীতির ক্ষেত্রে রাহুল গান্ধী একটি ‘নন-পারফর্মিং অ্যাসেট’ এবং দলের জন্য দায়স্বরূপ। জনগণ থেকে শুরু করে দলের অনেক নেতাই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর অন্য কোনও পেশা খোঁজা উচিত।”

বিজেপি নেতা সৈয়দ শাহনাওয়াজ হুসেন বলেন, “অনেক দিন ধরেই মানুষ মনে করে আসছে যে রাহুল গান্ধী কংগ্রেসের জন্য বড় বোঝা। তাঁর নেতৃত্বে দল বারবার নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে।”

তিনি আরও দাবি করেন, “কিছু ক্ষেত্রে বিজেপির বিরুদ্ধে জনঅসন্তোষের কারণে কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মানুষ কংগ্রেসকে পছন্দ করে।”

বিজেপি বিধায়ক সি. পি. সিং বলেন, “রাহুল গান্ধী কোথায় কী বলতে হবে, তা-ই বোঝেন না। শুধু গান্ধী পরিবারের সদস্য হওয়ার কারণেই কংগ্রেস নেতারা তাঁকে বহন করে চলেছেন।”

জেডিইউ মুখপাত্র রাজীব রঞ্জন প্রসাদ বলেন, ‘‘নেহরু-গান্ধী পরিবারের সঙ্গে রামচন্দ্র গুহর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে।

এসআইআর তৃতীয় পর্যায় শুরু: ওডিশা, মিজোরাম, সিকিম ও মণিপুরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ শুরু বিএলওদের

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (আইএএনএস): নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা পুনর্বিবেচনা কর্মসূচি-এর তৃতীয় পর্যায়ের গণনা ও তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া ওডিশা, মিজোরাম, সিকিম এবং মণিপুরে শুরু হয়েছে। শনিবার থেকে বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও) বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের তথ্য সংগ্রহ এবং ফর্ম বিতরণের কাজ শুরু করেছেন।

রবিবার এক বিবৃতিতে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ২০২৬ সালের ২৮ জুনের মধ্যে যেসব যোগ্য ভোটারের এনুমারেশন ফর্ম সংশ্লিষ্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও)-এর কাছে জমা পড়বে, তাঁদের নাম খসড়া ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

কমিশন আরও জানিয়েছে, যাঁরা ২৮ জুনের মধ্যে ফর্ম জমা দিতে পারবেন না, তাঁরা দাবি ও আপত্তির নির্ধারিত সময়ে প্রয়োজনীয় ঘোষণাপত্র-সহ ফর্ম-৬ জমা দিয়ে ভোটার হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার আবেদন করতে পারবেন।

এসআইআর-এর এই পর্যায়ে বিএলওরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বর্তমান ভোটারদের হাতে এনুমারেশন ফর্ম তুলে দিচ্ছেন এবং পূরণ করা ফর্ম সংগ্রহ ও যাচাই করছেন। ভোটাররা চাইলে বিএলওদের মাধ্যমে অথবা অনলাইনেও ফর্ম জমা দিতে পারবেন।

সর্বাধিক সংখ্যক ভোটারের কাছে পৌঁছনোর লক্ষ্য নিয়ে প্রতিটি পরিবারের কাছে একাধিকবার যাওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে।

কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, নতুন ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্তির আবেদন গ্রহণের জন্য বিএলওদের কাছে অন্তত ৩০টি খালি ফর্ম-৬ এবং প্রয়োজনীয় ঘোষণাপত্র রাখতে হবে।

রাজনৈতিক দলগুলির অংশগ্রহণ বাড়াতে স্বীকৃত জাতীয় ও রাজ্যস্তরের রাজনৈতিক দলগুলির বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) প্রতিদিন সর্বাধিক ৫০টি ফর্ম সংগ্রহ করে খসড়া তালিকা প্রকাশের আগে বিএলওদের হাতে তুলে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলি প্রয়োজনে আরও বেশি সংখ্যক বিএলএ নিয়োগ করতে পারবে, যাতে এই প্রক্রিয়া আরও কার্যকর ও মসৃণভাবে সম্পন্ন হয়।

সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০-এর সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে গত ১৪ মে নির্বাচন কমিশন ১৬টি রাজ্য ও ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা কর্মসূচির নির্দেশ দেয়।

কমিশনের বক্তব্য, এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল কোনও যোগ্য নাগরিক যেন ভোটার তালিকা থেকে বাদ না পড়েন এবং কোনও অযোগ্য ব্যক্তি যেন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হন।

ইসিআই জানিয়েছে, ওডিশায় মোট ভোটার সংখ্যা ৩.৩৪ কোটি, সেখানে ৩৮,১২৩ জন বিএলও এবং ৮,৩৯১ জন বিএলএ কাজ করছেন। মিজোরামে ৮.৭৫ লক্ষ ভোটারের জন্য রয়েছেন ১,৩৫৩ জন বিএলও ও ৩,৪৩০ জন বিএলএ। সিকিমে ভোটার সংখ্যা ৪.৭১ লক্ষ, সেখানে ৫৭২ জন বিএলও এবং ৬৮১ জন বিএলএ দায়িত্বে রয়েছেন।

অন্যদিকে মণিপুরে ২০.৯২ লক্ষ ভোটারের জন্য ২,৯৯৬ জন বিএলও এবং ৫,০০৩ জন বিএলএ কাজ করছেন।

নির্বাচন কমিশন ভোটারদের কাছে আবেদন জানিয়েছে, বাড়ি বাড়ি তথ্য সংগ্রহের সময়ে নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য।

সীমান্ত সুরক্ষায় অমিত শাহর অভিযান নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের ইঙ্গিত: ফেয়ারপয়েন্ট বিশ্লেষণ

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (আইএএনএস): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যখন ভারতের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পরিদর্শন ও সুরক্ষা জোরদারের উদ্যোগ নেন, তখন বিষয়টি প্রথমে একটি নিয়মিত প্রশাসনিক পদক্ষেপ বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু বর্তমান উদ্যোগের গুরুত্ব অনেক বেশি বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

স্বাধীনতার প্রায় আট দশক পর এই প্রথম কোনও কেন্দ্রীয় সরকার সীমান্ত সুরক্ষাকে এতটা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অগ্রাধিকারের স্তরে নিয়ে এসেছে বলে মত পর্যবেক্ষকদের। শুধু সীমান্ত পাহারা নয়, অনুপ্রবেশ চক্র চিহ্নিত করা, বেআইনি দখল রোধ, প্রশাসনিক ফাঁকফোকর বন্ধ করা এবং দীর্ঘদিনের অবৈধ অভিবাসনের প্রভাব মোকাবিলাই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য বলে মনে করা হচ্ছে।

মোদী সরকারের ত্রয়োদশ বছরে প্রবেশের প্রাক্কালে কেন্দ্রের নজর শুধু বহিরাগত নিরাপত্তার দিকে নয়, অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতার দিকেও। বহু দশক ধরে বিশেষ করে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় হলেও, তা নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি প্রশাসনিক পদক্ষেপের অভাব ছিল বলে দাবি করা হয়।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের মতে, অবৈধ অনুপ্রবেশ শুধু জাতীয় নিরাপত্তার জন্যই নয়, কর্মসংস্থান, সরকারি সম্পদের উপর চাপ এবং জনবিন্যাসগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলছে।

বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, জনবিন্যাস বা ডেমোগ্রাফি নিয়ে এত সরাসরি আলোচনা স্বাধীনোত্তর ভারতে আগে খুব কমই হয়েছে। আগে এই বিষয়টি মূলত গবেষণা, জনগণনা রিপোর্ট বা বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন তা মূলধারার রাজনৈতিক আলোচনার অংশ হয়ে উঠেছে।

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৯.৮ শতাংশ হিন্দু এবং ১৪.২ শতাংশ মুসলিম। ১৯৫১ সালে এই হার ছিল যথাক্রমে প্রায় ৮৪ শতাংশ ও ৯.৮ শতাংশ। এই পরিসংখ্যানকে ঘিরেই বর্তমানে জনবিন্যাস ও অভিবাসন নিয়ে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যাখ্যা ভিন্ন হলেও, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে জনসংখ্যাগত পরিবর্তন, অবৈধ অভিবাসন এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি এখন নতুন করে গুরুত্ব পাচ্ছে।

২০২৫ সালে ‘অনুপ্রবেশ, জনবিন্যাসগত পরিবর্তন ও গণতন্ত্র’ শীর্ষক এক স্মারক বক্তৃতায় অমিত শাহ দাবি করেছিলেন, সীমান্তবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে জনবিন্যাসগত পরিবর্তনের পেছনে শুধু জন্মহার নয়, দীর্ঘদিনের অবৈধ অনুপ্রবেশও গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ-কে ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ে জাল নথি, অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসী এবং অনুপ্রবেশ চক্র নিয়ে একাধিক অভিযোগ রাজনৈতিক বিতর্ককে আরও তীব্র করেছে।

বিজেপির অভিযোগ, এই ধরনের চক্র ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। যদিও এই অভিযোগ বারবার অস্বীকার করেছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস।

একই ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে আসাম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য অংশ নিয়েও। অমিত শাহ অতীতে দাবি করেছিলেন, অসমের কিছু জেলার জনসংখ্যাগত পরিবর্তন অবৈধ অভিবাসন বিবেচনা না করে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র সরকার অবৈধ অভিবাসন এবং অন্যান্য অস্বাভাবিক কারণে সৃষ্ট জনবিন্যাসগত পরিবর্তন খতিয়ে দেখতে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে।

নাগাল্যান্ডে নাবালিকা যৌন নির্যাতনের ঘটনায় তীব্র নিন্দা মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর, দ্রুত বিচারের দাবি

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (আইএএনএস): নাগাল্যান্ডের চাং সম্প্রদায়ভুক্ত এক নাবালিকা কিশোরীর উপর কথিত যৌন নির্যাতনের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে. সাংমা। রবিবার তিনি ঘটনার দ্রুত, নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ করা এক পোস্টে সাঙ্গমা বলেন, শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না এবং এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

তিনি লেখেন, “নাগাল্যান্ডের চাং সম্প্রদায়ের এক নাবালিকার উপর কথিত যৌন নির্যাতনের ঘটনায় আমি নিন্দা জানাই। শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ অগ্রহণযোগ্য এবং এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।”মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, “কোনও শিশুর এমন ভয়াবহ মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হওয়া উচিত নয়। যারা এই ঘটনার জন্য দায়ী, তাদের আইনের মুখোমুখি হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমার আবেদন, দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করা হোক এবং পকসো আইনের সহ সমস্ত প্রযোজ্য আইনের আওতায় বিচার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক।”তিনি এই কঠিন সময়ে নির্যাতিতার পরিবারকে সমবেদনা ও সমর্থনের বার্তাও দেন। সাঙ্গমা বলেন, “আমার চিন্তা ও প্রার্থনা নির্যাতিতা এবং তার পরিবারের সঙ্গে রয়েছে। শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে এবং প্রতিটি শিশুর জন্য নিরাপদ সমাজ গড়ে তুলতে হবে।” উল্লেখ্য, নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর-এ চাং সম্প্রদায়ের ১৪ বছর বয়সি এক কিশোরীর উপর কথিত যৌন ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও সম্প্রদায়ভিত্তিক সংগঠন দোষীদের কঠোর শাস্তি এবং নির্যাতিতার জন্য ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ঘটনাটির তদন্ত চলছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে এবং অভিযোগের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইন অনুযায়ী তদন্ত পরিচালিত হচ্ছে এবং নাবালিকার অধিকার ও সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

কলকাতায় ৩,০০০ বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত, রাজনৈতিক যোগসাজশ থাকা সিন্ডিকেটের খোঁজ পেল কেএমসি

কলকাতা, ৩১ মে (আইএএনএস): কলকাতা পুরসভার (কেএমসি) বিল্ডিং বিভাগ শহরজুড়ে প্রায় ৩,০০০টি বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করেছে। রবিবার পুরসভার এক আধিকারিক জানান, এই সমস্ত নির্মাণ, সংযোজন ও সম্প্রসারণ সম্পূর্ণরূপে বেআইনি এবং যে কোনও সময় ভাঙার মুখে পড়তে পারে। পুরসভার সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব কলকাতার ইএম বাইপাস সংলগ্ন এলাকাগুলিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেআইনি নির্মাণ গড়ে উঠেছে। এছাড়াও বেলিয়াঘাটা, ট্যাংরা, তিলজলা, বুড়াবাজার, তোপসিয়া, কসবা, গার্ডেন রিচ, মেটিয়াব্রুজ, কসিপুর এবং চিৎপুর-এ সবচেয়ে বেশি বেআইনি নির্মাণের হদিস মিলেছে। কেএমসি-র বিল্ডিং বিভাগ ইতিমধ্যেই কয়েকটি এলাকাকে ‘রেড জোন’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আধিকারিকদের মতে, এই অঞ্চলগুলিতে বেআইনি নির্মাণের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি।

তদন্তে উঠে এসেছে, স্থানীয় প্রোমোটার এবং সিন্ডিকেট চক্রের সক্রিয় মদতেই এই বেআইনি নির্মাণগুলি হয়েছে। পুরসভার সূত্রের দাবি, অনেক ক্ষেত্রে কোনও প্রোমোটার বা নির্মাণ সংস্থা ‘জি প্লাস ফোর’ ভবন তৈরির অনুমোদন নিলেও পরে বেআইনিভাবে ‘জি প্লাস ফাইভ’ বা অতিরিক্ত তলা নির্মাণ করেছে।

এর ফলে একদিকে যেমন অতিরিক্ত তলা বিক্রি করে বিপুল মুনাফা অর্জন করা হয়েছে, অন্যদিকে নির্মাণসামগ্রী সরবরাহের খরচও বেড়েছে, যার লাভ ভাগাভাগি করেছে সংশ্লিষ্ট সিন্ডিকেটগুলি। এক পুর আধিকারিক জানান, কোনও ভবনে বেআইনিভাবে অতিরিক্ত তলা নির্মিত হলে পুরো ভবন ভাঙা হবে না। বরং সেই বেআইনি অংশটিকেই চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিল্ডিং বিভাগের আরও দাবি, যেসব এলাকা ‘রেড জোন’ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, সেখানে অনেক ক্ষেত্রে গ্রাম বা বস্তি উচ্ছেদ করে বেআইনি নির্মাণের পথ তৈরি করা হয়েছে। তদন্তে এই নির্মাণচক্রের পিছনে একাধিক সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতার নামও উঠে আসছে বলে সূত্রের খবর।

রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর শীর্ষ প্রশাসনের কড়া নির্দেশে শহরজুড়ে বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিতকরণের কাজ আরও জোরদার হয়েছে। ইতিমধ্যেই তিলজলা, বেলিয়াঘাটা ও কসবা এলাকায় তৃণমূল নেতাদের মদতে গড়ে ওঠা বলে অভিযোগ থাকা একাধিক বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে বুলডোজার অভিযান শুরু হয়েছে।

মেসি কলকাতা সফর-কাণ্ডে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এফআইআর, তদন্ত শুরু

কলকাতা, ৩১ মে (আইএএনএস): আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার লিওনেল মেসি-র কলকাতা সফরকে ঘিরে গত বছরের ১৩ ডিসেম্বর সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ঘটে যাওয়া বিশৃঙ্খলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় প্রাক্তন রাজ্য ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস-এর বিরুদ্ধে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় এফআইআর দায়ের হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মেসির অনুষ্ঠানটির প্রধান আয়োজক শতদ্রু দত্ত ১৭ মে অভিযোগ দায়ের করার পর শনিবার রাতে ওই এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়।

অভিযোগে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ৩(৫), ৩০৮(২), ৩১৮(৪), ৩৫১(২) এবং ৬১(২) ধারার উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধারাগুলি টিকিট কালোবাজারি, তোলাবাজি, অপরাধমূলক ভয় প্রদর্শন, প্রতারণা-সহ বিভিন্ন অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত।

পুলিশ সূত্রে খবর, খুব শীঘ্রই অরূপ বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হতে পারে।

শনিবার গভীর রাতে সামাজিক মাধ্যমে শতদ্রু দত্ত লেখেন, ‘‘সত্যমেব জয়তে। প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রী এবং ডিজিপিকে ধন্যবাদ।”

অভিযোগে শতদ্রু দত্ত দাবি করেছেন, মেসির অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রায় ২২ হাজার টিকিট কালোবাজারিতে বিক্রি করা হয়েছিল এবং এর সঙ্গে অরূপ বিশ্বাস জড়িত ছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করেছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ।

উল্লেখ্য, নতুন রাজ্য সরকার গঠনের পর বর্তমান ক্রীড়ামন্ত্রী নিসিথ প্রামানিক মেসি-সফর সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলার ঘটনার ফাইল পুনরায় খোলার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

শতদ্রু দত্ত অভিযোগ করেছেন, অনুষ্ঠানের দিন অরূপ বিশ্বাস তাঁর ঘনিষ্ঠদের নিয়ে অনুমতি ছাড়াই মাঠে প্রবেশ করেন এবং নিরাপত্তা বলয় ভেঙে মেসির কাছে পৌঁছে যান। তাঁর দাবি, এর ফলে মেসির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এবং পুরো অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায়।

দত্ত আরও অভিযোগ করেছেন যে, তৃণমূল কাউন্সিলর জুই বিশ্বাস এবং তৎকালীন ডিজিপি রাজীব কুমার-ও এই ঘটনায় ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধেও পৃথক অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশের কাছে জমা দেওয়া অভিযোগপত্রে অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংরক্ষিত নিরাপত্তা এলাকায় বেআইনি প্রবেশ, নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভাঙন, মেসির নিরাপত্তা বিপন্ন করা এবং অনুষ্ঠান ব্যাহত করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মেসির অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগেই স্টেডিয়াম দর্শকে পূর্ণ হয়ে যায়। মেসি মাঠে প্রবেশ করার পর তাঁকে ঘিরে ধরেন বহু মানুষ। ছবি তোলার হুড়োহুড়িতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। দর্শকদের অভিযোগ ছিল, অধিকাংশই তাঁদের প্রিয় ফুটবলারকে ঠিকমতো দেখতে পাননি। মাত্র ২২ মিনিটের মধ্যেই মেসি মাঠ ছেড়ে চলে যান।

এরপরই স্টেডিয়ামে ব্যাপক ভাঙচুর শুরু হয়। গ্যালারি থেকে মাঠে চেয়ার ও বোতল ছোড়া হয়, বহু দর্শক নিরাপত্তা বলয় ভেঙে মাঠে ঢুকে পড়েন। গ্যালারি ও শৌচাগারেও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

ঘটনার পর রাজ্য সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। সেই সময় আয়োজক শতদ্রু দত্তকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তিনি দীর্ঘ ৩৭ দিন কারাবন্দি থাকার পর আদালত থেকে জামিন পান।

আগরতলায় ইসকনের ব্যবস্থাপনায় পুরুষোত্তম মাসে দীপদান উৎসব

আগরতলা, ৩১ মে ।। বর্তমান চলতি জৈষ্ঠ মাস”কে পারমার্থিক জগতে পুরুষোত্তম মাস বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই মাস ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় মাস। তাই এই মাসকে ভগবানের নিজের নামেই নামকরণ করা হয়েছে। আমাদের চান্দ্র মাসের মধ্যে বৈশাখ, মাঘ এবং কার্তিক মাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাস। কিন্তু এই তিন মাসের থেকেও পুরুষোত্তম মাস। যা তিন বছর পর পর আসে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাকে বলে মল মাস। আর এই মাসের পারমার্থিক লাভের জন্য যাই কিছু করা হয়, তা কার্তিক মাস অপেক্ষাও দশ হাজার গুণ বেশি ফল লাভ হয়। এই মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শনিবার ইসকন হরেকৃষ্ণ মন্দির আগরতলার প্রাণকেন্দ্র বটতলা এলাকায় সাধারণ পথচারীদের জন্য মেগা দীপদানের ব্যবস্থা করেছে। যারা নিজেদের কর্মময় জীবনের ব্যস্ততার জন্য মন্দিরে যেতে পারেন না বা যাওয়ার সুযোগ হয় না, তাদের জন্য ইসকন এই দীপদানের ব্যবস্থা করেছে। এতে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত খুশি এবং আপ্লুত। এই অনুষ্ঠানে শত শত মানুষ ভগবান শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণকে প্রদীপ দেখিয়ে নিজেদের জীবন ধন্য করেছেন। পথচারী মানুষদের তথা ব্যস্তময় লোকেদের পরমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য এই পুরুষোত্তম মাসে ইসকন হরেকৃষ্ণ মন্দির এইরকম আরো অনুষ্ঠান শহরের বিভিন্ন জায়গায় করবে বলে জানিয়েছেন ইসকন হরেকৃষ্ণ মন্দির কর্তৃপক্ষ।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

সুস্থ মানুষের হার্ট রেট মিনিটে ৬০-১০০

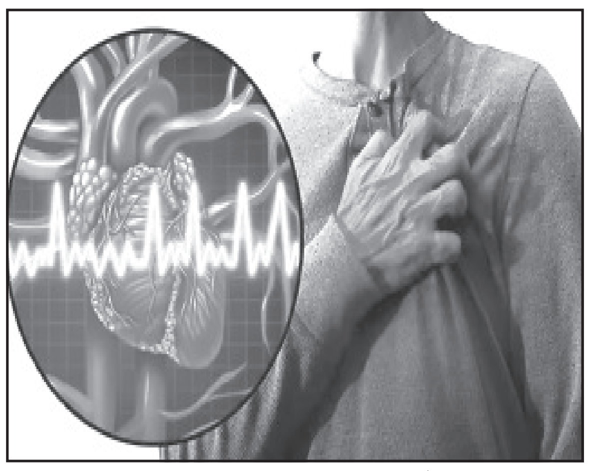

সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের হৃদস্পন্দন সাধারণত মিনিটে ৬০ থেকে ১০০। বিশেষ কোনও সমস্যা না থাকলে এই ছন্দ বিগড়ে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু কোনও কারণ ছাড়াই যদি কারও হার্ট রেট ৬০-এর নীচে নেমে যায়, তা হলে সেটি সমস্যার কারণ হতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে 'ব্র্যাডিকার্ডিয়া' বলা হয়। খেলোয়াড় বা অ্যাথলিটদের ক্ষেত্রে এটি স্বাভাবিক হলেও সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এটি বড় কোনও সমস্যার ইঙ্গিত হতে পারে।

'ব্র্যাডিকার্ডিয়া' কেন হয়?

মানুষের হৃদপিণ্ডে সাইনোঅ্যাট্রিয়াল (এস এ) নোড থেকে নির্গত বৈদ্যুতিক সঙ্কেতই হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে। এই সঙ্কেত পৌঁছতে দেরি হলে বা বাধাগ্রস্ত হলে হৃদপিণ্ড ধীরগতিতে স্পন্দিত হয়। এর ফলে মস্তিস্ক-সহ বিভিন্ন অঙ্গে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত সঞ্চালন কমে যেতে পারে।

কখন সতর্ক হওয়া প্রয়োজন?

হৃদস্পন্দন কমে যাওয়ার পাশাপাশি যদি কেউ ক্রমাগত ক্লান্তি বা দুর্বলতা অনুভব করেন, সে ক্ষেত্রে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এর সঙ্গে মাথা ঘোরা বা হালকা বোধ হওয়া, সামান্য পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট হওয়া, মানসিক বিভ্রান্তি বা কোনও কাজে মন দিতে অসুবিধা হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। চিকিৎসকরা বলছেন, কারও কারও অজ্ঞান হয়ে যাওয়া বা ব্ল্যাকআউটের মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

কাদের ঝুঁকি বেশি?

বার্ধক্যজনিত কারণে হৃদপিণ্ডের ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমের ক্ষয় হওয়ায় বয়স্ক ব্যক্তিরা এই সমস্যায় ভোগেন বেশি। এ ছাড়া ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা অ্যারিদমিয়ায় (অনিয়মিত হৃদস্পন্দন) আক্রান্ত ব্যক্তিদের 'ব্র্যাডিকার্ডিয়া' হতে পারে। চিকিৎসকরা বলছেন, নির্দিষ্ট কিছু ওষুধের প্রভাবেও হৃদস্পন্দন কমে যায়, তাতে চিন্তার বিশেষ কারণ নেই।

চিকিৎসা পদ্ধতি:

ইসিজি বা হল্টার মনিটরিংয়ের মাধ্যমে সহজেই এই রোগ ধরা পড়ে। সমস্যা গুরুতর হলে হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক রাখার জন্য 'পেসমেকার' বসানোর প্রয়োজন হতে পারে। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এখন 'লিডলেস পেসমেকার' ব্যবহার করা হচ্ছে, যা সরাসরি হৃদপিণ্ডের ভিতরে বসানো যায় এবং এতে সংক্রমণের ঝুঁকি অনেক কম।

কাঁচা নুন বেশি খাওয়া উচিত নয়

একটু নুন কম হলেই খাবার বিস্বাদ হয়ে ওঠে। আবার ভুলবশত বেশি নুন দিয়ে ফেললে, পুরো খাবারটাই নষ্ট হয়ে যায়। নুনের মাত্রা এদিক-ওদিক হলেই মুশকিল। কিন্তু শুধু স্বাদের কথা মাথায় রেখে নুন খাওয়া উচিত নয়। বরং জোর দেওয়া উচিত স্বাস্থ্যের উপরও।

নুন কম হলে তাতে নুন মিশিয়ে নেওয়া যায়। তখন না চাইতেও পাতে কাঁচা নুন রাখতে হয়। তবে কারও কারও অভ্যেস রয়েছে, রোজের পাতে কাঁচা নুন রাখার। তা ছাড়া চিপস, ঝুড়িভাজা, ঝালমুড়ি, চানাচুরের মতো খাবারেও নুন থাকে। শরীরে যতই সোডিয়ামের প্রয়োজনীয়তা থাকুক, নুনের পরিমাণের দিকে

নজর দেওয়া জরুরি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, সারাদিনে ৫ গ্রামের বেশি নুন খাওয়া উচিত নয়। বেশি নুন খেলে কী কী সমস্যা হতে পারে?

অতিরিক্ত নুন খাওয়ার জেরে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা হানা দিতে পারে। সেখান থেকে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এ ছাড়া কিডনির সমস্যা, বাতের সমস্যাও বাড়ে। কিন্তু শুধু যে কাঁচা নুন খেলেই এই সব রোগ হানা দেয়, তা নয়। অনেক খাবারেই লুকিয়ে থাকে নুন। তাই কী ভাবে খাবারে নুনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করবেন, জেনে নিন।

এড়িয়ে চলুন প্যাকেটজাত খাবার

প্যাকেটজাত বা প্রক্রিয়াজাত খাবারে অত্যধিক মাত্রা সোডিয়াম থাকে। মাখন, চিপস, ভুজিয়া থেকে শুরু করে পাউরুটি, কেক, বিস্কুটেও সোডিয়াম থাকে। এমনকী ফ্রোজেন খাবারে সোডিয়াম থাকে। তাই এই ধরনের খাবার এড়িয়ে চলুন।

কমিয়ে ফেলুন সসের ব্যবহার— সয়া সস, টম্যাটো সস, চিলি সস, মেয়োনিজের মতো খাবারে নুন থাকে। এমনকী কাসুন্দি, রেডিমেড চাটনি এবং নির্দিষ্ট কিছু আচারেও প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম রয়েছে। খাবারে এই ধরনের উপাদান যত কম ব্যবহার করা যায়, ততই ভালো। হাতের সামনে কাঁচা নুন রাখবেন না— টেবিল সল্ট থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন। স্বাদ বুঝে রান্নায় নুন মেশান। চেষ্টা করুন কম নুন দিয়ে রান্না করার। প্রথম দিকে অস্বস্তি হলেও ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে যায়। খাবারে নুন হওয়া সত্ত্বেও পাতে কাঁচা নুন নেওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করুন। বরং, খাবারে স্বাদ আনতে ভাজা জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, গরম মশলার গুঁড়ো কিংবা গোলমরিচের গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন। খাওয়া চলবে না রেস্তোরাঁর খাবার রেস্তোরাঁর খাবারেও যথেষ্ট মাত্রায় নুন থাকে। সোডিয়ামের মাত্রা বেশি বাইরের খাবারেও। তাই বাইরের খাবার না খেয়ে বাড়িতেই সেই পদ বানিয়ে নিন। প্রয়োজনে গ্রিল করা বা বিনা তেলে ভাজা খাবার খেতে পারেন।

পায়ের পাতাই বলে দেবে শরীরের হাল-হকিকত

শরীরের অন্যান্য অংশের নিয়মিত যত্ন নিলেও, পায়ের দিকে সচরাচর চোখ যায় না বেশির ভাগেরই। অথচ দেহের সমস্ত ভার গিয়ে পড়ে পায়ের পাতার উপরেই। চিকিৎসকরা বলছেন, পা এবং গোড়ালির সামান্য পরিবর্তন অনেক সময় শরীরের গভীরতর কোনও সমস্যার প্রাথমিক সঙ্কেত হতে পারে। তাই পায়ের পাতাকে শুধু চলাফেরা করার অঙ্গ ভাবলে ভুল হবে। জেনে নিন পায়ের কোন লক্ষণ কীসের ইঙ্গিত দেয়?

পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া বা ঝিনঝিন করা:

দীর্ঘক্ষণ পা চেপে বসে থাকলে কিংবা কোনও কারণে রক্ত সঞ্চালনের সমস্যা হলে অনেক সময়ে পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে যায়। দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কমে গিয়ে পা ঠান্ডা হয়ে যায়। চিকিৎসকরা বলছেন, এটি স্নায়ুর ক্ষতির লক্ষণ হতে পারে।

গোড়ালি ফাটা ও শুষ্ক চামড়া:

জল কম খেলে শরীর ডিহাইড্রেটেড হয়ে পড়ে। সেই ছাপ সবচেয়ে আগে ফুটে ওঠে পায়ের পাতায়। চামড়া কুঁচকে যায়। শীতে তো বটেই, গরমকালেও গোড়ালি ফেটে যেতে পারে। শুধু তাই নয়, চিকিৎসকরা বলছেন থাইরয়েড হরমোনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হলেও এই ধরনের সমস্যা হতে পারে।

গোড়ালি, পায়ের পাতা ফোলা:

-- দীর্ঘক্ষণ পা ঝুলিয়ে রাখলে পায়ের পাতা ফুলে যায়। তবে কিডনি বা হার্টের সমস্যা থাকলেও একই রকম উপসর্গ দেখা দিতে পারে। নখের রং, আকার পরিবর্তন: পায়ের নখের রং হঠাৎ হলদেটে বা কালচে হতে শুরু করেছে? অনেকের আবার নখের আকার ভীষণ বিশ্রি হয়ে যায়। নখ পুরু হতে শুরু করে। এই সব লক্ষণ কিন্তু শরীরের অভ্যন্তরীণ সমস্যার জন্য হতে পারে।

ক্ষত না সারা:

পায়ে চোট লাগলে কিংবা কেটে, ছড়ে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই চট করে শুকোতে চায় না। সামান্য চোট বিরাট ঘায়ের আকার নেয়। চিকিৎসকরা বলছেন, এই ধরনের সমস্যা ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথির লক্ষণ হতে পারে।

কারি পাতার তেল চুলের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী

এক সময় পাকা চুলকে শুধু বার্ধক্যের লক্ষণ হিসেবে দেখা হতো, কিন্তু অনেকেরই ২০—এর কোঠাতেই চুল পেকে যায়। এর নেপথ্যে দূষণ, জিনগত কারণ, অতিরিক্ত হেয়ার কেয়ার প্রোডাক্ট ব্যবহার, স্টাইলিং সবই দায়ী। তাই অনেকেই দামি পণ্য ছেড়ে ঘরোয়া উপায়ের দিকে ঝুঁকছেন। এই ক্ষেত্রে চুলের যত্নে দারুণ কার্যকর হতে পারে কারি পাতা।

১. কারি পাতা কার্যকারিতা কতটা?

কারি পাতায় রয়েছে ভিটামিন বি ও প্রচুর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা চুলের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এটি অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে, যা অকালপক্কতার অন্যতম কারণ। অনেকেই মনে করেন, এটি মেলানিন উৎপাদন বাড়িয়ে চুলকে আবার কালো করতে পারে। যদিও, এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ খুব একটা নেই। চুলের রং তৈরির কোষ (পিগমেন্ট সেল) সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় বা নষ্ট হয়ে গেলে, কারি পাতা দিয়ে সেই রং ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

২. কারিপাতা কেন চুলের যত্নে কার্যকর?

কারি পাতা পাকা চুল পুরোপুরি কালো করতে পারে না, তবে এটি চুলের গোড়া মজবুত করে, স্ক্যাল্পের স্বাস্থ্যের উন্নত করে এবং প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। এতে থাকা অ্যামিনো অ্যাসিড চুলের পুষ্টি বাড়ায়, শুষ্কতা কমায় এবং প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনে। ফলে চুল দেখতে স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর লাগে।

৩. কী ভাবে ব্যবহার করবেন?

এই ঘরোয়া উপায়টি তৈরি করতে লাগবে ১৫—২০টি টাটকা কারি পাতা এবং ২ টেবিল চামচ নারকেল তেল। প্রথমে তেল গরম করে তাতে কারি পাতা দিন। পাতাগুলি হালকা কালচে হওয়া পর্যন্ত গরম করুন। এরপর ঠান্ডা করে ছেঁকে নিন। এই তেলটি মাথার ত্বক ও চুলে ভালো ভাবে ম্যাসাজ করে লাগান। প্রায় ২ ঘণ্টা রেখে মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ২—৩ বার ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে।

৪. সতর্কতা— একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি চুল একবার ফলিকল থেকে বেরিয়ে গেলে তার প্রাকৃতিক রং পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। চুলের রং ফিরিয়ে আনতে হলে ফলিকলের ভিতরের পিগমেন্ট পুনরুদ্ধার করতে হয়, যা একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং শুধুমাত্র কারি পাতা দিয়ে তা সম্ভব নয়। তবে এই পদ্ধতি চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখে, গুণগত মান বাড়ায় এবং পাকা চুলের গতি কিছুটা ধীর করতে সাহায্য করতে পারে।

কিছু খাওয়ার স্বাস্থ্যকর কিন্তু কাঁচা খেলে বিপদ

ফ্যাটি লিভার কমাতে হলে সঠিক ডায়েট আর শরীরচর্চাই ভরসা। কিন্তু সব স্বাস্থ্যকর খাবারই যে লিভারের স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী হবে, তা নয়। বিশেষত, বেশ কিছু কাঁচা খাবার রয়েছে, যা স্বাস্থ্যকর কিন্তু ফ্যাটি লিভার থাকতে খাওয়া যায় না। ওই খাবারগুলো লিভারের উপর চাপ বাড়িয়ে তোলে। এতে ফ্যাটি লিভারের সমস্যা বাড়বে তবু কমবে না। তাই কোন খাবারগুলো কাঁচা খাবেন না, রইল তালিকা।

পনির বা দুধ একেবারেই কাঁচা খাওয়া উচিত নয়। এতে এমন অনেক ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া থাকে, যা লিভারের ক্ষতি করে। বিশেষত, দুধ বা পনির যদি ঠিক উপায়ে সংরক্ষণ না করা হয়, তখন আরও সমস্যা বাড়ে। তবে দুধ জাল দিয়ে কিংবা পনির রান্না করে খেতে পারেন।

বিভিন্ন ধরনের শাক--- শাকের মধ্যে অক্সালেটের মতো উপাদান রয়েছে, যা কিডনিতে পাথর জমার জন্য দায়ী। এতে লিভারেরও ক্ষতি হয়। তাই যে কোনও শাক ভালো করে সিদ্ধ বা রান্না করেই খাওয়া উচিত। খেয়াল রাখবেন, শাক যেন অর্ধ সিদ্ধ-ও যেন না হয়। বিশেষত পালংশাক একেবারেই কাঁচা খাওয়া উচিত নয়। ছোলা-ডাল — কাঁচা ছোলা প্রোটিনে ভরপুর। তাই অনেকেই ছোলার চাট বানিয়ে খান। কিন্তু যে কোনও ছোলা, চানা বা ডাল কাঁচা অবস্থায় খাওয়া উচিত নয়। এতে উচ্চ মাত্রায় লেকটিন ও অ্যান্টি-নিউট্রিয়েন্ট থাকে। প্রথমত এগুলো পুষ্টি শোষণে বাধা দেয়। দ্বিতীয় এগুলো লিভারের প্রদাহ বাড়ায়।

ডিম— ডিম স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ উপকারী। কিন্তু কাঁচা বা অর্ধ সিদ্ধ খাওয়া চলবে না। ডিমের মধ্যে সালমোনেল্লা নামের এক ব্যাকটেরিয়া থাকে, যা পেটের সংক্রমণের জন্য দায়ী। ফ্যাটি লিভার থাকুক বা না থাকুক, কাঁচা ডিম একেবারেই খাওয়া উচিত নয়। ঠিক এই কারণেই মেয়োনিজ খেতেও বারণ করে চিকিৎসক-পুষ্টিবিদরা।

মাংস— ফ্যাটি লিভারের সমস্যা থাকলে প্রক্রিয়াজাত মাংস একেবারেই চলে না। কিন্তু বাড়িতে তৈরি মাংসের ঝোল খাওয়ার সময়েও সতর্ক থাকতে হবে। চিকেন-মাটন যে কোনও মাংসই ভালো করে সিদ্ধ করে খেতে হবে। চিকেনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকে, যা শুধু মাত্র বেশি আঁচে বা উচ্চ তাপে রান্না করলেই মরে। তাই মাংস ভালো করে রান্না করেই খাওয়া উচিত।

কাঁচা পেঁয়াজ শরীরকে ঠান্ডা রাখে

পান্তা ভাত হোক বা মাংস-ভাত, সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ না হলে জমে না। তা ছাড়া খাবারের সঙ্গে শসা-কাঁচা পেঁয়াজের স্যালাড চাই। রান্নায় যতই পেঁয়াজ দিন, পাতে কাঁচা পেঁয়াজের গুরুত্ব একদম আলাদা। বিশেষত গরমের দিনে কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া বেশি দরকার। এতে শরীরের উপর প্রভাব কী প্রভাব পড়ে, জেনে নিন।

শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে--- গরমকালে কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়ার অন্যতম কারণ হলো হাইড্রেশন। কাঁচা পেঁয়াজের মধ্যে জলীয় উপাদান বেশি থাকে। এ ছাড়া কাঁচা পেঁয়াজে পটাশিয়াম থাকে, যা ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্যও বজায় রাখে। গ্রীষ্মকালে শরীরে জলের ঘাটতি মেটায় কাঁচা পেঁয়াজ।

শরীরকে ঠান্ডা রাখে--- মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ ছাড়ে বলে অনেকেই কাঁচা পেঁয়াজ খেতে চান না। কিন্তু গরমকালে শরীরকে ঠান্ডা রাখতে হলে রোজ কাঁচা পেঁয়াজ খেতেই হবে। এটি পেঁয়াজের মধ্যে শীতলীকরণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এর জেরে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি এড়ানো যায়।

দূরে রাখে পেটের সমস্যা--- গরমকালে পেটের সমস্যাতেও বেশি ভুগতে হয়। এই সময়ে সহজপাচ্য খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদরা। তার সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজও খেতে বলেন। এতে ফাইবার রয়েছে, যা হজমে সহায়তা করে। পেঁয়াজে থাকা বিশেষ যৌগ ভারী খাবারকেও হজম করিয়ে দিতে সাহায্য করে। এ ছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্যের হাত থেকেও মুক্তি দেয়।

ডায়াবিটিসেও উপকারী--- রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে কাঁচা পেঁয়াজ। এই আনাজের গ্লাইসেমিক সূচক কম। ডায়াবিটিসের রোগীরাও কাঁচা পেঁয়াজ নির্দ্বিধায় খেতে পারবেন।ডায়াবেটিকদের পাশাপাশি হার্টের পেশেন্টরাও কাঁচা পেঁয়াজ খেতে পারেন। পেঁয়াজ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। কমায় প্রদাহ।

আর কী কী উপকার মেলে? পেঁয়াজের মধ্যে ভিটামিন সি রয়েছে, যা ইমিউনিটি বাড়াতে এবং কোলাজেন গঠনে সহায়তা করে। ত্বকেরও যত্ন নেয় পেঁয়াজ। এতে সালফার যৌগ, কোয়ারসেটিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও রয়েছে, যা শরীরের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায় এবং প্রদাহ প্রতিরোধ করে। তবে এই গুণগুলো তখনই পাবেন যখন পেঁয়াজ কাঁচা খাবেন।

শারীরিক অস্বস্তি ঠেকাতে কখন খাবেন টকদই

বিকালে ঝড়-বৃষ্টি হলেও সকালে চাঁদিফাটা গরম। আগামী দিনগুলোতে গরম আরও বাড়বে। কিন্তু এখনই বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন গরমে। অত্যধিক গরম সহ্য করতে না পেরে জ্বরে পড়ছেন অনেকে। কমছে না শারীরিক অস্বস্তি। এই অবস্থায় শরীরকে ভালো রাখতে হলে রোজের পাতে টকদই রাখুন। যদিও সারাবছরই টকদই খাওয়া ভালো, তবে গরমকালে এই খাবারের চাহিদা একটু বেশিই বাড়ে। পুষ্টিবিদ থেকে চিকিৎসক, সকলেই এই মরশুমে টকদই খাওয়ার পরামর্শ দেন। গরমে দই খেলে কী কী উপকারিতা মিলবে এবং দিনের পুষ্টিগুণে ভরপুর টকদই— শরীর সুস্থ রাখতে টক দইয়ের বিকল্প নেই। প্রোটিন, ভিটামিন বি৬, ভিটামিন বি১২, রিবোফ্লাবিন, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, জিঙ্ক, সেলেনিয়ামের মতো প্রয়োজনীয় উপাদান রয়েছে টকদইয়ের মধ্যে। সর্বোপরি, টকদই হলো প্রোবায়োটিক খাবার। এটি অন্ত্রে ভালো ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বজায় রাখতে সাহায্য এবং রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

গরমে টকদই কেন খাবেন?— গরমকালে টকদই শরীরকে ঠান্ডা রাখে। এতে থাকা জলীয় উপাদান এবং খনিজ পদার্থ শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়া গরমকালে একটু কাজকর্ম করলেই শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই ক্লান্তি-দুর্বলতা কাটাতেও সাহায্য করে টকদই। শরীরে এনার্জি এনে দেয় এই খাবার।

পেটের সমস্যা দূরে রাখে— প্রোবায়োটিক থাকায় টকদই পেটের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো। এই খাবার হজমে সহায়তা করে। দইয়ে থাকা অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান পেটের সমস্যা দূরে রাখে। গরমকালে গ্যাস-অম্বলের সমস্যা প্রতিরোধ করে। এমনকী লিভারের স্বাস্থ্যও বজায় রাখতে এই খাবার।

ক্রনিক অসুখের ঝুঁকি রোধ করে— অন্ত্রে ভালো ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বাড়াতে উপযোগী টকদই। আর অন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় থাকলে একাধিক রোগের ঝুঁকি নিজে থেকেই কমে যায়। এমনকী মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যও উন্নত হয়। কোলেস্টেরল, রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে। সর্দি-কাশির সমস্যাও দূরে থাকে। ক্যালশিয়াম থাকায় হাড়ের সমস্যাও ধারে ঘেঁষে না। ওজন কমাতে সাহায্য করে— এই গরমে দই খেলে ওজন কমাতে পারেন। দইয়ে প্রোটিন রয়েছে, যা দীর্ঘক্ষণ পেটকে ভর্তি রাখে। পাশাপাশি কর্টিসল হরমোনের ক্ষরণ কমিয়ে দেয়। এর জেরেও ওবেসিটি, ডায়াবিটিসের মতো সমস্যা ধারে কাছে ঘেঁষে না।

দিনের কোন সময়ে টকদই খাবেন? দই সহজপাচ্য খাবার। দিনের যে কোনও সময়ে এটি খাওয়া যায়। ব্রেকফাস্টে কিংবা বেলায় স্ন্যাকস হিসেবে দই খেতে পারেন। আবার লাঞ্চের পরেও দই খাওয়া যায়। দই দিয়ে লস্যি, ঘোল, রায়তা, কার্ড রাইস ইত্যাদি বানিয়ে খেতে পারেন। ঠান্ডা লাগার ধাত না থাকলে সন্ধেবেলাও দই খাওয়া যায়।

ভাত না রুটি গরমে পেট ঠান্ডা রাখতে কী খাবেন

গরম পড়তেই হালকা খাবারের খোঁজ শুরু হয়েছে। যে খাবার খেয়ে শরীরে অস্বস্তি হবে না, আবার শরীর ঠান্ডাও থাকবে। সাধারণত টকদই আর মরশুমি ফল-সব্জিই এই গরমের আদর্শ খাবার। তরমুজ, শসা, বেলের শরবত বা ঘোলের কোনও বিকল্প নেই। পাতে যে ডাল-তরকারিই থাকুক না কেন, সঙ্গে রুটি বা ভাত থাকবেই। আর এখানেই বেশিরভাগ মানুষের প্রশ্ন: গরমে রুটি খাওয়া ভালো নাকি ভাত? কোনটা শরীরকে বেশি ঠান্ডা রাখে?

পুষ্টির দৌড়ে এগিয়ে কে?

ভাত ও রুটি দু'টোই পুষ্টিকর। ভাতের মধ্যে ফাইবার, ভিটামিন বি, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, আয়রনের মতো একাধিক উপাদান রয়েছে। এ ছাড়া ভাতের মধ্যে কার্বোহাইড্রেটও রয়েছে।

ভাতের তুলনায় রুটির মধ্যে ফাইবারের মাত্রা বেশি। তা ছাড়া রুটিতে ফোলেট, ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়াম, জিঙ্ক, সেলেনিয়াম, পটাশিয়ামের মতো উপাদান রয়েছে। সুতরাং, রুটিও ভাতের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।

পেটের সমস্যা কী খাবেন?

পেটের সমস্যা হলে রুটি না খাওয়াই ভালো। তা ছাড়া গরমে ভাত খাওয়া স্বস্তিকর। ভাত সহজপাচ্য এবং পেট ঠান্ডা রাখে। এ ছাড়া গরমকালে পান্তা ভাতের মতো আদর্শ খাবার খুব কমই রয়েছে। পান্তা ভাত খেলে পেটের গণ্ডগোল থেকে মুক্তি মেলে এবং শরীরও ঠান্ডা থাকে। তা হলে গরমে কি রুটি খাবেন না? ভাতে জলীয় উপাদানের পরিমাণ বেশি। তাই গরমে ভাত খাওয়ার পর বেশি তৃপ্তি হয়। তবে গরমে যে রুটি খাওয়া যাবে না, এমনটা নয়। বরং, একবেলা রুটি খেতেই পারেন। এ ছাড়া ডায়াবিটিস ও কোষ্ঠকাঠিন্যের থাকলে রুটি খাওয়াই ভালো। তবে পরিমিত মাত্রায় ভাত খেলেও ক্ষতি নেই। এ ছাড়া রুটির সঙ্গে মরশুমি সব্জির তরকারি রাখতে পারেন। আবার ভাতের সঙ্গে দইও খেতে পারেন। দুই খাবারই এই গরমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খাওয়া যায়।

রবিবার সারা ভারত ফডওয়ার্ট ব্লকের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

অভিষেককে হাসপাতালে ভর্তি করাতে সিইও-কে 'চাপ' দেওয়ার অভিযোগ, মমতার ভিডিও প্রকাশ বিজেপির

কলকাতা, ৩১ মে (আইএএনএস): তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-র বিরুদ্ধে এক বেসরকারি হাসপাতালের সিইও-কে চাপ দিয়ে তাঁর ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জী-কে ভর্তি করানোর চেষ্টা করার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি।

পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার শনিবার গভীর রাতে সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। ওই ভিডিওতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতার মিন্টো পার্ক এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালের প্রধান নির্বাহী আধিকারিক (সিইও)-এর সঙ্গে কথা বলতে দেখা ও শোনা যাচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে।

ভিডিওটি শেয়ার করে দেবজিৎ সরকার দাবি করেন, হাসপাতালের মেডিক্যাল রিপোর্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও গুরুতর আঘাতের উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ভর্তি করানোর জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল।

সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, "এটি রাজনৈতিক স্বার্থে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করার একটি উদ্বেগজনক প্রচেষ্টা। হাসপাতাল চিকিৎসার প্রয়োজনের ভিত্তিতে রোগীদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য, রাজনৈতিক সুবিধার জন্য নয়। চিকিৎসক, প্রশাসক বা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের উপর চাপ সৃষ্টি করা জনবিশ্বাস নষ্ট করে এবং গণতন্ত্র ও সুশাসনের মৌলিক নীতির পরিপন্থী।"

প্রসঙ্গত, শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে এক নিহত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বিক্ষোভ ও হামলার মুখে পড়েন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, একদল স্থানীয় বাসিন্দা, যার মধ্যে বেশ কয়েকজন মহিলা ছিলেন, তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান এবং হেনস্তা করেন।

এরপর নিরাপত্তারক্ষীদের সহায়তায় তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে প্রথমে ইএম বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখানে পৌঁছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, তাঁর ভাইপোর যথাযথ চিকিৎসা করা হচ্ছে না।

পরবর্তীতে অভিষেককে মিন্টো পার্কের আরেকটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং পর্যবেক্ষণের জন্য আইটিইউ-তে নিয়ে যাওয়া হয়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, বিস্তারিত শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে তাঁকে ভর্তি করার প্রয়োজন নেই। হাসপাতালের মেডিক্যাল সার্টিফিকেটে উল্লেখ করা হয়, অভিষেকের শরীরে কোনও গুরুতর অভ্যন্তরীণ আঘাতের চিহ্ন মেলেনি এবং তিনি সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় ছিলেন। তাই তাঁকে কিছু ওষুধ, যার মধ্যে একটি হজমের ট্যাবলেটও ছিল, দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এই সিদ্ধান্তের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। হাসপাতাল চত্বরেই সাংবাদিকদের তিনি অভিযোগ করেন, ইএম বাইপাসের হাসপাতাল এবং মিন্টো পার্কের হাসপাতালদুই ক্ষেত্রেই প্রশাসনিক চাপে অভিষেককে ভর্তি করা হয়নি।

মমতার দাবি, "কলকাতা পুলিশের এক ডেপুটি কমিশনারের পক্ষ থেকে অভিষেককে ভর্তি না করার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল। আগে জালিয়াতি ও দাদাগিরি করে নির্বাচন জিতেছে, তারপর অভিষেকের উপর হামলা হয়েছে, আর এখন যাতে তার সঠিক চিকিৎসা না হয়, সেই চেষ্টাও করা হয়েছে।"

তিনি আরও জানান, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন এবং প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যে কোনও হাসপাতালে অভিষেকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেককে নিয়ে হাসপাতাল ছেড়ে কালীঘাট রোডের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। তাঁর বাসভবন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির কাছেই অবস্থিত।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ঘটনায় গ্রেফতার ৬, তদন্তে নেমেছে পুলিশ

কলকাতা, ৩১ মে (আইএএনএস): তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী-এর উপর হামলা ও হেনস্তার ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে এক মৃত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় পথে বিক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি। অভিযোগ, একদল বিক্ষোভকারী তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ও ইটের টুকরো ছুড়ে মারে। পাশাপাশি 'চোর' স্লোগানও দেওয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, মৃত কর্মীর বাড়ির দিকে যাওয়ার সময় অভিষেককে ঘিরে বিক্ষোভকারীরা হেনস্তা করে। এমনকি নিরাপত্তারক্ষীদের উপস্থিতিতেও কয়েকজন তাঁর দিকে ঘুষি মারার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ।

ঘটনার পরই তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। এরপর তদন্তে নেমে পুলিশ রাতভর তল্লাশি অভিযান চালায়।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলের ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের শনাক্ত করা হয়। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে ছয়জন স্থানীয় বাসিন্দাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। হামলার সময় তাঁদের ঘটনাস্থলে দেখা গিয়েছিল বলে দাবি পুলিশের।

এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "রাতভর তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে। রবিবার সকাল পর্যন্ত ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।"

ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে হামলায় আর কারা জড়িত ছিল, সেই তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছে পুলিশ। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং টহলদারি বাড়ানো হয়েছে।

ঘটনার পর পুলিশি নিরাপত্তায় এলাকা ছাড়ার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতার ইএম বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিকিৎসকরা জানান, তাঁকে ভর্তি করার প্রয়োজন নেই। পরে মিন্টো পার্ক এলাকার আরেকটি বেসরকারি হাসপাতালেও একই মত দেন চিকিৎসকরা।

হাসপাতালে অভিষেকের সঙ্গে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।

ঘটনার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, "এই মুহূর্তে বাড়িতেই চিকিৎসা চলবে। প্রয়োজনীয় স্যালাইন ও অক্সিজেন বাড়িতেই দেওয়া হবে। দরকার হলে অভিষেককে চিকিৎসার জন্য হায়দরাবাদে নিয়ে যাওয়া হবে।"

ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। হামলার নেপথ্যে কারা রয়েছে এবং এর পিছনে কোনও বৃহত্তর ষড়যন্ত্র ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

৫ জুন অসম মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি, ৩১ মে (আইএএনএস): আগামী ৫ জুন অসম মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ করা হবে বলে ঘোষণা করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রবিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে তিনি এই তথ্য জানান।

মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে অসম সরকারের মন্ত্রিপরিষদ আগামী ৫ জুন, ২০২৬ তারিখে সম্প্রসারিত হবে।"

গত ৪ মে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) ১২৬ সদস্যের বিধানসভায় ১০২টি আসন জিতে টানা তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় ফিরে আসে।

এরপর ১২ মে গুয়াহাটির খানাপাড়ায় ভেটেরিনারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দ্বিতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। তাঁর সঙ্গে মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেন রামেশ্বর তেলি, অজন্তা নিওগ, অতুল বোরা এবং চরণ বড়ো।

যদিও মুখ্যমন্ত্রী এখনও নতুন মন্ত্রীদের নাম বা সম্ভাব্য রদবদল সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানাননি, তবে গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ ও রদবদল নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা চলছিল।

বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া মন্ত্রিসভায় মাত্র চারজন মন্ত্রী রয়েছেন। ফলে মন্ত্রিসভার শূন্য পদগুলি পূরণ করার পাশাপাশি বিদ্যমান মন্ত্রীদের দফতরেও পরিবর্তন আনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজ্যপালের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রামেশ্বর তেলির হাতে রয়েছে রূপান্তর ও উন্নয়ন, শ্রমকল্যাণ এবং চা-জনজাতি ও আদিবাসী কল্যাণ দফতরের দায়িত্ব। চা-বাগান এলাকার উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কর্মসূচিতে সরকারের বিশেষ গুরুত্বের কারণে এই দফতরগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, অসম গণ পরিষদের (এজিপি) সভাপতি অতুল বোরার হাতে রয়েছে পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন, অসম চুক্তি বাস্তবায়ন, সীমান্ত সুরক্ষা ও উন্নয়ন এবং আবগারি দফতর। অসম চুক্তির বিভিন্ন ধারা বাস্তবায়ন ও সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মত।

বোদোল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ) নেতা চরণ বোরো পরিবহণ ও বোদোল্যান্ড কল্যাণ দফতরের দায়িত্ব পেয়েছেন। এর ফলে বোডোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অঞ্চল-এ উন্নয়নমূলক কাজের সমন্বয় এবং রাজ্যের পরিবহণ পরিকাঠামো উন্নয়নে গতি আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এদিকে, প্রবীণ বিজেপি নেত্রী অজন্তা নেওগের হাতে রয়েছে মহিলা ও শিশু উন্নয়ন এবং পর্যটন দফতর। সরকারি সূত্রের দাবি, রাজ্যের পর্যটন সম্ভাবনা সম্প্রসারণ এবং মহিলা ও শিশুদের জন্য সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে এই দফতরগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।

৫ জুনের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণে নতুন মুখদের অন্তর্ভুক্তি এবং প্রশাসনিক দায়িত্বের পুনর্বিন্যাসের দিকে এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

ইরানের সঙ্গে পরমাণু চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে, তবে সামরিক বিকল্পও খোলা রয়েছে: ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৩১ মে (আইএএনএস): ইরানের সঙ্গে পরমাণু চুক্তি নিয়ে আলোচনা ইতিবাচক পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে আলোচনায় সাফল্য না এলে সামরিক পদক্ষেপের পথও খোলা রয়েছে বলে সতর্কবার্তা দিয়েছেন তিনি। হোয়াইট হাউসে ফক্স নিউজ-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, তাঁর প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য হল ইরান যাতে কোনওভাবেই পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হতে না পারে, তা নিশ্চিত করা।

তিনি বলেন, "আমরা একটি খুব ভালো চুক্তির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি। যদি ভালো চুক্তি হয়, তাহলে সেটাই হবে। না হলে আমরা অন্য পথ নেব, যেটিকে আমরা 'ডিপার্টমেন্ট অব ওয়ার' বলি।"

ট্রাম্পের দাবি, ইরান ইতিমধ্যেই এমন একটি শর্তে সম্মত হয়েছে, যেখানে তারা পরমাণু অস্ত্র তৈরি বা অর্জন করবে না।

তিনি বলেন, "আমার একমাত্র নিশ্চয়তা দরকার যে ইরানের কাছে কোনও পরমাণু অস্ত্র থাকবে না। তারা এতে সম্মত হয়েছে।"

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, আলোচনার সময় তিনি ইরানের অন্য কোনও উৎস থেকে পরমাণু অস্ত্র সংগ্রহের সম্ভাবনার বিষয়টিও উত্থাপন করেন। এরপর আলোচনার খসড়ায় সেই বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ট্রাম্পের কথায়, "প্রথমে তারা বলেছিল, আমরা পরমাণু অস্ত্র তৈরি করব না। আমি প্রশ্ন করি, যদি তোমরা কিনে নাও তাহলে কী হবে? এখন শর্তে যোগ হয়েছে যে তারা কোনওভাবেই সামরিক পরমাণু অস্ত্র তৈরি বা ক্রয় করবে না।"

তিনি স্বীকার করেন যে আলোচনা সহজ নয় এবং ইরানের প্রতিনিধিরা অত্যন্ত কঠিন আলোচক। তবে ধীরে ধীরে অগ্রগতি হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন।

"তারা খুব কঠিন আলোচক। সময় লাগছে। কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা যা চাই, তার কাছাকাছি পৌঁছচ্ছি বলে মনে হচ্ছে," বলেন ট্রাম্প।

একইসঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে দেন, যদি মার্কিন স্বার্থ রক্ষা করে এমন চুক্তি না হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ট্রাম্প বলেন, "যদি আমরা আমাদের চাওয়া না পাই, তাহলে অন্য উপায়ে বিষয়টির সমাপ্তি ঘটানো হবে।" তিনি আরও দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক পদক্ষেপের পর ইরান বর্তমানে দুর্বল অবস্থানে রয়েছে এবং সেই কারণেই আলোচনায় এগোতে বাধ্য হচ্ছে।

বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ হরমুজ প্রণালী প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, সফল চুক্তি হলে প্রণালীটি অবিলম্বে সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত করতে হবে এবং সেখানে কোনও ধরনের টোল আরোপ করা যাবে না। "প্রথমত, হরমুজ প্রণালী অবিলম্বে খুলে দিতে হবে এবং তা সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, ইরানের কাছে কোনও পরমাণু অস্ত্র থাকতে পারবে না," বলেন তিনি।

আগামী বছরের মধ্যবর্তী নির্বাচন (মিডটার্ম) তাঁর ইরান নীতিকে প্রভাবিত করবে কি না, সেই প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, "আমাকে যা সঠিক মনে হবে, সেটাই করতে হবে।" সাক্ষাৎকারে তিনি মার্কিন সংবাদমাধ্যমের সমালোচনাও করেন এবং ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে করছাড় ও সীমান্ত নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ নীতির বিরোধিতা করার অভিযোগ তোলেন।

মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘদিনের উত্তেজনার আবহে তেহরানের সঙ্গে একটি দীর্ঘমেয়াদি সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটেই তাঁর এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

মার্কিন এমকিউ-১ ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি আইআরজিসির

তেহরান, ৩১ মে (আইএএনএস): ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) দাবি করেছে যে তারা একটি মার্কিন এমকিউ-১ ড্রোন ভূপাতিত করেছে। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইসলামিক রিপাবলিক নিউজ এজেন্সি (আইআরএনএ)-র প্রতিবেদনে রবিবার এই তথ্য জানানো হয়েছে।

আইআরজিসির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ড্রোনটি শত্রুতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার উদ্দেশ্যে ইরানের আঞ্চলিক জলসীমায় প্রবেশ করেছিল। তবে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দ্রুত সেটিকে শনাক্ত করে ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে ধ্বংস করে।

এর আগে গত মঙ্গলবার ইসলামিক বিপ্লবী রক্ষী বাহিনী জানিয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করলে তার বিরুদ্ধে পাল্টা পদক্ষেপ নেওয়ার 'বৈধ ও নিশ্চিত" অধিকার তাদের রয়েছে। একইসঙ্গে তারা দাবি করেছিল যে তাদের বিমান প্রতিরক্ষা ইউনিট একটি মার্কিন এমকিউ-৯ ড্রোনও গুলি করে নামিয়েছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ইরানি আকাশসীমায় প্রবেশ করা একটি যুদ্ধবিমানের দিকেও গুলি চালানোর দাবি করেছে আইআরজিসি। এই ঘটনাগুলি এমন সময় ঘটছে, যখন যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে যে তারা ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে "আত্মরক্ষামূলক হামলা" চালিয়েছে।

মার্কিন সেনাবাহিনীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রীয় কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, সোমবার দক্ষিণ ইরানে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র এবং মাইন পেতে থাকা নৌযানগুলির উপর হামলা চালানো হয়েছে।

সেন্টকমের মুখপাত্র টিম হকিন্স এক বিবৃতিতে বলেন, "ইরানি বাহিনীর সম্ভাব্য হুমকি থেকে আমাদের সেনাদের রক্ষা করার জন্য দক্ষিণ ইরানে আত্মরক্ষামূলক হামলা চালানো হয়েছে। লক্ষ্যবস্তুগুলির মধ্যে ছিল ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র এবং মাইন স্থাপনের চেষ্টা করা ইরানি নৌযান।"

তিনি আরও জানান, চলমান যুদ্ধবিরতির মধ্যেও মার্কিন বাহিনী সংযম বজায় রেখে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ইরানের একটি সামরিক স্থাপনায়ও নতুন করে হামলা চালায় মার্কিন বাহিনী। ওয়াশিংটনের দাবি, ওই স্থাপনাটি মার্কিন সেনা ও বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের জন্য হুমকি তৈরি করছিল।

অন্যদিকে, বুধবার গভীর রাতে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী-এর কাছে অবস্থিত ইরানের বন্দরনগরী বন্দর আব্বাস-এর পূর্বাঞ্চলে পরপর তিনটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় বলে জানিয়েছে ইরানি সংবাদমাধ্যম।

ওয়াশিংটনের অভিযোগ, ইরানের পরমাণু কর্মসূচি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, তেহরান পরমাণু অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে। যদিও ইরান বরাবরই এই অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছে এবং তাদের পরমাণু কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে বলে দাবি করেছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তবে উভয় পক্ষই যুদ্ধবিরতি কার্যকর রয়েছে বলে দাবি করছে।

রহস্যজনক পরিস্থিতিতে মৃত অবস্থায় উদ্ধার জাতীয় প্যারা-অ্যাথলিট চিরাগ ত্যাগী, খুনের সন্দেহে তদন্ত

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (আইএএনএস): জাতীয় স্তরের প্যারা-অ্যাথলিট চিরাগ ত্যাগী-র রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ক্রীড়া মহল ও উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ জেলায়। শনিবার সন্ধ্যায় গাজিয়াবাদের কোটওয়ালি থানা এলাকার সাই উপবন থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাটি খুন বলে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, চিরাগ দিল্লির হস্টেল থেকে নিজের গ্রাম গাজিয়াবাদের মুরাদনগর এলাকার বসন্তপুর সেন্টলির উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু পরে সাই উপবন এলাকায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের দল। সেখান থেকে বিভিন্ন নমুনা ও প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে।

গাজিয়াবাদ সিটি জোনের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ধবল জয়সওয়াল জানান, শনিবার বিকেল প্রায় ৩টা নাগাদ সাই কুঞ্জ এলাকায় একটি দেহ পড়ে থাকার খবর পায় পুলিশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃত ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করা হয়। তিনি বলেন, "মৃতের পরিচয় চিরাগ ত্যাগী হিসেবে শনাক্ত হয়েছে। তিনি একজন প্যারা-অ্যাথলিট ছিলেন। প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি খুন বলে মনে হচ্ছে।"

কোটওয়ালি থানার স্টেশন হাউস অফিসার শচীন কুমার জানান, প্রাথমিক পরীক্ষায় চিরাগের পিঠে ছিদ্রের মতো একটি আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। সেটি আগ্নেয়াস্ত্র, ধারালো অস্ত্র নাকি অন্য কোনও বস্তুর আঘাতে হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি, তাঁর শরীরে আরও কিছু আঘাতের চিহ্নও পাওয়া গিয়েছে।

তবে পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর সঠিক কারণ বা আঘাতের প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।

চিরাগ ত্যাগীকে ভারতের উদীয়মান প্যারা-অ্যাথলিটদের মধ্যে অন্যতম বলে মনে করা হত। মুরাদনগরের বসন্তপুর সেন্টলি গ্রামের বাসিন্দা চিরাগ তাঁর বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান ছিলেন।

তিনি দিল্লির জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়াম-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে থেকে অনুশীলন করতেন। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত একটি জাতীয় প্রতিযোগিতায় ৪০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক জিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

শুধু তাই নয়, আগামী অক্টোবর মাসে জাপানে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এশিয়ান প্যারা গেমসেও অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন তিনি। ফলে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু প্যারা-ক্রীড়া জগতে গভীর শোকের ছায়া ফেলেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে সংগ্রহ করা ফরেনসিক প্রমাণ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

পাশাপাশি চিরাগের ঘনিষ্ঠজন ও পরিচিতদের বয়ানও রেকর্ড করা হচ্ছে। মৃত্যুর আগে তাঁর গতিবিধি খতিয়ে দেখে কোনও অপরাধমূলক ঘটনা এর সঙ্গে জড়িত ছিল কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

গরমে সুস্থ থাকতে লস্যি, আমপান্নার মতো ঐতিহ্যবাহী পানীয় খাওয়ার পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩১ মে (আইএএনএস): দেশজুড়ে তাপপ্রবাহ ও প্রচণ্ড গরমের মধ্যে নাগরিকদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে গ্রীষ্মকালে শরীর ঠান্ডা রাখতে ঐতিহ্যবাহী পানীয় গ্রহণের পরামর্শ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রবিবার তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান মন কি বাত-এর ১৩৪তম পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এখন দেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই তীব্র গরম, প্রখর রোদ এবং লু বইছে। এই সময় নিজের স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।"

তিনি নাগরিকদের পর্যাপ্ত জল পান করা, রোদে বের হলে সতর্ক থাকা এবং সরকারের জারি করা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমাদের দেশে গরমের মোকাবিলার উপায় অনেক সময় রান্নাঘরেই খুঁজে পাওয়া যায়। তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাবারের স্বাদ ও ধরনও বদলে যায়। কোথাও মাটির কলসিতে জল রাখা হয়, কোথাও দই পাতানো হয়, আবার কোথাও কাঁচা আম সেদ্ধ করে তৈরি হয় নানা ধরনের পানীয়।"

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জনপ্রিয় গ্রীষ্মকালীন পানীয়গুলির উল্লেখ করে তিনি বলেন, "উত্তর ভারতে কাঁচা আমের স্বাদযুক্ত আমপান্না গরম থেকে স্বস্তি দেয়। পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় বড় গ্লাসভর্তি লস্যি খুব জনপ্রিয়।

রাজস্থান ও গুজরাতে ছাছ বা মঠা প্রায় প্রতিটি খাবারের অংশ। বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে সাট্টু শরবত পেট ভরায় এবং শক্তিও জোগায়।

কোকণ অঞ্চল ও গোয়ায় কোকুম শরবত ও সোল কড়ি বিশেষ জনপ্রিয়।"

তিনি আরও জানান, দক্ষিণ ভারতে পানাকাম, নীর মোর ও সাম্বারম এবং ওড়িশায় বেলা পান্না অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রীষ্মকালীন পানীয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই পানীয়গুলি শুধু খাবার বা পানীয় নয়, এগুলি ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতির ঐতিহ্যের অংশ। একই সঙ্গে এগুলি 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর চেতনাকেও তুলে ধরে।"

তিনি আরও বলেন, "এই পানীয়গুলির বেশিরভাগই আমাদের ঘরোয়া রান্নাঘর ও কৃষিজ পণ্য থেকে এসেছে। এগুলির পিছনে কোনও বড় ব্র্যান্ড নেই, বরং প্রজন্মের পর প্রজন্মের অভিজ্ঞতা রয়েছে। গ্রীষ্মকালে আপনারাও এই ধরনের ঐতিহ্যবাহী পানীয় উপভোগ করুন।"

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে দেশীয় খাদ্যসংস্কৃতি ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, বিশেষ করে যখন দেশের বিভিন্ন অংশে তাপপ্রবাহের প্রকোপ বাড়ছে।

রবিবার আগরতলায় বেটেনারি ডাক্তারদের উদ্যোগে একদিবসীয় কর্মশালার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

সাইবারাবাদের ১,০০০ কোটি টাকার জমি কেলেঙ্কারিতে আরও দুই অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

হায়দরাবাদ, ৩১ মে (আইএএনএস): তেলেঙ্গানার সাইবারাবাদ পুলিশ প্রায় ১,০০০ কোটি টাকার কথিত জমি কেলেঙ্কারি মামলায় আরও দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। সরকারি জমি বেআইনিভাবে দখল ও বিক্রির উদ্দেশ্যে ভুয়ো সরকারি আদেশ (জি.ও.) এবং জাল সরকারি নথি তৈরির অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ রবিবার জানিয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়া দুই ব্যক্তি হলেন ভেলাদি রাধাকৃষ্ণ এবং তাঁর চালক গ্যারা প্রবীণ কুমার। মামলায় তাঁদের যথাক্রমে ৯ এবং ১০ নম্বর অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৯ মে পুলিশ এই কেলেঙ্কারির পর্দাফাঁস করে এবং তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। অভিযোগ, গান্ডিপেট এলাকায় প্রায় ১০ একর সরকারি জমি, যার বাজারমূল্য প্রায় ১,৫০০ কোটি টাকা, তা জাল সরকারি নথির মাধ্যমে বেআইনিভাবে বিক্রির চেষ্টা করা হয়েছিল।

রঙ্গারেড্ডি জেলার গান্ডিপেট মণ্ডলের তহসিলদার শ্রীনিবাস রেড্ডির অভিযোগের ভিত্তিতে ২৩ মে নারসিঙ্গি থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর একাধিক ধারায় মামলা দায়ের হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, রাধাকৃষ্ণ ২০০৬ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশ সচিবালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ বিভাগে আউটসোর্সিং কর্মী হিসেবে কাজ করেছিলেন। পরে চাকরি ছেড়ে সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়া, জমি নিয়মিতকরণ, পট্টাদার পাসবুক, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অনুমোদনসহ বিভিন্ন সরকারি কাজ করিয়ে দেওয়ার নাম করে প্রতারণা শুরু করেন।

২০১৩ সালে তিনি নিজেকে ডেপুটি কালেক্টর ও আইনজীবী পরিচয় দিয়ে বেকার যুবকদের সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেন। তাঁর বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন থানায় প্রতারণা, জালিয়াতি এবং বিশ্বাসভঙ্গের একাধিক মামলা রয়েছে।

পুলিশের দাবি, চাকরির নামে প্রতারণা করে বিপুল অর্থ উপার্জনের পর রাধাকৃষ্ণ বৃহৎ আকারের জমি জালিয়াতির দিকে ঝুঁকে পড়েন। তদন্তে জানা গেছে, গান্ডিপেট গ্রামের সার্ভে নম্বর ১৮-র সরকারি 'পোরামবোক' জমি নিয়ে দাবি করা কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলে তিনি বিপুল অর্থ উপার্জনের পরিকল্পনা করেন।

তদন্তে আরও উঠে এসেছে যে, চালক প্রবীণ কুমারের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের পরিচয় হয় কোভ্বুরু সুনীলের সঙ্গে। পরে তিনি নিম্মালা রাজেশ, নিম্মালা ভেনুগোপাল, নিম্মালা রামস্বামী, গারেলা মঙ্গা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

জমিটি যে সরকারি খাস জমি এবং এর ওপর কোনও বৈধ মালিকানা নেই, তা জেনেও তিনি ক্রেতা হিসেবে আগ্রহী প্রাক্তন বিধায়ক বোলা ব্রহ্মা নাইডু ও তাঁর ভাই রমেশকে আশ্বাস দেন যে জমিটির নিয়মিতকরণ ও প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন পাওয়া সম্ভব।

পুলিশের অভিযোগ, রাধাকৃষ্ণ ও তাঁর সহযোগীরা ভুয়ো সরকারি আদেশ, জাল সিসিএলএ কার্যবিবরণী, ভুয়ো এনওসি, সরকারি চিঠি এবং অন্যান্য নথি তৈরি করে জমির ওপর বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

তদন্তে জানা গেছে, এই চক্রে বোলা ব্রহ্মা নাইডু, তাঁর ভাই রমেশ এবং জমি লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যদের মধ্যে প্রায় ১২ কোটি টাকার আর্থিক লেনদেন হয়েছে।

অভিযান চালিয়ে পুলিশ রাধাকৃষ্ণ ও প্রবীণ কুমারের কাছ থেকে পাঁচটি ল্যাপটপ, ১২টি চেকবই, ১৩টি সিলমোহর, সাতটি ব্যাঙ্ক পাসবুক, ১০টি এটিএম কার্ড এবং বিভিন্ন জমি সংক্রান্ত ৩১টি নথি উদ্ধার করেছে।

সাইবারাবাদের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার সি.এইচ. শ্রীনিবাস জানিয়েছেন, পলাতক অন্যান্য অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার, সম্পূর্ণ আর্থিক লেনদেনের তথ্য উদ্ঘাটন এবং ষড়যন্ত্রে জড়িত সকলের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

হোলি খেলাকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়িতে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ, আহত একাধিক

কলকাতা, ৪ মার্চ (আইএএনএস): হোলি উৎসবকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে বুধবার দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

পুলিশের দাবি, ধূপগুড়ি পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে হোলি খেলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা শুরু হয়। পরে সেই বচসা বড় আকার ধারণ করে সংঘর্ষে পরিণত হয়। উভয় পক্ষের সদস্যরা বাঁশের লাঠি ও লোহার রড নিয়ে একে অপরের উপর হামলা চালায়।

ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ধূপগুড়ি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে যান থানার আইসি উৎপল সাহা। পুলিশের তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে দুই পক্ষের সদস্যরা রং নিয়ে হোলি খেলছিলেন। সেই সময় এক পক্ষের কয়েকজন সদস্য অপর পক্ষের এক যুবকের বান্ধবীকে কটূক্তি করেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রথমে বাকবিতণ্ডা শুরু হয় এবং পরে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় পরিস্থিতি শান্ত করা হয়। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তবে দিনভর যাতে নতুন করে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য এলাকায় কড়া নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ।

এদিকে, হোলির দিন কলকাতায় কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর রুট মার্চ শুরু হয়েছে। শহরের মধ্য কলকাতার শিয়ালদহ এবং বোবাজার সংলগ্ন এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে টহল দিতে দেখা যায়। এছাড়াও মুচিপারা থানার একাধিক এলাকায় রুট মার্চ করা হয়েছে। গত কয়েক দিন ধরে দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন থানার এলাকাতেও এই ধরনের রুট মার্চ চলছে। বুধবার থেকে মধ্য কলকাতার গিরিশ পার্ক ও মুচিপাড়া এলাকায়ও বিশেষ টহলদারি শুরু হয়েছে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলা: গ্রেপ্তার শুধুই আইওয়াশ, মূল অভিযুক্ত বিজেপি কর্মী দাবি তৃণমূলের

কলকাতা, ৩১ মে (আইএএনএস): দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে অভিষেক ব্যানার্জী-র উপর হামলা ও হেনস্তার ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে এই গ্রেপ্তারিকে শুধুমাত্র 'আইওয়াশ' বা লোকদেখানো পদক্ষেপ বলে দাবি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের অভিযোগ, ঘটনার মূল অভিযুক্তরা বিজেপির সক্রিয় কর্মী হলেও তাঁদের বিরুদ্ধে এখনও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

রবিবার এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সৌগত রায় বলেন, "এটা শুধুই দেখানোর জন্য করা হয়েছে। প্রকৃত অভিযুক্তরা বিজেপির সক্রিয় কর্মী, অথচ তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। অভিষেক সোনারপুরে যাওয়ার সময় যেমন শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ কোনও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়নি, তেমনই এখন অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতেও সক্রিয় নয়। আপনারা দেখেছেন, অভিষেকের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করা হয়েছে, অথচ পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।"

শনিবার সোনারপুরে এক মৃত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গেলে বিক্ষোভ ও হামলার মুখে পড়েন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, তাঁর গাড়ির দিকে ডিম ও ইটের টুকরো ছোড়া হয়। পাশাপাশি বিক্ষোভকারীদের একাংশ 'চোর' স্লোগানও দেয়।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-র ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ওই তৃণমূল কর্মীর বাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন কিছু বিক্ষোভকারী তাঁকে ঘিরে হেনস্তা করে এবং নিরাপত্তারক্ষীদের উপস্থিতিতেও তাঁকে ঘুষি মারার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ।

বিজেপির দাবি, এই ঘটনা তৃণমূলের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। তবে সেই দাবি উড়িয়ে দিয়ে সৌগত রায় বলেন, "এটা সম্পূর্ণ ভুয়ো প্রচার। বিজেপি এমন একটি বয়ান তৈরি করার চেষ্টা করছে যে মানুষের মধ্যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভ রয়েছে। অথচ রাজ্যে তৃণমূল ২ কোটি ৬০ লক্ষ ভোট পেয়েছে। সাধারণ মানুষের আরও অনেক কাজ আছে, তারা তৃণমূল কর্মীদের আক্রমণ করতে বেরোয় না। বিজেপির দুষ্কৃতীরাই রাজ্য নেতৃত্বের উস্কানিতে এসব করছে।"

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী ভবিষ্যতেও তাঁর সঙ্গে থাকবে কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন সৌগত রায়। তিনি বলেন, "কেন্দ্রীয় বাহিনী তাঁর সঙ্গে থাকবে কি না, আমি জানি না। আগে তৃণমূল সরকারের আমলে বিজেপি নেতাদের নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী দেওয়া হতো। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে কী হবে, তা নিয়ে আমি নিশ্চিত নই।"

অন্যদিকে, ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই বলে দাবি করেছেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সমিক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, "ভারতীয় জনতা পার্টি কোনও ধরনের হিংসাকে সমর্থন করে না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যা ঘটেছে, তা কোনও সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। বিজেপির এর সঙ্গে কোনও যোগ নেই।"

তিনি আরও বলেন, "তৃণমূল যদি তৃণমূলের উপর হামলা করে, তাহলে আমরা কী করতে পারি? পুলিশ তাদের কাজ করছে, কারা গ্রেপ্তার হচ্ছে সবাই দেখছেন। এই ঘটনায় রাজনৈতিক দলকে টেনে আনা ঠিক নয়।"

এদিকে, শিবসেনা-র মুখপাত্র রাজু ওয়াঘমারে দাবি করেছেন, এটি নতুন কোনও রাজনৈতিক প্রবণতা নয়, বরং সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। তাঁর কথায়, "তৃণমূল সরকারের আমলে মানুষের মধ্যে জমে থাকা ক্ষোভ এখন প্রকাশ্যে আসছে। তৃণমূলের অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিক্রিয়াই এই ঘটনা।"

প্রমাণ সংরক্ষণে স্বচ্ছতা ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার: মণিপুরে চালু প্রথম 'ই-মালখানা' ব্যবস্থা

ইম্ফল, ৩১ মে (আইএএনএস): প্রমাণ ও বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, বৈজ্ঞানিক ও কার্যকর করতে প্রথমবারের মতো 'ই-মালখানা' ব্যবস্থা চালু করল মণিপুর পুলিশ। পুলিশ সূত্রে রবিবার জানানো হয়েছে, থানাস্তরে মালখানা পরিচালনার ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতেই এই ডিজিটাল উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত বাজেয়াপ্ত সামগ্রী ও প্রমাণের সংরক্ষণ, নজরদারি এবং নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর ও স্বচ্ছ করে তোলাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি থানার প্রশাসনিক কার্যক্রমে জবাবদিহিতা ও দক্ষতাও বৃদ্ধি পাবে।

এই প্রকল্পের আওতায় ইরিলবুং পুলিশ স্টেশন-এর মালখানাকে আধুনিকীকরণ করে 'ই-মালখানা'-য় রূপান্তর করা হয়েছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন ইম্ফল পূর্ব জেলার পুলিশ সুপার শিবানন্দ সুরভে এবং আইপিএস আধিকারিক পূজা মালানি।

পুলিশের দাবি, নতুন ব্যবস্থায় মামলার প্রমাণ ও বাজেয়াপ্ত সামগ্রী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং দ্রুত পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে। প্রতিটি সামগ্রীকে ডিজিটালভাবে নথিভুক্ত করা হবে এবং একটি স্বতন্ত্র বারকোড দেওয়া হবে।

ভারতের আমের ঐতিহ্যকে

● প্রথম পাতার পর

আমচাষে নিয়োজিত কৃষকদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজ 'মন কি বাত'-এর মাধ্যমে আমি আমচাষে যুক্ত আমার কৃষক ভাই-বোনদের প্রশংসা করতে চাই। আপনারা শুধু সাধারণ কৃষক নন, দেশের কৃষি অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা এভাবেই সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলুন।"

তিনি আরও বলেন, কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার ফলেই ভারতীয় আম আজ আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষ পরিচিতি অর্জন করেছে এবং দেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করছে।

এনডিএ সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে সদর শহর জেলায় কর্মশালা, চূড়ান্ত হলো পক্ষকালব্যাপী কর্মসূচির রূপরেখা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের গৌরবময় ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে সদর শহর জেলার উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। আস্থা, উন্নয়ন ও জনকল্যাণের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে আগামী ৫ জুন থেকে ২১ জুন পর্যন্ত দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচিগুলিকে সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সদর শহর জেলার পক্ষ থেকে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সভাপতি অভিষেক দেবরায়, প্রদেশের সহ-সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য, জেলা সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য এবং সমগ্র কর্মসূচির আহ্বায়ক অমল চৌধুরী। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের কর্মসূচিগুলি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

বৈঠকে আগামী ৫ জুন থেকে ২১ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য কর্মসূচিগুলির বিস্তারিত রূপরেখা চূড়ান্ত করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও 'এক পেড় মা কে নাম' কর্মসূচি, পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও প্রগতি পদযাত্রা, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা, জনকল্যাণ শিবির, সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড তুলে ধরতে জেলা স্তরের প্রদর্শনী এবং পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবী সম্মেলন। এছাড়াও পরিবেশবান্ধব কৃষির প্রসারে বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক কৃষি বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হবে। আগামী ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের মধ্য দিয়ে পক্ষকালব্যাপী এই কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটবে।

কর্মশালায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের এই কর্মসূচিগুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও জনকল্যাণমূলক বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।

কবি সুকান্তের জন্ম শতবর্ষ উদযাপন কমিটির উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩১ শে মে:- কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম শতবর্ষ উদযাপন কমিটির উদ্যোগে, সুকান্তের জীবন দর্শন,সাম্যবাদি ভাবনা, সাহিত্য দর্শনের উপর আজ এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় বিলোনিয়া প্রেস ক্লাবের হলঘরে।

অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন উরিষ্যা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুভাশিষ তলা পাত্র। আলোচক উনার আলোচনায় সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়েআলোচনা করেন,বিলোনীয়া প্রেস ক্লাবের হল ঘরে উপস্থিত গুনীজন ওনার আলোচনা আত্মস্থ করেন এবং প্রত্যেকে আজকের আলোচনার মধ্যে দিয়ে নিজেদের সমৃদ্ধ করেন। অনুষ্ঠান শুরুতে প্রদীপ প্রজ্বলন, কবির প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক ও স্মারক সম্মাননা দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী অর্পিতা শীল শর্মা। স্বাগত ভাষণ রাখেন আয়োজক কমিটির পক্ষে জীবন শীল। সভাপতি ছিলেন সাহিত্যিক হরি নারায়ন সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠান টি পরিচালনা করেন লিটন চক্রবর্তী।

নিরাপত্তা ও শান্তির পরিবেশেই আনন্দ-উৎসবের প্রকৃত উদযাপন সম্ভব: যোগী আদিত্যনাথ

গোরখপুর, ৪ মার্চ (আইএএনএস): উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বুধবার বলেছেন, নিরাপত্তা, শান্তি এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের পরিবেশেই আনন্দ ও উৎসাহের উৎসব প্রকৃত অর্থে উদযাপন করা সম্ভব। তিনি জানান, এই আত্মবিশ্বাস নিয়েই রাজ্য ও দেশ এগিয়ে চলেছে।

প্রথা মেনে গোরক্ষনাথ মন্দিরে হোলি উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হোলি সামাজিক সম্প্রীতি, আনন্দ ও সম্মিলিত উৎসাহের প্রতীক। মন্দির প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ভারতের ঋষি-ঐতিহ্য ও পূর্বপুরুষরা হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে হোলির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণ করে আসছেন এবং বর্তমান প্রজন্মও একই উৎসাহে এই উৎসব উদযাপন করছে।

তিনি বলেন, সমাজের সব স্তরের মানুষ এবং সনাতন ধর্মের অনুসারীরা উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পবিত্র হোলি পালন করছেন। পাশাপাশি সমাজ থেকে বিভেদ ও বৈরিতা দূর করে সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যজুড়ে সমস্ত হোলিকা দহন অনুষ্ঠান শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। উত্তর প্রদেশে ১ লক্ষ ৬১ হাজারেরও বেশি হোলিকা দহন কর্মসূচি সফলভাবে আয়োজিত হয়েছে, যা রাজ্যের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলার ইতিবাচক পরিস্থিতির প্রতিফলন।

উৎসবের ধর্মীয় তাৎপর্যের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, হোলিকা দহন ভগবান বিষ্ণুর নরসিংহ অবতারের স্মরণও করিয়ে দেয়, যা শুভ শক্তির অশুভ শক্তির ওপর বিজয়ের প্রতীক। সমাজে যখনই অরাজকতা বা অশান্তির সৃষ্টি হয়, তখনই ঐশ্বরিক প্রেরণা শুভ শক্তিকে আরও দৃঢ় করে এবং নেতিবাচক প্রবণতাকে দমন করে।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-এর নেতৃত্বে দেশ একটি নতুন ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ঐতিহ্য রক্ষার পাশাপাশি উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে ভারত একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। স্বাধীনতার 'অমৃত কাল'-এ দেশের এই অগ্রযাত্রা নিয়ে তিনি গর্ব প্রকাশ করেন।

হোলির শুভ উপলক্ষে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, আগামী প্রজন্মও সম্প্রীতি ও আনন্দের এই উৎসব একই উৎসাহে উদযাপন করে যাবে।

এসআইআর তৃতীয় পর্যায় শুরু

● প্রথম পাতার পর

৩৮,১২৩ জন বিএলও এবং ৮,৩৯১ জন বিএলএ কাজ করছেন। মিজোরামে ৮.৭৫ লক্ষ ভোটারের জন্য রয়েছেন ১,৩৫৩ জন বিএলও ও ৩,৪৩০ জন বিএলএ। সিকিমে ভোটার সংখ্যা ৪.৭১ লক্ষ, সেখানে ৫৭২ জন বিএলও এবং ৬৮১ জন বিএলএ দায়িত্বে রয়েছেন।

অন্যদিকে মণিপুরে ২০.৯২ লক্ষ ভোটারের জন্য ২,৯৯৬ জন বিএলও এবং ৫,০০৩ জন বিএলএ কাজ করছেন।

নির্বাচন কমিশন ভোটারদের কাছে আবেদন জানিয়েছে, বাড়ি বাড়ি তথ্য সংগ্রহের সময়ে নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য।

গন্ডাছড়া মইনটিলায় ভয়াবহ

● প্রথম পাতার পর

আগরতলা থেকে টি আর-০১ কে -৩৩২২ নম্বরের একটি গাড়িতে কয়েকজন যুবক নারিকেল কুঞ্জের উদ্দেশ্যে আসছিলেন। মইনমইন টিলায় পৌঁছাতেই দুটি গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, আগরতলা থেকে আসা গাড়িটি দ্রুতগতিতে চলছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি জীবন সাহার গাড়িকে সজোরে ধাক্কা মেরে প্রায় ১৫ ফুট পিছিয়ে দেয়।সৌভাগ্যবশত গাড়িটি পাহাড়ের ঢালে আটকে যায়। নচেৎ গভীর খাদে পড়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। খবর পেয়ে গন্ডাছড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে। এ ঘটনায় সড়ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

ভুয়ো সাংবাদিক সেজে গাঁজা পাচার,

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খবরের ভিত্তিতে কমলপুরের দুর্গা চৌমুহনী নাকা পয়েন্টে নজরদারি জোরদার করে পুলিশ। কিছুক্ষণ পর সন্দেহভাজন একটি গাড়ি সেখানে পৌঁছালে সেটিকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় এএস - ১৫ - জে -৮৫৬৬ নম্বরের গাড়ি থেকে ২১ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। গাড়িতে থাকা তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। পুলিশ আধিকারিক জানান, ধৃতদের মধ্যে একজন নিজেকে সাংবাদিক বলে পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করে। তবে প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, তারা সাংবাদিক নন এবং গাড়িতে 'প্রেস' স্টিকার লাগিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নজর এড়িয়ে মাদক পাচারের চেষ্টা করছিল। ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার উৎস এবং পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বাঁশ কাটতে গিয়ে কাটার মেশিনে

● প্রথম পাতার পর

প্রাণলী এলাকায়। এদিকে শ্রমিকদের অভিযোগ, কাজের সময় তাদের কাছে কোনও ধরনের নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছিল না। প্রতিদিন ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করলেও পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয় না বলে তারা দাবি করেছেন। শ্রমিকদের মতে, নিরাপত্তা বিধি মেনে কাজের পরিবেশ নিশ্চিত না হওয়ায় এ ধরনের দুর্ঘটনা বারবার ঘটছে।

ঘটনার পর শ্রমিক মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রমিকদের একাংশের দাবি, নির্মাণ ও শ্রমক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে প্রশাসনের আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন।

কাঁঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য

● প্রথম পাতার পর

ডা. অভিজিৎ দে ও ডা. সৌয়েন ঘোষ নিষ্ঠার সঙ্গে পরিষেবা দিয়ে চলেছেন। তাঁদের কাজের জন্য অনেকেই 'রাম-লক্ষণের জুটি' হিসেবে অভিহিত করেন। এছাড়াও হাসপাতালের অধীনস্থ বিভিন্ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত কমিউনিটি হেলথ অফিসার (সিএইচও) এবং এমপিডব্লিউরা সীমিত জনবল নিয়েও নিরলসভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করে চলেছেন।

সূত্রের খবর, যেখানে পাঁচজন সিএইচও থাকার কথা, সেখানে বর্তমানে রয়েছেন মাত্র দুইজন। একইভাবে এলডিসি, গ্রুপ-ডি কর্মী এবং স্টাফ নার্সের সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। ফলে নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেই হাসপাতালের পরিষেবা চালিয়ে যেতে হচ্ছে। এমনকি একজন এমপিডব্লিউকে দুইটি গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বও সামলাতে হচ্ছে বলে জানা গেছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, জনবলের ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও সময়ে সময়ে এখান থেকে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অন্যত্র বদলি করা হয়। এর ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর আরও চাপ সৃষ্টি হয় এবং বাধ্য হয়ে জনসাধারণকে আন্দোলন ও প্রতিবাদের পথে নামতে হয়। সম্প্রতি চিকিৎসক বদলির ঘটনায় স্থানীয় জনগণ ও সামাজিক সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ সেই বাস্তবতাকেই সামনে এনে দিয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, কাঁঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের গুরুত্ব বিবেচনা করে দ্রুত পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের পাশাপাশি বিদ্যমান জনবলকে বহাল রাখা হোক, যাতে এলাকার সাধারণ মানুষ আরও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে পারেন।

পি.এম. স্বনিধি প্রান্তিক

● প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্প সমগ্র দেশের পথ বিক্রেতাদের আত্মসম্মান, স্বনির্ভরতা এবং অর্থনৈতিক ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। শহর ও নগর জীবনের সঙ্গে পথ বিক্রেতাদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। তাদের অবদান কেবল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেই সীমাবদ্ধ নয় বরং হাজার হাজার পরিবারের জীবিকা নির্বাহ এবং নগর জীবনের গতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এই পরিশ্রমী মানুষজন সামাজিক সুরক্ষায় সীমিত সরকারি উদ্যোগের কারণে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আসছিলেন। কোভিড মহামারীর সময় তা প্রকট হয়ে উঠে। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২০ সালে পি.এম. স্বনিধি প্রকল্প চালু করেন। উদ্দেশ্য একটাই তাদের আত্মনির্ভরতার পথে নিয়ে আসা।

মুখ্যমন্ত্রী পি.এম. স্বনিধি প্রকল্পের সফলতার চিত্র তুলে ধরে এই প্রকল্পের মেয়াদ ২০৩০ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে এই প্রকল্পের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এ পর্যন্ত ৮,৬৬৬ জন পথ বিক্রেতাকে চিহ্নিত করে ভেন্ডিং সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে এবং মোট ১১,৭২৭টি ঋণ পাওয়ার আবেদনের মধ্যে ৯,৫৭৮ জনের ঋণ অনুমোদিত হয়েছে। ইতিমধ্যে ৯,৩০১ জনের ঋণ বিতরণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। যার মোট আর্থিক পরিমাণ ১৫.২৮ কোটি টাকা। ইতিমধ্যে ৫,০০০ জন সুবিধাভোগী তাদের ঋণ পরিশোধ করেছেন।

রাজ্যে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক নিরাপত্তার চিত্র তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় ৫,৯৮২ জন পথ বিক্রেতা ডিজিটাল লেনদেনে অনবোর্ড হয়েছেন এবং ৩, ১৫২ জন নিয়মিত ডিজিটাল লেনদেন করছেন। লেনদেনের পরিমাণ প্রায় ২০২.৩৪ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী সর্বদাই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের দর্শনে বিশ্বাসী। সেই ভাবনারই বাস্তব প্রতিফলন প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বহু পথ বিক্রেতা এবং তাদের পরিবারের সামাজিক অর্থনৈতিক প্রোফাইলিং সম্পন্ন হয়েছে এবং অনেক সুবিধাভোগীকে বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিউ ইন্ডিয়া"র মহান স্বপ্নকে পাথেয় করে ত্রিপুরার বর্তমান সরকারও একটি স্বনির্ভর, সমৃদ্ধ ও নিউ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সহ উপস্থিত অতিথিগণ প্রতীকী হিসেবে কয়েকজন সুবিধাভোগীর হাতে পি.এম. স্বনিধি ক্রেডিট কার্ড, ঋণের ডামি চেক, ডিজিটাল লেনদেন সহজতর করার জন্য অফিসিয়াল কিউ.আর. কোড তুলে দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব ড. মিলিন্দ রামটেকে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, টি.ইউ.এল.এম.-এর রাজ্য মিশন অধিকর্তা তড়িৎ কান্তি চাকমা প্রমুখ।

ব্রহ্মকুণ্ডের পুটিয়াবিল পাড়ায়

● প্রথম পাতার পর

মেরামতের কোনো উদ্যোগ এখনও পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। ফলে গ্রামবাসীদের বাধ্য হয়ে হেলে পড়া লোহার চ্যানেলের উপর দিয়েই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করতে হচ্ছে। স্কুলপড়ুয়া, প্রবীণ ব্যক্তি এবং রোগীদের চলাচলের ক্ষেত্রে সমস্যার মাত্রা আরও বেশি।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, সেতুটি মেরামতের জন্য বারবার সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। প্রশাসনিক উদাসীনতার কারণে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় গ্রামবাসীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই আর দেরি না করে দ্রুত সেতুটি মেরামত অথবা নতুন সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন তারা।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 01-06-2026, 01:21

উত্তরাখণ্ড গোল্ড কাপে দাপট ত্রিপুরার গ্রুপ শীর্ষে থেকে আজ লক্ষ্য রাইডার্স

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। দেরাদুনের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আয়োজিত ৪২তম অল ইন্ডিয়া উত্তরাখণ্ড গোল্ড কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ)। দেবভূমি গোল্ড কাপ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন সোসাইটি দ্বারা আয়োজিত এই মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্টের লিগ ম্যাচগুলিতে পরপর দুটি ম্যাচ জিতে নিজেদের শক্তির প্রমাণ দিয়েছে ত্রিপুরার ছেলেরা। গত ২৮ মে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (আরবিআই) বিরুদ্ধে ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে জয়লাভ করে টিসিএ। জয়ের এই ধারা বজায় রেখে পরের দিন, অর্থাৎ ২৯ মে, ঝাড়খণ্ড ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মুখোমুখি হয়ে ৪৫ রানে জয় ছিনিয়ে নেয় ত্রিপুরা। টানা দুই ম্যাচ জিতে এই মুহূর্তে টুর্নামেন্টের 'সি' গ্রুপের শীর্ষ স্থানটি নিজেদের দখলে মজবুত করেছে টিসিএ।

পরপর দুই ম্যাচে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর ত্রিপুরার ক্রিকেট শিবিরে এখন আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে। তবে এখনই আত্মতুষ্টির কোনো জায়গা নেই, কারণ গ্রুপ পর্বের পরবর্তী বড় চ্যালেঞ্জের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত দল। আগামীকাল অর্থাৎ ১ জুন, এই মাঠেই গ্রুপ পর্বের হাইভোল্টেজ ম্যাচে ইস্ট দিল্লি রাইডার্সের মুখোমুখি হতে চলেছে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। টুর্নামেন্টের নকআউট পর্বের রাস্তা আরও মসৃণ করতে এই ম্যাচেও জয়ের ধারা বজায় রাখাই এখন প্রধান লক্ষ্য টিসিএ শিবিরের। দেরাদুনের ঘাসযুক্ত উইকেটে ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা আগামীকালও তাদের এই জয়ের ধারা ধরে রেখে গ্রুপের শীর্ষ স্থান বজায় রাখতে পারে কিনা, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীরা।

উত্তরাখণ্ড গোল্ড কাপের মতো টুর্নামেন্টগুলোর অতীত ইতিহাস ও যুব প্রতিভাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে ধারণা পেতে আপনি এই উত্তরাখণ্ড গোল্ড কাপের প্রস্তুতিমূলক ভিডিওটি দেখতে পারেন, যা এই স্তরের ঘরোয়া ক্রিকেটের আবহ বুঝতে সাহায্য করবে।

১৯তম জাতীয় গ্র্যাপলিংয়ে ত্রিপুরার জয়জয়কার, দ্বিতীয় দিনে এল আরও ৪টি পদক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। ১৯তম জাতীয় গ্র্যাপলিং চ্যাম্পিয়ানশিপে ত্রিপুরা রাজ্যের খেলোয়াড়দের দুর্দান্ত সাফল্যের ধারা অব্যাহত রয়েছে। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে একটি স্বর্ণসহ মোট চারটি পদক জিতে জাতীয় মঞ্চে রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছেন ত্রিপুরার কৃতিরা। জুনিয়র বয়স বিভাগের ৪৯ কেজি ওজন শ্রেণিতে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে 'জি গ্র্যাপলিং' ইভেন্টে স্বর্ণ এবং 'নো-জি গ্র্যাপলিং' ইভেন্টে রৌপ্য পদক জয় করেছেন রোজিমি মলসুম। অন্যদিকে, কেডেট বয়স বিভাগের ৫৬ কেজি ওজন শ্রেণিতে দীপা দেবনাথ 'জি' ও 'নো-জি' উভয় ইভেন্টেই ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে দ্বৈত সাফল্য এনে দিয়েছেন। এছাড়া, জুনিয়র বয়স বিভাগের ৫৪ কেজি ওজন শ্রেণিতে দুর্দান্ত লড়াই করে রাজ্যের ঝুলিতে আরও একটি ব্রোঞ্জ পদক এনে দিয়েছেন সম্রাট নাথ।

কোচ উত্তম আচার্য্যের সুযোগ্য নেতৃত্বে ও প্রশিক্ষণে ত্রিপুরা দল এ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় মোট পাঁচটি পদক (১টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য ও ৩টি ব্রোঞ্জ) অর্জন করেছে, যা রাজ্যের গ্র্যাপলিং ইতিহাসে এক অনন্য ও উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। প্রতিযোগিতার তৃতীয় দিনে ত্রিপুরার আরও তিনজন খেলোয়াড়ের রিংয়ে নামার কথা রয়েছে, যাদের ঘিরে পদক জয়ের প্রবল সম্ভাবনা ও আশাবাদ দেখছেন কোচ ও ক্রীড়াপ্রেমীরা। ত্রিপুরা দলের এই গৌরবোজ্জ্বল সাফল্যে পদকজয়ী খেলোয়াড়, কোচ ও কর্মকর্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছে "গ্র্যাপলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা"। সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে, জাতীয় স্তরের এই অবিস্মরণীয় সাফল্য আগামী দিনে রাজ্যে গ্র্যাপলিং খেলাকে আরও জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বিশ্ব যোগা দিবস উদযাপনে পশ্চিম জেলা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের গুরুত্বপূর্ণ সভা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। আগামী ২১শে জুন আন্তর্জাতিক বিশ্ব যোগা দিবস উদযাপনকে সামনে রেখে এক বিশেষ প্রস্তুতি সভার ডাক দিল পশ্চিম জেলা যোগা অ্যাসোসিয়েশন। আগামী শনিবার, ৬ই জুন সকাল ঠিক ১১টায় প্রান্তিক ক্লাবের দ্বিতল ভবনে এই গুরুত্বপূর্ণ সভাটি অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ব যোগা দিবসের নানাবিধ কর্মসূচি ও রূপরেখা সফলভাবে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই মূলত এই সভার আয়োজন করা হয়েছে।

পশ্চিম জেলা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অমল ভট্টাচার্য্য এক বিবৃতিতে অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত স্তরের সদস্য-সদস্যা এবং যোগা প্রাইমারি বডির সকল কর্মকর্তা ও সদস্যদের নির্দিষ্ট সময়ে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন। আন্তর্জাতিক যোগা দিবসকে জেলাজুড়ে সর্বাত্মকভাবে সফল করে তুলতে এই সভায় সকলের উপস্থিতি ও সুচিন্তিত মতামত অত্যন্ত জরুরি বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বিশ্বকাপের টিকিটের দাম নিয়ে আরও চাপে ফিফা, দর্শকদের পাশে দাঁড়িয়ে তদন্ত শুরু আমেরিকার আদালতের

বিশ্বকাপ যত এগিয়ে আসছে ততই সমস্যা বাড়ছে ফিফার। এমনিতেই টিকিটের অতিরিক্ত দাম নিয়ে সমালোচিত তারা। সেই বিষয়েই আমেরিকার আদালত তদন্ত শুরু করতে চলেছে ফিফার বিরুদ্ধে। আদালতের দাবি, দর্শকদের থেকে যে দাম নেওয়া হয়েছে তা অবিচারের শামিল। নিউ ইয়র্ক এবং নিউ জার্সির সরকারি আইনজীবী দাবি করেছেন, ক্রেতা সুরক্ষা আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে কি না তা জানতে ফিফার বিরুদ্ধে তদন্ত করা হবে। তাঁর দাবি, সেই শহরে বিশ্বকাপের আটটি ম্যাচ রয়েছে। শহরবাসী চাইছিলেন, বিশ্বকাপ তাঁদের দেশে, তাঁদের শহরে হোক। কিন্তু টিকিটের অতিরিক্ত দামের কারণে নিজের শহরেই ম্যাচ দেখা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হতে পারেন। কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে ফিফার বৈচিত্রপূর্ণ দাম'-এর নীতিকে। এই নীতিতে চাহিদা অনুযায়ী টিকিটের দাম বাড়ে বা কমে।

নিউ ইয়র্কের ক্রেতা এবং কর্মী সুরক্ষা দফতরের সঙ্গে কাজ করছেন সরকারি আইনজীবী। মূলত নিউ ইয়র্ক ও নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামের ম্যাচগুলি নিয়েই তদন্ত করছেন তাঁরা। এই স্টেডিয়ামেই হবে ফাইনাল। কিন্তু টিকিটের দাম এতটাই বেশি যে সেই শহরের লোকেরাই ম্যাচ দেখতে যাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তায় রয়েছেন।

আইনজীবী লেটিটিয়া জেমস বলেছেন, "নিউ ইয়র্কবাসী কত বছর ধরে চাইছিলেন তাঁদের শহরে বিশ্বকাপের ম্যাচ হোক। ওদের কম দামের টিকিটে ম্যাচ দেখার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়া প্রয়োজন। জোর করে বেশি দামে টিকিট কাটতে বাধ্য করানো মোটেই উচিত নয়।" ফিফার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, স্টেডিয়ামের যে মানচিত্র দেখিয়ে তারা টিকিট বিক্রি করেছে, সেই মানচিত্রের সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই। অর্থাৎ মাঠের কাছাকাছি কোনও আসনের টিকিট কাটা হলেও আদতে সেই আসন মাঠ থেকে বহু দূরে, এমনটা দেখা গিয়েছে। তার বিরুদ্ধেও তদন্ত করা হচ্ছে।

গোয়ায় জাতীয় মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে ত্রিপুরার মহিলাদের পদক জয় অব্যাহত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। ত্রিপুরার মহিলাদের পদক জয় অব্যাহত। গোয়ার ব্যাম্বোলিম অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত 'তৃতীয় জাতীয় মাস্টার্স মহিলা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬'-এ অভাবনীয় সাফল্য পাচ্ছেন ত্রিপুরার প্রমীলা বাহিনী। জাতীয় মঞ্চে দেশের সেরা অ্যাথলেটদের টেক্কা দিয়ে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের বিভিন্ন ইভেন্টে একের পর এক সোনা ও রুপো জিতে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করেছেন ত্রিপুরার অভিজ্ঞ নারী অ্যাথলেটরা। প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরার ঝুলিতে আজ রবিবার দ্বিতীয় দিনেও এসেছে মোট ৪টি সোনা এবং ৪টি রুপো। গোয়ার মাটিতে রাজ্যের নারীদের এই অভূতপূর্ব সাফল্যকে ঐতিহাসিক বলে মনে করছে ত্রিপুরার ক্রীড়ামহল। মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি ড. ধর্ম বীর ধিলোঁ এবং সচিব ডেভিড প্রেমনাথের উপস্থিতিতে এই গৌরবময় পদক জয় করেন ত্রিপুরার কন্যারা।

এবারের প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক বিভাগে ত্রিপুরার অ্যাথলেটরা পদকের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন।

৩৫ ঊর্ধ বিভাগে অসামান্য পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে রত্না খাতুন তিনটি ইভেন্টে (১৫০০ মিটার দৌড়, ট্রিপল জাম্প এবং ১০০ মিটার হার্ডেলস) স্বর্ণপদক লাভ করেন। অন্যদিকে, ৫০ ঊর্ধ বিভাগে নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে ৮০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার রেসে সোনা জিতেছেন মিতালী দেবনাথ।

এছাড়াও সোনা এসেছে প্রবীণ অ্যাথলেটদের হাত ধরে; ৬০ ঊর্ধ বিভাগে জবা পাল দত্ত, ৫৫ ঊর্ধ বিভাগে অর্চনা বণিক এবং ৭৫ ঊর্ধ বিভাগে শেফালী বর্ধন প্রত্যেকেই লং জাম্পে সোনা জিতে রাজ্যের গৌরব বাড়িয়েছেন। উল্লেখ্য, ট্রিপল জাম্প ও হার্ডেলস ইভেন্টেও চমৎকার লড়াই করে জবা পাল দত্ত ও শেফালী বর্ধন রুপো অর্জন করেন।

ব্যক্তিগত ইভেন্টের পাশাপাশি দলগত ইভেন্টেও ত্রিপুরার প্রমীলা ব্রিগেড দুর্দান্ত সাফল্য দেখিয়েছে। বয়স ভিত্তিক ৪৫ ঊর্ধ বিভাগে ৪শ্র১০০ মিটার রিলে রেসে রুপো (সিলভার) জয় করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে রাজ্য দল।

এই রূপো জয়ী রিলে দলের চার কৃতি সদস্য হলেন রাখি দেব, রত্না ঘোষ, খেলা রানী দেবনাথ এবং অর্চনা বণিক (যিনি লং জাম্পে সোনার পাশাপাশি রিলেতেও রুপো পান)। ত্রিপুরার মহিলাদের এই অভূতপূর্ব ও ঐতিহাসিক সাফল্যে ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ এবং মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্তারা গভীর আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং বিজয়ী অ্যাথলেটদের উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ইউরোপসেরা পিএসজি, পর পর দু'বার, আর্সেনালকে টাইব্রেকারে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন লুই এনরিকের দল

স্বপ্নপূরণ হল না আর্সেনালের। একই মরসুমে ইংল্যান্ড ও ইউরোপের সেরা ক্লাব হওয়ার সুযোগ ছিল তাদের সামনে। কয়েক দিন আগে ২২ বছরের খরা কাটিয়ে প্রিমিয়ার লিগ জিতেছিল তারা। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিততে পারলেন না মিকেল আর্তেতার ছেলেরা। ফাইনালে গত বারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের প্যারিস সঁ জরমঁ-এর কাছে হারল ইংল্যান্ডের ক্লাব। নির্ধারিত ১২০ মিনিটে ১-১ ছিল খেলা। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে হল ফয়সালা। রিয়াল মাদ্রিদের পর দ্বিতীয় ক্লাব হিসাবে পর পর দু'বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতল পিএসজি।

টাইব্রেকারে পিএসজি-র হয়ে প্রথমে শট নিতে যান র্যামোস। তিনি গোল করতে ভুল করেননি। আর্সেনালের হয়ে প্রথম পেনাল্টি নিতে যান গিয়োকেরেস। তিনিও গোল করেন। আর্সেনালের হয়ে দ্বিতীয় পেনাল্টি নিতে যান ডুয়ে। তিনিও সহজে গোল করেন। তিন বারই ভুল দিকে ঝাঁপান দুই গোলরক্ষক। আর্সেনালের হয়ে দ্বিতীয় পেনাল্টি নিতে যান এজে। বাইরে মারেন তিনি। পিছিয়ে পড়ে আর্সেনাল। পিএসজি-র সমর্থকদের সামনে টাইব্রেকার হচ্ছিল। অর্থাৎ, গোলের পিছন থেকে সমর্থকদের চাপ বাড়ছিল আর্সেনালের উপর। সেই চাপ সামলাতে পারলেন না তরুণ এজে।

পিএসজি-কে এগিয়ে দেওয়ার সুযোগ ছিল মেন্ডেসের। তাঁর শট বাঁচিয়ে দেন রায়া।

ফলে আবার সমান সমান হয়ে যায় দু'দল। আর্সেনালের হয়ে তৃতীয় পেনাল্টি নিতে যান অভিজ্ঞ ডেকলান রাইস। তিনি ঠান্ডা মাথায় গোল করেন। প্যারিসের দলের হয়ে চতুর্থ পেনাল্টি নিতে যান আশরফ হাকিমি। তিনি গোল করতে ভুল করেননি। আর্সেনালের হয়ে চতুর্থ পেনাল্টি থেকে গোল করেন ব্রাজিলের মার্তিনেলি। পিএসজি-র হয়ে পঞ্চম পেনাল্টি থেকে গোল করেন বেরাল্ডো। অর্থাৎ, লড়াইয়ে থাকতে হল গোল করতেই হত গ্যাব্রিয়েলকে। আর্সেনালের এই সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার বারের উপর দিয়ে বল উড়িয়ে দেন। ৪-৩ ফলে জেতে প্যারিসের ক্লাব।

৬ মিনিটের মাথায় পিএসজি-র রক্ষণের ভুলে বল পেয়ে যান কাই হাভার্ৎজ।

কিন্তু কাছাকাছি কোনও সতীর্থ ছিলেন না। ফলে প্রথম পোস্টের কাছে এসে কোণাকুণি জোরাল শট মারেন হাভার্ৎজ। পিএসজি-র গোলরক্ষক সাপানভ ভেবেছিলেন হাভার্ৎজ মাটি ঘেঁষা শট মারবেন। তাই হাঁটু মুড়ে বসেছিলেন তিনি। সেটা কাজে লাগান জার্মান স্ট্রাইকার। সাপানভের মাথার উপর দিয়ে গোল করেন তিনি।

সেই কাভারাৎস্খেলিয়াকে আটকাতে গিয়েই ৬৫ মিনিটের মাথায় বক্সের মধ্যে ফাউল করে বসেন মসকুয়েরা। পেনাল্টি দেন রেফারি। গোল করতে ভুল করেননি দেম্বেলে। সমতা ফেরায় পিএসজি।

১-১ হওয়ার পরেই বদলে যায় খেলার ছবি। রক্ষণের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে আর্সেনাল। আক্রমণ শুরু করে তারা। সেই আক্রমণ দেখে প্রশ্ন উঠছিল, কেন এত ক্ষণ এতটা রক্ষণাত্মক খেলছিল তারা।

পিএসজি-র মতো দলের বিরুদ্ধে ৯০ মিনিট রক্ষণ করে যে যেতা সম্ভব নয় তা কি বুঝতে পারেননি আর্তেতা।

২০৩০ বিশ্বকাপ খেলবেন ৪৫ বছরের রোনাল্ডো? পর্তুগাল কোচের কথায় জল্পনা

৪৫ বছর বয়সেও কি বিশ্বমঞ্চে দেখা যাবে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে? এই প্রশ্ন ঘিরে ইতিমধ্যেই সরগরম ফুটবল মহল। দিন ১২ পর শুরু ফুটবল বিশ্বকাপ। তার আগে থেকেই আলোচনার কেন্দ্রে পর্তুগিজ মহাতারকা। তারই মধ্যে ঘরের মাঠে ২০৩০ বিশ্বকাপে সিআর৭-এর খেলার সম্ভাবনা নিয়ে আশার সুর পর্তুগাল কোচ রবার্তো মার্টিনেজের গলায়।

২০৩০ সালের বিশ্বকাপ আয়োজন করবে পর্তুগাল, স্পেন এবং মরক্কো। সেই সময় রোনাল্ডোর বয়স হবে ৪৫। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এতদিন কি জাতীয় দলে টিকে থাকবেন তিনি? তবে এই সংশয়ে জল ঢাললেন কোচ মার্টিনেজ। একটি রেডিও সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "রোনাল্ডো ২০৩০ বিশ্বকাপে খেলতে পারে। এটা নিয়ে কোনও সন্দেহ রাখার কারণ নেই। নিজের পরিশ্রম আর পারফরম্যান্স দিয়েই সে এই বিশ্বাস তৈরি করেছে।"

তাঁর সংযোজন, "ও এখনও নিজের লক্ষ্য নিয়ে ভীষণ সিরিয়াস। এই মানসিকতাই ওকে অন্যদের থেকে আলাদা করে।" ২০০৩ সালের আগস্টে মাত্র ১৮ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হয় রোনাল্ডোর। তারপর থেকে দেশের জার্সিতে একের পর এক নজির গড়েছেন। পর্তুগালের হয়ে সর্বাধিক ম্যাচ খেলেছেন। সর্বাধিক গোল করার রেকর্ডও তাঁর দখলে। ২০১৬ সালে তাঁর নেতৃত্বেই ইউরো জেতে পর্তুগাল। এছাড়া ২০০৬ বিশ্বকাপে দলকে চতুর্থ স্থানে তুলে আনার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর।

মার্টিনেজের মতে, রোনাল্ডোর সবচেয়ে বড় শক্তি শুধু ফিটনেস নয়, তাঁর অদম্য মানসিকতা।

'রঞ্জিতে ভাল খেলার কোনও গুরুত্ব নেই, আইপিএলই আসল', নির্বাচকদের উপর ক্ষোভ উগরে দিলেন মুম্বইয়ের ক্রিকেটার

ভারতের নির্বাচকেরা বার বার বলেন, ঘরোয়া ক্রিকেটের পারফরম্যান্সই আসল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কাজে তার প্রতিফলন দেখা যায় না বলে অভিযোগ ওঠে। সেই বিষয়টিই আর এক বার তুলে ধরলেন মুম্বইয়ের ক্রিকেটার সিদ্ধেশ লাড। জানালেন, ঘরোয়া ক্রিকেট নয়, আইপিএলের পারফরম্যান্সই নির্বাচকদের কাছে আসল।

রাজ্যের হয়ে ১২ বছর খেলছেন লাড। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৮২ ম্যাচে ৫৬২৩ রান করেছেন। ১৫টি অর্ধশতরান রয়েছে। গত বছরই রঞ্জি ট্রফিতে পাঁচটি শতরান করেছেন। তাঁর মতে, দল নির্বাচনের সময় রঞ্জি ট্রফির ফর্মকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তিনি উদাহরণ হিসাবে টেনেছেন আকিব নবির কথা। গত মরসুমের রঞ্জিতে সবচেয়ে বেশি উইকেট নিলেও আফগানিস্তান টেস্টে তাঁকে নেওয়া হয়নি।

লাড বলেছেন, "আইপিএলের পারফরম্যান্সই ভারতীয় দলে ঢোকার ছাড়পত্র এ কথা যদি কেউ বলে, তা হলে একদম ঠিক বলছে। কঠিন সত্যিটা হল, ঘরোয়া ক্রিকেটের পারফরম্যান্সকে নির্বাচকেরা পাত্তা দেন। অস্বীকার করব না যে রঞ্জি ট্রফির মানও পড়েছে। আমি ভাল খেলেছি, আমাকে ভারতীয় দলে নাও, এ কথা বলছি না। কিন্তু আকিবের কথা ভাবুন। কঠোর পরিশ্রম করে জম্মু ও কাশ্মীরকে একার হাতে রঞ্জি জিতিয়েছে। কাজটা সহজ নয়। ওকে অন্তত টেস্ট দলে নেওয়া উচিত ছিল।"

লাডের সংযোজন, "আইপিএলে খেলা ক্রিকেটারেরাও জানে গোটা মরসুম রঞ্জিতে ভাল খেলে, ফিটনেস ধরে রেখে দলকে জেতানো কতটা কঠিন। এখন যদি আইপিএলে ভাল না খেলেন তা হলে জাতীয় টেস্ট দলেও সুযোগ পাবেন না। আইপিএলে না খেললে তো এগিয়ে যাওয়ার পথই বন্ধ।"

ভারতীয় ক্রিকেটার রোহিত শর্মার কোচ দীনেশ লাডের ছেলে সিদ্ধেশের মতে, ঘরোয়া ক্রিকেটারদের উদ্দেশে খারাপ বার্তা যাচ্ছে। রঞ্জিতে খেলতে ভবিষ্যতে আর কেউ উৎসাহিত হবে না বলে মনে করেন তিনি।

নজির গড়ে ষষ্ঠবার বিশ্বকাপে মেসি, মেগা টুর্নামেন্টের দল ঘোষণা আর্জেন্টিনার, বাদ পড়লেন কারা?

গতবছর তাঁর হাতে এসেছে অধরা বিশ্বকাপ। এবছর রেকর্ড ষষ্ঠবার তিনি নামবেন ফুটবলের মহাযজ্ঞে। চোট নিয়ে আশঙ্কা একেবারে দূর করে বিশ্বকাপের জন্য আর্জেন্টিনা স্কোয়াডে ফিরলেন লিওনেল মেসি। তাঁর নেতৃত্বেই খেতাব ধরে রাখার যুদ্ধে নামবে লা অ্যালবিসলেস্তে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। অভিজ্ঞতা এবং তারুণ্যের মিশেলে দল গড়েছেন।

একটা সময় হতাশ হয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছিলেন মেসি। পরে জাতীয় দলে ফিরে তিনি বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছেন। গতবছরের শেষদিক থেকে আচমকাই জল্পনা ছড়াতে শুরু করে, বিশ্বকাপে আর নামবেন না মেসি। তুলে রাখবেন নীল-সাদা জার্সি। এই জল্পনা নিয়ে এলএমটেন নিজেও স্পষ্ট করে কিছু জবাব দেননি, তাতে আরও বেড়েছে রহস্য। দিনকয়েক আগে ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলতে গিয়ে আচমকাই মাঠ ছাড়েন মেসি। ভক্তকুলের মধ্যে তখন উদ্বেগ, মেসিকে এবার বিশ্বকাপের মঞ্চে দেখা যাবে তো? সেই আশঙ্কা দূর করে মেসি জায়গা করে নিয়েছেন আর্জেন্টিনা স্কোয়াডে। বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার নজিরও গড়ে ফেলবেন মাঠে নামলেই।

কাতারে ২০২২ বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনা দলের অনেকেই রয়েছেন এবারের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে। ফাইনালে জোড়া গোলদাতা অ্যাঞ্জেল ডি'মারিয়া অবশ্য অবসর নিয়েছেন। এছাড়া ফাইনালের দিন 'সুপারহিরো' হয়ে ওঠা গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ-সহ ১৭ জন বিশ্বকাপজয়ী রয়েছেন এই দলে। নতুন মুখ হিসাবে উঠে এসেছেন ভ্যালেনটিন বারকো, নিকোলাস পাজ এবং গিলিয়ানো সিমিওনেরা। আগামী ১৬ জুন বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ খেলবেন মেসিরা, প্রতিপক্ষ আলজেরিয়া। এছাড়াও এই গ্রুপে রয়েছে জর্ডান এবং অস্ট্রিয়া।

বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার স্কোয়াড:

গোলরক্ষক: এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, জেরোনিমো রুলি, হুয়ান মুসো

ডিফেন্ডার: লিওনার্দো বলের্দি, গঞ্জালো মন্টিয়েল, নিকোলাস তালিয়াফিকো, লিসান্দ্রো মার্টিনেজ, ক্রিশ্চিয়ানো রোমেরো, নিকোলাস ওতামেন্দি, ফ্যাকুন্ডো মেদিনা, নাহুয়েল মোলিনা

মিডফিল্ডার: লিয়েন্দ্রো পারাদেস, রদ্রিগো ডি'পল, ভ্যালেন্টিন বারকো, জিওভানি লো সেলসো, এক্সকুয়েল প্যালাসিওস, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, এনজো ফার্নান্দেজ

ফরোয়ার্ড: জুলিয়ান আলভারেজ, লিওনেল মেসি, নিকোলাস গঞ্জালেজ, থিয়াগো আলমাদা, গিলিয়ানো সিমিওনে, নিকোলাস পাজ, হোসে ম্যানুয়েল লোপেজ, লাউতারো মার্টিনেজ

জিম্বাবোয়ের কাছেও হার, লন্ডন থেকে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে ভারতকে, ইউনিটি কাপে সবার শেষে জামিলের দল

জামাইকার কাছে প্রথম ম্যাচে হেরেছিল ভারত। শনিবার তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচ ছিল জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচেও ০-১ ব্যবধানে হেরে গেল ভারতীয় দল। ফলে লন্ডনে হওয়া ইউনিটি কাপ থেকে খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে খালিদ জামিলের দলকে। প্রথমার্ধে প্রিন্স দুবের পেনাল্টি থেকে করা গোলে জিতেছে জিম্বাবোয়ে। ভারত প্রতিযোগিতায় একটি গোলও করতে পারেনি। হজম করেছে দু'টি গোল।

আগের ম্যাচের দল থেকে চার জনকে পরিবর্তন করেছিলেন জামিল। বিক্রম প্রতাপ সিংহ, রহিম আলি, ম্যাকার্টন নিকসন এবং রিকি শ্যাবং শুরু করেছিলেন। ইতিবাচক ভাবে প্রতিযোগিতা শেষ করতে চেয়েছিল ভারতীয় দল। তা হল না। জিম্বাবোয়ের পায়ের বলের নিয়ন্ত্রণ ছিল বেশি। তারা বেশি আগ্রাসী ফুটবল খেলেছে।

চতুর্থ মিনিটে একটি বিপজ্জনক ক্রস ভেসে এসেছিল ভারতের বক্সে। তা ক্লিয়ার করেন সন্দেশ জিঙ্ঘন। ১৫ মিনিটের মাথায় শেন মেজুদার আক্রমণও প্রতিহত করেন জিঙ্ঘন। প্রথমার্ধে ভারতের সবচেয়ে ভাল সুযোগ এসেছিল ২৯ মিনিটে। শ্যাবং একটি বল ভাসিয়েছিলেন বিক্রমের উদ্দেশে। বিক্রম বলটি নিয়ে জিম্বাবোয়ের গোলের দিকে এগিয়েছিলেন। তা ক্লিয়ার করে দেন জন তাকওয়ারা। চার মিনিট পরেই গোল দেয় জিম্বাবোয়ে। মারুদজা বাঁ দিকে বল পেয়ে তা বাড়িয়েছিলেন ওয়াশিংটন গিফ নাভায়ার দিকে। ওয়াশিংটন শট মারার আগে তাঁকে পিছন থেকে অবৈধ ট্যাকল করেন ফারুখ চৌধরি। রেফারি পেনাল্টির বাঁশি বাজান। দুবে পেনাল্টি থেকে গোল দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের খেলায় ঝাঁজ আসে। তবে প্রতি আক্রমণে বিপদে ফেলছিল জিম্বাবোয়ে। গুরপ্রীত ভাল সেভ করেন। তবে ভারত সমতা ফেরাতে পারেনি। এর পর ৫ এবং ৯ জুন তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে দু'টি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে ভারত।

ফের চোটের কবলে নেমার, নেই প্রস্তুতি পর্বের ম্যাচে, আদৌ বিশ্বকাপে খেলবেন তো ব্রাজিলিয়ান তারকা?

ব্রাসিলিয়া: প্রায় আড়াই দশক পরে অবশেষে বিশ্বকাপ জয়ের অপেক্ষা শেষ করতে মরিয়া ব্রাজিল দল এবারের মেগা টুর্নামেন্টে কার্লো আনসেলোত্তির কোচিংয়ে মাঠে নামবে। দলের এই লম্বা অপেক্ষা শেষ করার জন্য যাঁর দিকে ব্রাজিলিয়ানরা সবথেকে বেশি করে তাকিয়ে রয়েছেন, তিনি নেমার জুনিয়র। তবে সেই তারকা ফরোয়ার্ডকে নিয়েই বিশ্বকাপের আগে উদ্বেগ বাড়ল।

নেমারের বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়া নিয়েই প্রবল সংশয় ছিল। তিনি চোট আঘাতে ভুগছিলেন। ব্রাজিলের শেষ ম্যাচগুলির সময়ও তাঁকে দলে ডাকা হয়নি। এমনকী তাঁর এসিএল ছিঁড়ে যাওয়ার পর ২০২৩ সালের অক্টোবরের পর থেকে নেমার সেলেসাওয়ের হয়ে মাঠেই নামেননি। তবে আনসেলোত্তির তাঁর ওপর আস্থা রেখে নেমারকে ২৬ জনের বিশ্বকাপ দলে সুযোগ দেন। ২৭ মে থেকে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল দল বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু করেছে এবং নেমার সেই অনুশীলন শিবিরে যোগও দেন। তবে তাঁর কয়েক ঘন্টা পরেই দুঃসংবাদ সামনে আসে।

নেমার অনুশীলনে যোগ দেওয়ার খানিক পরেই ব্রাজিলিয়ান ফেডারেশনের তরফে জানানো হয় কিছু অস্বস্তির কারণে নেমার অনুশীলন করতে পারছেন না।

তাঁর ডান পেশি ফুলে গিয়েছে বলে নেমার অভিযোগ করেন, তবে টেরেসোপলিসের এক ক্লিনিকে এমআরআই করে দেখা যায় পরিস্থিতি আরও গুরুতর। নেমারের গ্রেড ২ পেশির স্ট্রেন হয়েছে এবং হালকা পেশি ছিঁড়েও গিয়েছে, যা সারতে বিশ্রাম এবং রিহ্যাবের প্রয়োজন। অন্তত দুই থেকে তিন সপ্তাহ ৩৪ বছর বয়সি মহাতারকা ফুটবলার মাঠের বাইরে থাকবেন।

পাকিস্তানের ঘরোয়া লিগ শুরুর আগেই সমস্যা, দলমালিকদের মধ্যে ঝামেলা, অভিযোগ লিগের কর্তার কাছে

পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) শুরু হতে এখনও বেশ কিছু দিন বাকি। তার আগেই ঝামেলা শুরু হয়ে গেল দলমালিকদের মধ্যে। অন্তত দু'জন মালিক বিভিন্ন ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন লিগের মুখ্যকর্তা সলমন নাসিরের কাছে। তার মধ্যে একটি দলকে সম্প্রতি নেওয়া হয়েছে লিগে। সেটি হল শিয়ালকোট, যারা বিক্রি হয়েছে ১৮৫ কোটি পাকিস্তানি রুপিতে।

সূত্রের খবর, শিয়ালকোটের অন্যতম মালিক মহম্মদ শাহিদ চিঠি লিখেছেন সলমনকে। তিনি জানিয়েছেন, দলের ৭৬ শতাংশ মালিকানা তাঁর।

জাগরণ 1 June, 2026, Monday আগরতলা ১ জুন, ২০২৬ ইং, ■ ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

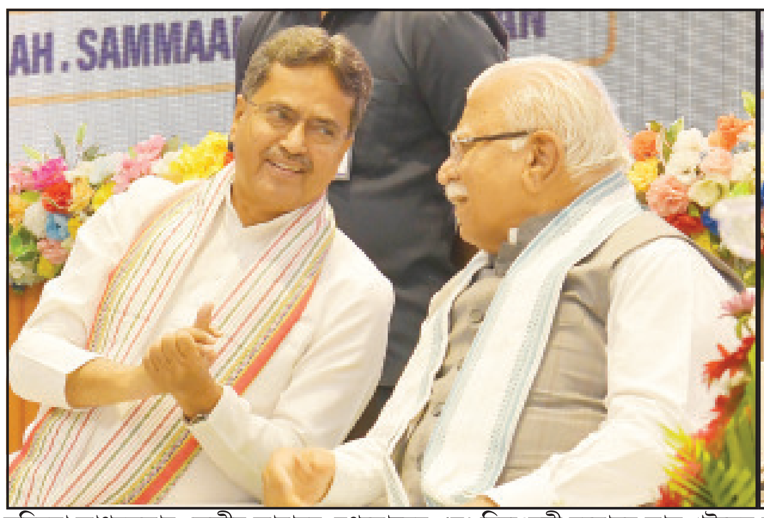
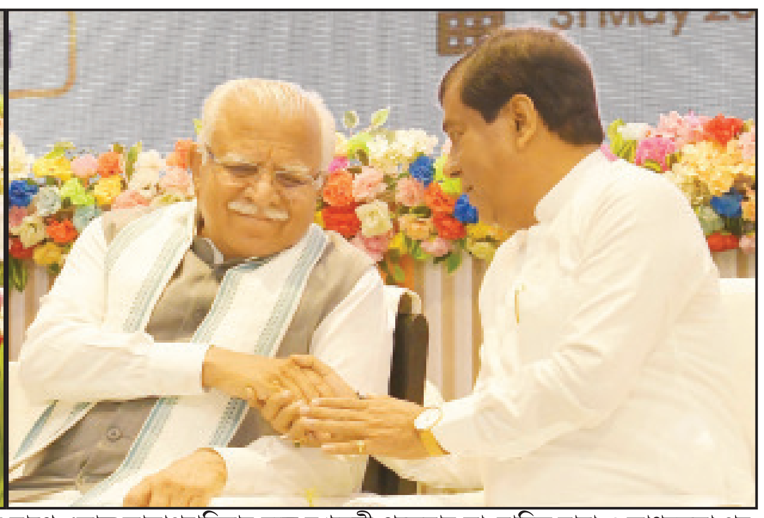

রবিবরা আগরতলায় কেন্দ্রীয় আবাসন, নগরোন্নয়ন এবং বিদ্যুৎমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টরের সাথে একান্ত আলাপচারিতায় ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডা. মানিক সাহা ও আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি- নিজস্ব।

রাজ্যে ১১টি সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করার কাজ চলছে ঃকেন্দ্রীয়মন্ত্রী

আগরতলা, ৩১ মে: কেন্দ্রীয় আবাসন, নগরোন্নয়ন এবং বিদ্যুৎমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর আজ রাজ্য অতিথিশালার কনফারেন্স হলে নগরোন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি, সমস্যা ও এর নিরসনে এক পর্যালোচনা সভায় মিলিত হন। পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ, মুখ্যসচিব জে.কে. সিনহা সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ। কেন্দ্রীয় আবাসন, নগরোন্নয়ন এবং বিদ্যুৎমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর আজ একদিনের সফরে রাজ্যে আসেন।

পর্যালোচনা সভার শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, একটি উন্নত রাষ্ট্র গঠনে বিদ্যুতের ভূমিকা অপরিসীম। তাই ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে গঠিত কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম থেকেই দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাকে সুচারু করার উদ্দেশ্যে কাজ করে চলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশ আজ বিভিন্ন বিষয়ে স্মার্ট হচ্ছে। তাই বিভিন্ন পুরোনো ব্যবস্থাগুলিকে স্মার্ট ও ডিজিটাল করার মাধ্যমে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আগরতলা পুরনিগম সহ রাজ্যের অন্যান্য নগরগুলির বিকাশেও বর্তমান রাজ্য সরকার সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয়মন্ত্রীকে বিস্তারিত অবহিত করেন।

পরে সভার প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনাকালে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর নগরোন্নয়ন কিংবা বিদ্যুৎ সকল দপ্তরেই কাজের গুণগতমান নিয়ে যাতে আপোষ না করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য নির্দেশ দেন। সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার উপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিদ্যুৎ চুরি রোধ, বিলিং সিস্টেমকে প্রিপেইড করা, স্মার্ট মিটার লাগানো, সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর নগরোন্নয়ন দপ্তরের স্বচ্ছ ভারত মিশন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। এদিকে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের ৯৫ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। ত্রিপুরার বিদ্যুৎ খাতে এই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা জানিয়েছেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তিনি আরও জানান, স্মার্ট মিটার স্থাপনের কাজ চলতি বছরের অক্টোবরের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হবে। একই সঙ্গে পিএম জনমন প্রকল্পের কাজ শেষ, ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান প্রকল্পের ৯০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে, যা জুনের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হবে।

রাজ্য অতিথিশালায় কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ, আবাসন ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা বৈঠকে তিনি এই তথ্য জানান।

মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার বর্তমান সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা ৫৪২ মেগাওয়াট। রাজ্যের নিজস্ব প্রাপ্যতা ৩৬৫ মেগাওয়াট, এবং বাকি ১৭৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাজার থেকে ক্রয় করতে হয়। মূলত গ্যাস সরবরাহের ঘাটতির কারণে বিদ্যুৎ প্রাপ্যতায় প্রভাব পড়ছে।

তিনি লেন কেন্দ্র সরকারের আর্থিক সহায়তা রাজ্যে অত্যন্ত কার্যকর হয়েছে। ২০১৮ সালে যেখানে এটিএসসি লস ছিল ৪০ শতাংশ, তা এখন কমে ১৮.২৩ শতাংশে নেমে এসেছে। কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুযায়ী স্মার্ট মিটার স্থাপনের কাজ চলছে। রাজ্যের সব ১১ কেভি ফিডার এবং ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমারে ইতিমধ্যেই স্মার্ট মিটার বসানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত মোট ৩,৫৫,১৫৮ জন গ্রাহককে স্মার্ট মিটারের আওতায় আনা হয়েছে এবং বাকি ২,১৬,১৪৪ জন গ্রাহককে চলতি বছরের অক্টোবরের মধ্যে যুক্ত করা হবে।

তিনি আরও জানান, সরকারি অফিসে ৫,৮৯৪টি প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ৫,৩৪৭টি স্ট্যান্ড-অ্যালোন প্রিপেইড মিটার চালু রয়েছে। ভারতবর্ষে প্রথমবারের মতো ত্রিপুরায় এই ধরনের প্রিপেইড মিটার ব্যাপকভাবে স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যে মোট ১,৫৯,০১৩টি স্ট্যান্ড-অ্যালোন প্রিপেইড মিটার বসানো হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, আরডিএসএস প্রকল্পের আওতায় লস রিডাকশন সংক্রান্ত কাজের ৯৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি কাজ জুলাইয়ের মধ্যে শেষ হবে। পিএম - জনমন প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। ডিএ-জেজিইউএ প্রকল্পের ৯০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং চূড়ান্ত কাজ জুনের মধ্যে শেষ হবে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বিতরণ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প চলছে, যা ৯৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে এবং জুনের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে। একই সহায়তায় ১৩২০ কোটি টাকার প্রকল্পে রুখিয়া ৬৩ মেগাওয়াট ওপেন সাইকেল গ্যাস টারবাইনকে ১২০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল গ্যাস টারবাইনে রূপান্তর করা হচ্ছে, যা ২০২৯ সালের মার্চের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর মুক্ত বিদ্যুৎ যোজনার অধীনে রাজ্যে এখন পর্যন্ত ১২.১১ মেগাওয়াট ছাদ-সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন করা হয়েছে এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫০ মেগাওয়াট। এদিকে সভায় বিদ্যুৎ মন্ত্রীও বিদ্যুতের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

পর্যালোচনা সভা শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী জানান, আগরতলা ওয়েস্ট ম্যানেমেন্ট স্কিমে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের শেয়ার মিলিয়ে প্রায় ১০০ কোটি টাকার কাজ করা হচ্ছে। তাছাড়া বাড়ি বাড়ি বর্জ্য সংগ্রহে স্বসহায়ক দলের মহিলাদের অন্তর্ভুক্তিকরণে কাজ করতেও আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে প্রতিটি বাড়িতে শৌচালয়, কমিউনিটি ও পাবলিক টয়লেটের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট আগামী ৩০ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানোর জন্য সভায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যে ১১টি সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করার কাজ চলছে। যা আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শেষ হবে। আগরতলা, ধর্মনগর, কৈলাসহর ও উদয়পুর শহরকে স্বচ্ছ রাখার কাজ আরও শক্তিশালী করার জন্য ২৭ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ দপ্তর সম্পর্কে সাংবাদিক সম্মেলনে বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর বলেন, আগামী ২০২৭ সালের মধ্যে রাজ্যের ২ লক্ষ বাড়িতে রুফ টপ সোলার প্যানেল বসানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের লোকসানের হার কমানো, স্মার্ট মিটার বসানো, ২০২৯-২০৩০ সাল নাগাদ রাজ্যের বিদ্যুতের চাহিদা ও তা মেটানোর উৎস এবং ইন্টারস্টেট ট্রান্সমিশন লাইন নিয়েও আজকের সভায় আলোচনা ও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে আগামী ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশে ১০০ গিগা ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে।

সোনামুড়া প্রেসক্লাবের নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৩১ মে: সোনামুড়া প্রেসক্লাবের নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন, পুনরায় সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তী, সম্পাদক অভিজিৎ বর্ধন। প্রেস ক্লাবের সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে এক সাধারণ সভার মাধ্যমে সোনামুড়া প্রেস ক্লাবের নতুন কমিটি গঠিত হল।

পুরাতন কমিটিকে পুনঃ নির্বাচনের পাশাপাশি কমিটির সদস্য সংখ্যা ৭ থেকে বাড়িয়ে ৯ জন করা হয়েছে।রবিবার প্রেস ক্লাবের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভার শুরুতে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সম্পাদক অভিজিৎ বর্ধন। প্রতিবেদনে গত তিন বছরের প্রেস ক্লাবের কর্মকাণ্ড বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয় এবং প্রতিবেদন উপর মথ প্রকাশ করে সকল সমস্যার। সম্পাদকের কর্মদক্ষতায় সন্তোষ প্রকাশ করেন উপস্থিত সদস্যরা। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, আগামী দিনে তিন বছর পরিবর্তে দুই বছর মেয়াদী কমিটি গঠন করা হবে। এরপর সকল সদস্যের সম্মতিতে পুরাতন কমিটিকে পুনঃনির্বাচিত করা হয়।

৯ জনের কার্যকরী কমিটির পদ অধিকারীরা হলেন সভাপতি: বিপ্লব চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি: তাপস লস্কর, সম্পাদক: অভিজিৎ বর্ধন, সহ-সম্পাদক: টোটন চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ: অমিত দত্ত,অফিস সম্পাদক: নরেশ দাস,কার্যকরী কমিটির সদস্য সপ্ন চক্রবর্তী, জহিরুল ইসলাম, মোহাম্মদ মামুন। উল্লেখ্য, এবার কার্যকরী কমিটিতে নতুন করে যুক্ত হয়েছেন সাংবাদিক নরেশ দাস এবং মোহাম্মদ মামুন। কমিটি গঠনের পর নবনির্বাচিত সদস্যরা সাংবাদিকদের পেশাগত স্বার্থ রক্ষা এবং প্রেস ক্লাবের পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এবং প্রেস ক্লাবের পরিকাঠামোর উন্নয়নে প্রশাসনিক সহযোগিতা কামনা করে নতুন কার্যকরী কমিটি।

বড়জলায় 'মন কি বাত' শ্রবণ, প্রধানমন্ত্রীর বার্তা জনকল্যাণমূলক কাজে অনুপ্রেরণা জোগায়: মন্ত্রী রতন লাল নাথ

আগরতলা, ৩১ মে: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয় মাসিক অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১৩৪তম পর্ব রবিবার বড়জলা মণ্ডলের ২৮ নম্বর বুথের মধ্য ভুবনবন এলাকায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে একযোগে শ্রবণ করেন রাজ্যের মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেশ গঠন, সমাজসেবা এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষ ও দলীয় কর্মীদের আরও উৎসাহিত করে। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণে এদিনের অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলেও তিনি জানান।

মন্ত্রী আরও বলেন, এদিনের 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী অঙ্গদান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, দেশের জলসম্পদ ও জলাশয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, পরিবেশ সংরক্ষণসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এসব বিষয় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নিয়মিতভাবে 'মন কি বাত'-এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ইতিবাচক উদ্যোগ, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরেন, যা নাগরিকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেম জাগ্রত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মাতাবাড়ি থেকে ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় অক্ষত একই পরিবারের তিন সদস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ মে: উদয়পুরের ঐতিহাসিক মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির-এ পুজো দিয়ে আগরতলায় ফেরার পথে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয় একই পরিবারের তিন সদস্য। ঘটনাটি ঘটে আগরতলা-উদয়পুর সড়কের চড়িলাম পরিমল চৌমুহনী এলাকায়। তবে সৌভাগ্যবশতঃ দুর্ঘটনায় কেউ গুরুতর আহত হননি। পরিবারের সকল সদস্যই সুস্থ রয়েছেন।

জানা গেছে, টি আর ০১ সি জি ০৪৭৪ নম্বরের একটি ব্যক্তিগত গাড়িতে করে গাড়ির মালিক নিজেই পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মাতাবাড়িতে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। পুজো শেষে আগরতলায় ফেরার সময় চড়িলাম পরিমল চৌমুহনী এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে ছিটকে গিয়ে রাস্তার ধারের একটি গাছের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা মারে।

প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, দীর্ঘ পথচলার ক্লান্তিতে গাড়ির চালক তথা মালিক কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে উদ্ধারকাজে হাত লাগান এবং সঙ্গে সঙ্গে দমকল বিভাগকে খবর দেন।খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে পুলিশও ঘটনাস্থলে এসে দুর্ঘটনার বিষয়ে খোঁজখবর নেয়। দুর্ঘটনায় গাড়িটির সামনের অংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অলৌকিকভাবে প্রাণে বেঁচে যান গাড়িতে থাকা তিনজন।

ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অনেকেরই বিশ্বাস, মাতা ত্রিপুরেশ্বরী সুন্দরীর আশীর্বাদেই এত বড় দুর্ঘটনার পরও পরিবারের সদস্যরা সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পেয়েছেন। বর্তমানে তারা সকলেই সুস্থ ও নিরাপদ রয়েছেন।

দুর্জয়নগরের নতুন এএনএম ভবনে শীঘ্রই শুরু হবে নার্সিং শিক্ষার কার্যক্রম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে: আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই দুর্জয়নগরের নবনির্মিত এএনএম ভবনে নার্সিং ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান কার্যক্রম শুরু হতে চলেছে। সেই লক্ষ্যে শনিবার ভবনটি পরিদর্শন করেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে।

পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তাসহ অন্যান্য উর্ধতন আধিকারিকরা। ভবনের বিভিন্ন পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা, শ্রেণিকক্ষ, প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সুবিধা এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি খতিয়ে দেখেন তাঁরা।

পরিদর্শন শেষে স্বাস্থ্য সচিব জানান, নতুন এএনএম ভবনে সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এখানে নার্সিং ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হবে। নতুন এই ভবন চালু হলে নার্সিং শিক্ষার পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে এবং ছাত্রছাত্রীরা আধুনিক ও উন্নত পরিবেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা।

ছয় বছরের শিশুপুত্রকে নিয়ে নিখোঁজ গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩১ মে: খোয়াই জেলার চেবরী অফিসটিলা এলাকায় এক গৃহবধূর নিখোঁজ হওয়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্বামীর অভিযোগ, তাঁর স্ত্রী ছয় বছরের শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে এক যুবকের সঙ্গে চলে গিয়েছেন।

জানা গেছে, চেবরী অফিসটিলা এলাকার বাসিন্দা অসিত সূত্রধরের স্ত্রী শম্পা সরকার গত ২৯ মে সকাল থেকে নিখোঁজ রয়েছেন। অভিযোগ, প্রায় নয় বছরের দাম্পত্য জীবন ও পরিবার ছেড়ে তিনি শিশুপুত্রকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। স্বামীর দাবি, গত কয়েক মাস ধরে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এক যুবকের মোবাইল ফোনে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল।

স্ত্রী ও সন্তানের কোনো খোঁজ না পেয়ে অসিত সূত্রধর খোয়াই মহিলা থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেছেন। তবে সংবাদ লেখা পর্যন্ত তাঁদের সন্ধান মেলেনি।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অসিত সূত্রধর বলেন, তাঁর স্ত্রী যদি নিজের ইচ্ছায় অন্য কারও সঙ্গে জীবনযাপন করতে চান, তবে সে বিষয়ে তার কোনো আপত্তি নেই। তবে তিনি তার ছয় বছরের শিশুপুত্রকে নিজের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আকুল আবেদন জানান।

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। নিখোঁজ গৃহবধূ ও শিশুর সন্ধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এদিকে, এ ধরনের ঘটনার ফলে শিশুদের মানসিক ও সামাজিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সমাজের বিভিন্ন মহল। তবে ঘটনার প্রকৃত কারণ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে পুলিশি তদন্তের পরই স্পষ্ট তথ্য সামনে আসবে।

প্রচণ্ড গরমে পথচলতি মানুষের পাশে শরবত নিয়ে দাঁড়াল কচিকাঁচারা

বিশালগড়, ৩১ মে: প্রচণ্ড গরমে যখন সাধারণ মানুষ হাঁসফাঁস অবস্থায় কিছুটা স্বস্তির খোঁজে পথ চলছেন, ঠিক সেই সময় মানবিকতার এক অনন্য নজির গড়েছে রাউৎখলা এলাকার ছোট ছোট ছেলেরা। বয়সে ছোট হলেও তাদের চিন্তা আর মানবিকতা যেন বড়দেরও হার মানায়। নিজেদের টিফিনের জন্য জমিয়ে রাখা সামান্য টাকা একত্র করে তারা পথচলতি মানুষদের জন্য শরবতের ব্যবস্থা করেছে, যাতে এই অসহনীয় গরমে মানুষ কিছুটা স্বস্তি পায়। কোনো প্রচারের লোভ নেই, নেই কোনো রাজনৈতিক পরিচয়ের ব্যানার কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থ শুধু মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এক নিঃস্বার্থ চেষ্টা। এলাকার বিভিন্ন পথ দিয়ে যাওয়া শ্রমজীবী মানুষ, বৃদ্ধ, রিকশাচালক থেকে শুরু করে সাধারণ পথচারীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে এক গ্লাস ঠান্ডা শরবত। ছোট ছোট এই উদ্যোগ যেন বড় এক বার্তা দিচ্ছে সমাজকে মানবিকতা এখনো হারিয়ে যায়নি স্থানীয়দের অনেকেই এই দৃশ্য দেখে আবেগাপ্লুত হয়েছেন।

অনেকের মতে, বর্তমান সময়ে যেখানে মানুষ নিজের ব্যস্ততা আর স্বার্থ নিয়ে বেশি চিন্তিত, সেখানে শিশুদের এমন মানবিক উদ্যোগ সমাজের জন্য ইতিবাচক উদাহরণ হয়ে থাকবে।

তাদের এই ছোট প্রয়াস প্রমাণ করে, ভালো কিছু করার জন্য বড় পরিচয় বা বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয় না প্রয়োজন শুধু সুন্দর মন আর মানুষের প্রতি ভালোবাসা রাউৎখলা এলাকার এই কচিকাঁচাদের উদ্যোগ আজ শুধু কয়েক গ্লাস শরবত বিতরণের গল্প নয়, এটি মানবিকতা, সহমর্মিতা আর ভালোবাসার এক নীরব বার্তা যা সত্যিই মন ছুঁয়ে যায়।

নিখোঁজ যুবককে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দিল খোয়াই থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩১ মে: নিখোঁজ এক যুবককে উদ্ধার করে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দিয়ে মানবিকতার পরিচয় দিল খোয়াই থানার পুলিশ। পুলিশের এই উদ্যোগে স্বস্তি ফিরেছে উদ্বিগ্ন পরিবারে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, খিলপাড়া থানার অন্তর্গত রাইয়াবাড়ি এলাকার বাসিন্দা রোহিনী কুমার জমাতিয়ার ২৬ বছর বয়সী ছেলে তিন দিন আগে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনো সন্ধান না পেয়ে খিলপাড়া থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেন।

এরপর শনিবার খোয়াই থানার অন্তর্গত মহাদেবটিলা এলাকায় ওই যুবককে দেখতে পেয়ে খোয়াই থানার পুলিশ তাঁকে থানায় নিয়ে আসে। পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর খিলপাড়া থানার মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়।

রবিবার সকালে যুবকের মা খোয়াই থানায় পৌঁছালে থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কৃষ্ণধন সরকার তাঁর ছেলেকে মায়ের হাতে তুলে দেন। পাশাপাশি বাড়ি ফেরার সুবিধার্থে যাতায়াত খরচ বাবদ কিছু আর্থিক সহায়তাও প্রদান করা হয় বলে জানা গেছে। পুলিশের এই মানবিক পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

খোয়াইয়ে 'মন কি বাত' শ্রবণ কর্মসূচি, উপস্থিত জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩১ মে: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনপ্রিয় রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১৩৪তম পর্ব উপলক্ষে রবিবার খোয়াই মণ্ডলের লালছড়া ১০ ও ১১ নম্বর বুথের উদ্যোগে এক বিশেষ শ্রবণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, মণ্ডল নেতৃত্ব, বুথ স্তরের কার্যকর্তা এবং দলীয় সমর্থকরা। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনার পর উপস্থিত নেতৃবৃন্দ দেশের উন্নয়ন, সামাজিক সচেতনতা এবং যুবসমাজের অগ্রগতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এদিনের 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দেশের ক্রীড়া জগতের সাফল্যকে বিশেষভাবে তুলে ধরেন।

জাতীয় পর্যায়ে নতুন রেকর্ড গড়া ক্রীড়াবিদদের প্রশংসা করে তিনি বলেন, ভারতীয় যুবশক্তি আজ আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করছে। বিশেষভাবে স্প্রিন্টার গুরিন্দরভীর সিংয়ের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করার আহ্বান জানান তিনি। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ মানুষের উদ্ভাবনী উদ্যোগ, আত্মনির্ভরতার উদাহরণ এবং সমাজ পরিবর্তনের ইতিবাচক প্রচেষ্টার কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, দেশের উন্নয়ন শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়, জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণই উন্নত ভারতের ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী। দেশীয় খাদ্যশস্য ও পুষ্টিকর খাবারের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠান শেষে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, "'মন কি বাত' শুধুমাত্র একটি রেডিও অনুষ্ঠান নয়, এটি দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর এক আন্তরিক সংযোগ। এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন, যুবশক্তির সাফল্য, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং আত্মনির্ভর ভারতের ভাবনা আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী যে বিষয়গুলির উপর গুরুত্বারোপ করেছেন, তা নতুন প্রজন্মকে দেশ গঠনের কাজে উদ্বুদ্ধ করবে এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়ক হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতৃত্ব কার্যকর্তাগণ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে দেশ ও সমাজের কল্যাণে আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

আগরতলায় ত্রিপুরা ভেটেরিনারি ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে: ত্রিপুরা ভেটেরিনারি ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা রবিবার আগরতলা শহরের একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। পশুসম্পদ উন্নয়ন এবং পশুচিকিৎসা পরিষেবার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে এই সভার আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশুসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এআরডিডি দপ্তরের সচিব দীপা ডি. নায়ার, দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ নীরজ কুমার চঞ্চল, ত্রিপুরা ভেটেরিনারি ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সুজিত সাহাসহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

সভায় সভাপতিত্ব করেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ প্রিয়ব্রত নাথ। সভার সূচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান শ্রবণ করেন মন্ত্রী সুধাংশু দাসসহ উপস্থিত অতিথিরা।

কলম চৌড়া মধ্যপাড়াতে গবাদি পশুর উপর এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩১ মে: গ্রামীণ সাধারন মানুষের বাঁচাবারার একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে পশু দপ্তর। সরকারের উন্নয়ন মানুষের দৌড় গুড়া পৌছানোর লক্ষ্যেই, যা গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মজবুত ও শক্তিশালী করে সঠিক দিশারী পেয়ে বাঁচা বাড়ার রসদ খুঁজে পায়, অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে যাতে বঞ্চিত না হয় তার জন্যই সরকারের দৃষ্টি। জীবন জীবিকা স্বাবলম্বন বেকারত্ব গোছানোর একমাত্র রাস্তা হল প্রাণিসম্পদ, গরু ছাগল হাঁস মুরগি, শুকর ইত্যাদি প্রায় সময় অনেক ধরনের রোগের আক্রমণের শিকার হয়, রোগবালাতো আছে দুনিয়া তা থেকে বাঁচার আছে যে উপায়। বক্সনগর ভেটেনারি হাসপাতালে ডাক্তার ডক্টর সোলাঙ্কি সরকারের উদ্যোগে দক্ষিণ কলম চৌড়া মধ্য পাড়াতে গরু ছাগল হাঁস মুরগি শুকরের স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান ধারণা দেন সাধারণ বেনিফিসারিদের।

রোগ প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন সময়ের টিকাকরণ, ইনজেকশন ঔষধ প্রয়োজনে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ নেওয়া গবাদি পশু এবং শুকর ছাগল হাঁস মুরগির স্বাস্থ্য ভালো রাখা সে বিষয়ের উপরে আলোকপাত করেন। ফ্রিতে টিকা করণ, বিভিন্ন রোগের ওষুধ প্রদান, গবাদি পশুদের বীমা সংক্রান্ত বিষয়ে বিষদ বিবরণ আলোচনা করেন। স্বল্প প্রিমিয়াম গবাদি পশু, শুকর ছাগলের ইন্সুরেন্স সম্পর্কে বুঝানোও হয়, ৮৫ শতাংশ টাকা সরকার দেবে বেনি ফিসারিদের শুধু ফিফটিন পারসেন্ট টাকা লাগবে ১৫ শতাংশ টাকা লাগবে। বীমা করার ২১ দিন পর থেকে ইন্সুরেন্স কাভার শুরু হবে। পশুদের বাজার মূল্য অনুসারে দাম নির্ধারণ করে ইন্সুরেন্স করানো হয়। শুকর ছাগল গরুর ইন্সুরেন্স থাকলে সীমান্তবর্তী চুরি হয় বা হারানো যায় টেগ নাম্বার দিয়ে বার করানো সম্ভব, গভমেন্ট রেজিস্টিকৃত হয়। বীমা করানো থাকলে মৃত্যু হলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে। তিনি সমস্ত বেনিফিশিয়ারদের আহ্বান করেন শুকর ছাগলের ইন্সুরেন্স করানোর জন্য তাতে চাষিরা লাভবান হবেন। এ ওয়ানেস ক্যাম্পে ৬টি ছাগল তিনটি শুকরের ইন্সুরেন্স করানো হয়। উক্ত সচেতনতা শিবির উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য সঞ্জয় সরকার, যিনি বক্সনগর ব্লক প্রাক্তন চেয়ারম্যান ছিলেন। তা যারা উপস্থিত ছিলেন এআরডিডি- র কর্মী হরেকৃষ্ণ সরকার,রাজু বিশ্বাস, পশু শখী বাবলি দেব ইন্সুরেন্সের পিএসপিও। গভমেন্টের এরকম উদ্যোগকে সাধুবাদ এবং ধন্যবাদ জানিয়েছেন গ্রামের সাধারণ গোপালকগন, প্রেমানন্দ সরকার, লালু দাস, দেবেন্দ্র সরকার, হরিধন সরকার, অরুণ সরকার, দিলীপ সূত্রধর, বরুণ সরকার, খুশি এবং আনন্দে আপ্লুত আগামী দিন যেন গ্রামেগঞ্জে এরকম ধরনের স্বাস্থ্যশিবির সচেতনতামূলক আলোচনা বিনামূল্যে ওষুধ পত্রের ব ব্যবস্থা করা হয় তার জন্য সরকারের কাছে আহ্বান রাখেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 01-06-2026, 01:15